













# হিন্দু সংকর্যামুষ্ঠান।

অর্থীং

জপ, ত্রাস, প্রাণায়ামাদি উপাসনাপদ্ধতি

“নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ে ন বিদ্যতে।

স্বল্পমপ্যস্তু ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥”

সংক্ষিপ্তসার-চিকিৎসাবিজ্ঞা প্রথমখণ্ড,

সংসারক্ষেত্র, হরিভক্তি-সন্ধান,

অঙ্কের নয়ন, কায়স্থতস্বাস্থ্যসন্ধান,

প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

এবং

“হরিনামামৃতরস,” বাহার গুণে এতদেশে সর্বজন মোহিত, যাহা  
ম্যাগেরিয়াসভূত পাত, মীহা, শোধ, অভিসার, পালা, কালা প্রভৃতি  
নানাঅরে বিদ্যাৎসম কার্যকারী, এবং দেশীয় উপাদানে অর্থীং গাছ-  
গাছড়াদিদ্বারা নানাবিধ ঔষধ-আবিষ্কার—এই সমস্ত বারশত উন্নয়নই  
সাল হইতে বিশেষ অধ্যবসার ও অভিজ্ঞতার সহিত সম্পাদনকারী,

খ্যাতনামা শ্রী বনশঙ্করসম্পন্ন

আম্বুর্বেদীয় চিকিৎসক

বিভারদ্র, কবিরঞ্জন শ্রীহরিশচন্দ্রনাথ আয়ুত্বাচার্য, ভাগবতভূষণ-

সঙ্কলিত।

পোষ্ট ও সাং ধর্মদ, জেলা নরীয়া।

বর্তমান জেলার অন্তর্গত গলাশবেড়িচা-নিবাসী

পণ্ডিতপ্রবর

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কাব্যকণ্ঠ কর্তৃক

সংশোধিত।

[মূল্য ১।০ পাঁচসিকা]

প্রকাশক—

বিশ্বম্ভূষণ রাহা এণ্ড ব্রাদার্স

পো: ধর্মদ, জেলা নদীয়া ।

প্রাপ্তিস্থান

ধর্মদ—প্রকাশকের নিকট ;

কলিকাতা

মনোমোহন লাইব্রেরী

২০৩১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ;

গুরুদাস লাইব্রেরী

প্রথম সংস্করণ—১৩৩১, আষাঢ় ।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কৃষ্ণনগর,

শ্রীভাগবত প্রেস হইতে

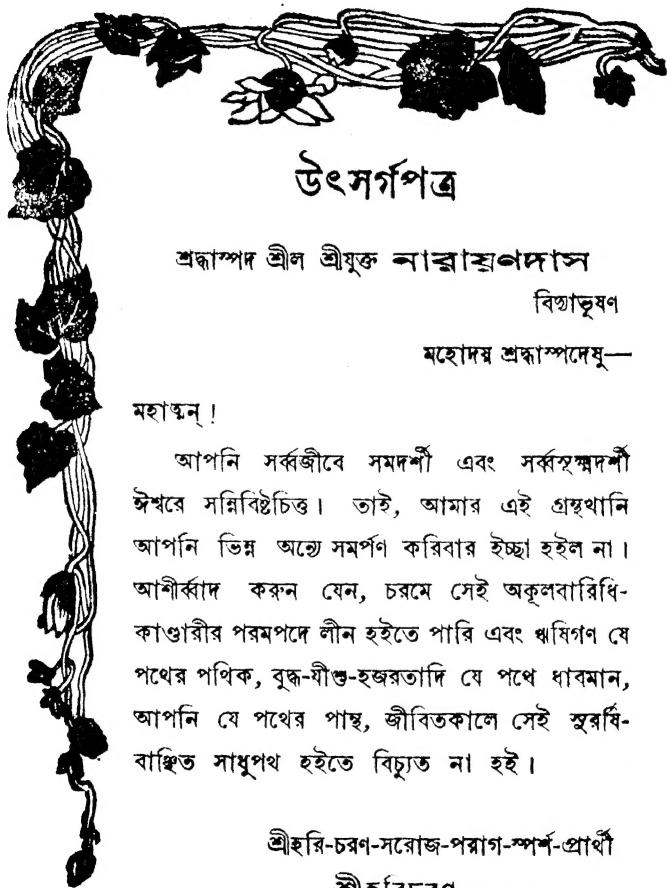
শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার

দ্বারা মুদ্রিত ।



শ্রীহরিচরণ বিদ্যারত্ন, কবিরঞ্জন,  
আয়ুস্তম্ভাচার্য্য, ভাগবতভূষণ ।





## উৎসর্গপত্র

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীল শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস

বিজ্ঞানভূষণ

মহোদয় শ্রদ্ধাস্পদেষু—

মহাত্মন!

আপনি সর্বজীবে সমদর্শী এবং সর্বস্বত্বদর্শী  
ঈশ্বরে সন্নিবিষ্টচিত্ত। তাই, আমার এই গ্রন্থখানি  
আপনি ভিন্ন অত্রে সমর্পণ করিবার ইচ্ছা হইল না।  
আশীর্বাদ করুন যেন, চরমে সেই অকূলবারিধি-  
কাণ্ডারীর পরমপদে লীন হইতে পারি এবং ঋষিগণ যে  
পথের পথিক, বুদ্ধ-বীণ-হজরতাদি যে পথে ধাবমান,  
আপনি যে পথের পাহু, জীবিতকালে সেই স্মরণ-  
বাহিত সাধুপথ হইতে বিচ্যুত না হই।

শ্রীহরি-চরণ-সরোজ-পরাগ-স্পর্শ-প্রার্থী

শ্রীহারিচরণ—

## বিজ্ঞপ্তি

এই পুস্তকখানি প্রকাশের মূলীভূত কারণ আমার অন্তরের ঐকান্তিকী বাসনা এবং “ব্রহ্মচর্য্য” মন্ত্রের ঋষি নদীশ্রী আবু ন্নি-নিবাসী শ্রীমন্নান্নানন্দদাস চট্টোপাধ্যায় বিজ্ঞাতৃষণ, তত্ত্ব-বাচস্পতি, ভারতী, (সম্পাদক, “বঙ্গরত্ন”) ঠাকুর মহাশয়ের প্রেরণা। তাঁহার দ্বারা, বহুদিবস মস্তিষ্ক বিলোড়নের ফলস্বরূপ মদ্রচিত এই গ্রন্থখানি বিশেষরূপে সংশোধিত হইয়াছে ; তাই সাহস করিয়া ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া ইহা প্রকাশ করিলাম। আমার কার্য্য তাঁহার আশীর্ব্বাদে সার্থক হইয়াছে, ইহাই আনন্দ, ইহাই সিদ্ধি।

শ্রীহরিচরণ বিজ্ঞারত্ন, কবিরঞ্জন, আয়ুস্তত্ত্বাচার্য্য

ভাগবতভূষণ।

মহামাননীয়

কবিরাজ শ্রীশুক্ত হরিচরণ বিজ্ঞারত্ন, কবিরঞ্জন,

আয়ুস্তত্ত্বাচার্য্য, ভাগবতভূষণ।

মহাশয়, আপনার সংগৃহীত “হিন্দুসংকার্য্যামুষ্ঠান” পুস্তকখানি পরিদর্শন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। ইহা যে সর্ব্বসাধারণের বিশেষ আদরের সামগ্রী হইবে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ঈশ্বরোদ্দেশে প্রার্থনা এই যে, আপনি দীর্ঘজীবী ও নিরাপদ থাকিয়া সর্ব্বসাধারণের আনন্দবর্দ্ধন করিতে থাকুন, অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

ত্রায়বাগীশ, ভাগবতকণ্ঠ, তত্ত্বরত্নাকর।

সাং অগ্রদ্বীপ, জেলা বর্দ্ধমান।

## ভূমিকা

ধর্ম-শাস্ত্রানুমোদিত নিত্যকর্ম সকলেরই অবশ্যকরণীয়। যিনি যে ধর্মাবলম্বী, তিনি তদধর্মনিরত হইলে যে অবশ্য ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগের অধিকারী হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু এক্ষণে যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে ধর্মশাস্ত্রেরও চর্চা কম দেখা যাইতেছে। আবার যাহাদের ধর্মকর্ম শিক্ষা করিবার ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের শিক্ষা প্রদানের ক্ষমতা উপযুক্ত লোকও দুশ্রাপ্য হইয়াছে; তজ্জন্ত এই পুস্তক সঙ্কলনবিধয়ে বহু যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে পাঠকপাঠিকাগণ ইহা পাঠ করিয়া নিজ নিজ কর্তব্যানুষ্ঠান শিক্ষা করিতে পারিলে, আমার সমস্ত যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। যদিও এই গ্রন্থের লিখিত সকল বিষয় সম্যক প্রকারে আচরিত হওয়া সুকঠিন তথাপি—

“জলবিন্দুনিপাতেন ক্রমশঃ পূর্য্যতে ঘটঃ।

স হেতুঃ সর্ববিদ্যানাং ধর্মশাস্ত্র চ ধনস্ত চ ॥”

ভাবার্থ—জলবিন্দু যেমন ক্রমে ক্রমে ঘট পূর্ণ করে, সেইরূপ মানব সর্ববিদ্যার, ধর্মের ও ধনের অধিকারী হইয়া থাকে।

কিন্তু—

“ঋঃ কার্য্যমন্তকর্তব্যং পূর্ব্বাত্নে চাপরাহ্লিকং।

ন হি প্রতীক্তে মৃত্যুঃ কৃতমন্ত ন বা কৃতং ॥”

ভাবার্থ—অন্তকরণীয় কার্য্য কল্যা সম্পন্ন করিব অথবা পূর্ব্বাত্নের কার্য্য অপরাহ্নে করিব, এই অব্যবস্থিতচিত্তসম্পন্ন লোক কোন কর্ম্মই সম্পাদন করিতে পারে না, কারণ মৃত্যু কৃত অকৃত কিছুই বিচার করে না।



কাঁটপঞ্চাদি অনেক জন্মের পর মনুষ্য-দেহপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ;—

লক্ষ্য। সুদূরভূমিদং বহুসম্ভবাস্তে

মানুষ্যমর্থদমনিতামপীহ ধীরঃ ।

ভূর্ণং যতেত ন পতেদমুমৃত্যু বাব-

ম্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সৰ্ব্বতঃ স্ত্রাৎ ॥

শ্রীভাগবতে ১১।২।২২

সাধুব্যক্তি বহু জন্মের পর এই অর্থপ্রদ অনিত্য মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া যাহাতে পঞ্চাদি যোনিতে পুনর্বার পতিত না হইতে হয় এবং সম্যক্ প্রকারে মুক্তিলাভ হয়, শীঘ্র একরূপ যত্ন করেন, অর্থপ্রদ অর্থাৎ এই মনুষ্যদেহে সাধনবশে দেবত্বও প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিষয়-ভোগ সকল যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া হইতে পারে, কারণ মানব যে পরম সুখাত্ম ভোজন করিয়া আনন্দলাভ করে, শূকর অমেধ্যদ্রব্য ভোজন করিয়া সেই আনন্দলাভ করিয়া থাকে। আহারের আনন্দ—উভয়েরই সমান ; সুতরাং আহারের জন্ত জন্মগ্রহণ মনুষ্যজন্মের উদ্দেশ্য নহে। কেবল প্রাণধারণের জন্ত যত্ন করা কর্তব্য—আহারাদিতে যেন মমতা না থাকে—সে প্রাণধারণ কেবল ভগবচ্ছিত্তার জন্ত, কারণ তাহাতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে,—

আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎ প্রাণধারণম্ ।

তত্ত্বং বিমুগ্ধতে তেন তদ্বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে ॥

শ্রীভাগবতে ১১।১৮।৩৪

ধর্মদ

৩রা আশ্বাঢ়, ১৩৩১।

প্রবন্ধকর ।

## ভিক্ষা অর্থাৎ প্রার্থনা ।

ধ্যানের হোমান্থি জ্বালি,                      ভক্তি-হবি: তায় ঢালি,  
 বিভাসি তুলিব গোরাক্ষপ ।

এ আঁখিতে অন্ধ হয়ে,                      দেখিব অন্তরে চেয়ে,—  
ভরে আছে চিন্ময়স্বরূপ ॥

ভিতরে বাহিরে বিশ্বে,                    হেরিব নিখিল দৃশ্যে,  
বিস্তৃত তাঁহারি রূপরশি।

তন্ময় হইবে প্রাণ,                      রসনায় গুণগান,  
স্বতঃই উঠিবে পরকাশি ॥

কণের লহরী ছুটি,                      জড়ের বন্ধন টুটি,  
এ হৃদয় করিবে সরস ।

প্রতি অঙ্গ মোর কবে,            প্রেমেতে বিবশ হবে,  
চাহিবে গো রূপের পরশ ॥

গ্রন্থকার—

# সূচী ।

ঈশ্বর নানারূপে কর্তৃত্ব	...	...	১
কালীমূর্ত্তির নিগূঢ় অর্থ	...	...	২
শিবলিঙ্গ শব্দের অর্থ	...	...	২
বিষ্ণুর একাদশ নামের অর্থ	...	...	৩
রাধানামের ব্যুৎপত্তি	...	...	৫
শ্রোমহৈ পৌত্তলিকের বীজ	...	...	৬
অবিযুক্ত বারাগসী বা ৮কালীধাম	...	...	৬
উপাসনা	...	...	১০
বাহু পূজার বিধান	...	...	১১
পৌত্তলিক বিষয়ের বীজ	...	...	১১
সমুদ্র ও নিগূঢ় ব্রহ্মের উপাসনা	...	...	১১
সাধনা	...	...	১৩
অষ্টাঙ্গ যোগ	...	...	১৩
ধ্যান	...	...	১৩
ভগবতী বা শক্তিসাধন	...	...	১৩
সঙ্গাধি	...	...	১৫
মুক্তি	...	...	১৬
শ্রীকৃষ্ণাধিকার বন্দনা	...	...	১৭
শ্রীগুরুস্তোত্র	...	...	১৭
মঙ্গলাচরণ	...	...	১৮
অর্থ গুরু শব্দার্থঃ	...	...	১৯

গুরুত্ব ...	...	...	২০
গুরুর ধ্যান	...	...	২০
স্রীগুরুর ধ্যান	...	...	২১
গুরুপ্রণাম মন্ত্র	...	...	২২
ব্রহ্ম ...	...	...	২৫
দেবতার উপাসনা	...	...	৩১
বৈধকর্ষ	...	...	৩৫
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ষ	...	...	৩৫
বিষ্ণুর ষোড়শ নাম	...	...	৩৭
ব্রহ্মোবাচ বিষ্ণুর্নামাষ্টকং	...	...	৩৭
পুংগুরুর প্রণাম	...	...	৩৮
স্রীগুরুর প্রণাম	...	...	৩৯
পুং গুরুর ধ্যান	...	...	৩৯
স্রীগুরুর ধ্যান	...	...	৩৯
ভগবানের নিকট প্রার্থনা	...	...	৪১
মলমূত্রত্যাগনিয়ম	...	...	৪২
শোচবিধি	...	...	৪৩
দস্তধাবন	...	...	৪৩
তৈলম্রক্ষণ বিধি	...	...	৪৪
স্নান ...	...	...	৪৫
গঙ্গামৃত্তিকা মর্দনমন্ত্র	...	...	৪৭
গঙ্গায় অবগাহন মন্ত্র	...	...	৪৮
স্নানে সঙ্কল্প বিধি	...	...	৪৮
স্নানান্তর পাঠ্য গঙ্গাষ্টকস্তব	...	...	৪৯

গজ্জার স্তব	...	...	৫২
গজাস্তোত্রং	...	...	৫৭
স্নানান্তে গজার প্রণামমন্ত্র	...	...	৬২
গজাদেবীর মাহাত্ম্য	...	...	৬২
পার্কগ্নান	...	...	৬৩
গ্রহগ্নান	...	...	৬৩
মুক্তিগ্নানমন্ত্র	...	...	৬৪
ব্রহ্মপুত্রগ্নানবিধি	...	...	৬৫
গজাসাগব স্নান	...	...	৬৫
দশহবা স্নান	...	...	৬৬
গোবিন্দ দ্বাদশী স্নান	...	...	৬৭
মাঘমাসীয় প্রাতঃস্নান	...	...	৬৭
কার্তিক মাসের প্রাতঃস্নান	...	...	৬৮
বাকুলী স্নান	...	...	৬৮
অর্দ্ধোদয় স্নান	...	...	৬৯
মাকরী সপ্তমী স্নান	...	...	৬৯
তুলসীচয়নাদি বিধি	...	...	৭০
বিশ্বপত্র চয়নাদি বিধি	...	...	৭২
অম্বথবৃক্ষে জলদানমন্ত্র	...	...	৭২
শিবপূজা বিষয়ে গন্ধ ও বিহিত পুষ্প	...	...	৭৩
বিষ্ণুপূজা বিষয়ে গন্ধ ও বিহিত পুষ্প	...	...	৭৩
শক্তিপূজা বিষয়ে গন্ধ ও বিহিত পুষ্প	...	...	৭৩
দেবতা বিষয়ে বর্জ্জনীয় পুষ্পাদি	...	...	৭৪
তর্পণবিধি	...	...	৭৪

ভক্তোক্ত নিষেধ	...	...	৭৫
সামবেদীয় তর্পণম্	...	...	৭৬
মহুঘাতর্পণ	...	...	৭৭
ঋষিতর্পণ	...	...	৭৮
দিব্য পিতৃতর্পণ	...	...	৭৮
যমতর্পণ	...	...	৭৯
পিতৃতর্পণ	...	...	৭৯
ঈশ্বতর্পণ	...	...	৮১
লক্ষ্মণতর্পণ	...	...	৮২
বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকে তর্পণ	...	...	৮২
পিতৃস্তুতি	...	...	৮৩
পিতৃনমস্কার	...	...	৮৩
যজুর্বেদীয়গণের ও অগ্ন্যাত্ন জাতির তর্পণ	...	...	৮৩
জপ নিয়ম	...	...	৮৭
শক্তিমালা	...	...	৮৭
শৈবমালা	...	...	৮৭
জপ সমর্পণ	...	...	৯০
প্রণাম বিধি	...	...	৯১
অষ্টাঙ্গ প্রণাম	...	...	৯১
পঞ্চাঙ্গ প্রণাম	...	...	৯১
সঙ্ক্যাবিধি	...	...	৯২
সায়ংসঙ্ক্যার নিষিদ্ধ দিন	...	...	৯৩
অপকালে নিষিদ্ধ বিষয়	...	...	৯৩
আসন নিয়ম	...	...	৯৩

জগাসন পদ্ধতি	...	...	২৪
আহ্নিক ক্রিয়া	...	...	২৫
মানসপূজা	...	...	২৬
সংক্ষেপ সঙ্ক্যাংকিক	...	...	২৬
শিখা বন্ধন	...	...	২৭
তিলকধারণ	...	...	২৮
শক্তিপূজা বিষয়ে তিলক	...	...	২৮
তিলকের অগ্রপ্রকার নিয়ম	...	...	২৮
তিলক ধারণের স্থান নিরূপণ	...	...	২৮
বিষ্ণুপূজা বিষয়ে তিলক	...	...	২৯
মতান্তরে তিলকধারণ মন্ত্র	...	...	২৯
প্রকাবাস্তর তিলকধারণ মন্ত্র	...	...	২৯
চন্দনধাবণ মন্ত্র	...	...	১০০
তিলকধারণের বিধি	...	...	১০০
আচমন ...	...	...	১০০
মতান্তরে আচমন বিধি	...	...	১০৩
তাত্ত্বিক আচমন	...	...	১০৩
সামবেদীয় স্বস্তিবাচন	...	...	১০৪
দিক্‌পাল	...	...	১০৪
যজুর্বেদীয় স্বস্তিবাচন	...	...	১০৪
সঙ্কল্প বিধি	...	...	১০৫
সামান্ভার্য	...	...	১০৬
জলগুদ্ধি	...	...	১০৭
হারদেবতাগণের পূজা	...	...	১০৮

ବିସ୍ମ ଉତ୍ସାରଣ	...	...	୧୦୯
ନାରାଚ ମୁଦ୍ରା	...	...	୧୧୦
ବିକିରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା	...	...	୧୧୦
ଆସନ ଗ୍ରହଣ ବା ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି	...	...	୧୧୧
ଆସନ ମନ୍ତ୍ର	...	...	୧୧୧
ସଂକ୍ଷେପ ଭୂତଶୁଦ୍ଧି	...	...	୧୧୩
ରୁକ୍ଷବିଷୟକ ସଂକ୍ଷେପ ଭୂତଶୁଦ୍ଧି	...	...	୧୧୭
ମାତୃକାନ୍ତାସ	...	...	୧୧୮
କରନ୍ତାସ	...	...	୧୧୯
ଅକ୍ଷନ୍ତାସ	...	...	୧୧୭
ଶୟାଦି ଗ୍ରାସ	...	...	୧୧୮
ପ୍ରାଣାୟାମ	...	...	୧୧୯
ରୁକ୍ଷମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣେ ପ୍ରାଣାୟାମ	...	...	୧୨୨
ଜପବିସର୍ଜନମନ୍ତ୍ର	...	...	୧୨୩
ସୁମ୍ପଶୁଦ୍ଧି	...	...	୧୨୪
ଗନ୍ଧାଦିର ଅର୍ଚ୍ଚନା	...	...	୧୨୪
ପୁନଃ ଆଚମନ	...	...	୧୨୪
ନାରାୟଣାଦିର ଅର୍ଚ୍ଚନା	...	...	୧୨୪
ଗଣେଶ ପୂଜା	...	...	୧୨୫
ଗଣେଶେ ପ୍ରଣାମମନ୍ତ୍ର	...	...	୧୨୬
ହର୍ଯ୍ୟାପୂଜା	...	...	୧୨୬
ହର୍ଯ୍ୟେର ଧ୍ୟାନ	...	...	୧୨୬
ହର୍ଯ୍ୟେର ପ୍ରଣାମ	...	...	୧୨୭
ସିନ୍ଧୁ ପୂଜା	...	...	୧୨୭



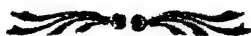
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান	...	...	১২৮
শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম	...	...	১২৮
রাধিকার ধ্যান	...	...	১২৮
রাধিকার প্রণাম	...	...	১২৯
পুং দেবতার বিষয়	...	...	১২৯
স্ত্রীদেবতার বিষয়	...	...	১২৯
উপচার সম্প্রদান	...	...	১৩০
দশমহাবিহার স্তোত্র	...	...	১৩০
অষ্টাদশ স্তোত্র	...	...	১৩১
বিষ্ণু চরণামৃতপান মন্ত্র	...	...	১৩১
পার্শ্ব শিবপূজা	...	...	১৩২
অঙ্গভাস ও ষড়ঙ্গভাস	...	...	১৩৩
অঙ্গভাস ক্রম	..	...	১৩৩
মহেশ্বরের ধ্যান	...	...	১৩৪
সংহার মন্ত্র	...	...	১৩৫
শিবরাত্রি ব্রত	...	...	১৩৬
লতাকথা	...	...	১৩৮
শিবের প্রণাম	...	...	১৪১
আত্মসমর্পণ ও ক্রমা প্রার্থনা	...	...	১৪২
শিবাষ্টক স্তব	...	...	১৪২
গুরুপূজা	...	...	১৪৪
পুং গুরুর ধ্যান	...	...	১৪৪
পুং গুরুর প্রণাম	...	...	১৪৪
গুরুস্তোত্রম্	...	...	১৪৫

ত্রীশঙ্করস্তোত্রম্	...	...	১৪৬
বটুকঠৈরবস্তোত্রম্	...	...	১৪৭
অপরাজিতাভ্যস্তোত্রম্	...	...	১৪৮
হরিনামস্তোত্রম্	...	...	১৪৯
শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্	...	...	১৫০
হরিহরস্তোত্রম্	...	...	১৫১
বিষ্ণুস্তোত্র	...	...	১৫২
সত্যযুগ, নাম ও তীর্থ	...	...	১৫৩
ত্রেতাযুগ, নাম ও তীর্থ	...	...	১৫৪
দ্বাপরযুগ, নাম ও তীর্থ	...	...	১৫৫
কলিযুগ, নাম ও তীর্থ	...	...	১৫৬
যজ্ঞ হ্রত বা পৈতা	...	...	১৫৭
যজ্ঞোপবীতগ্রহিমন্ত	...	...	১৫৮
প্রবর ...	...	...	১৫৯
যজ্ঞোপবীত ধারণ বিধি	...	...	১৬০
গায়ত্রীশাপোদ্ধার	...	...	১৬১
বৈদিক সঙ্ক্যাবিধি	...	...	১৬২
সামবেদীয় সঙ্ক্যাবিধি	...	...	১৬৩
সূর্য্যোপস্থান	...	...	১৬৪
গায়ত্রীর আবাহন	...	...	১৬৫
অঙ্গভাস ...	...	...	১৬৬
ঋষ্যাদি ...	...	...	১৬৭
সূর্য্যের প্রণাম মন্ত্র	...	...	১৬৮
যজুর্বেদীয় সঙ্ক্যাপদ্ধতি	...	...	১৬৯
			১৭০

ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি	...	...	১৮৬
তান্ত্রিক সন্ধ্যাপদ্ধতি	...	...	১৯৫
তান্ত্রিক তর্পণ	...	...	১৯৭
বৈদিক তর্পণ বিধি	...	...	১৯৮
কতিপয় দেবতার গায়ত্রী	...	...	২০১
কতিপয় দেবতার মন্ত্র	...	...	২০৪
কতিপয় দেবতার ধ্যান	...	...	২০৫
কতিপয় দেবতার প্রণাম	...	...	২১০
মন্ত্র জপ ...	...	...	২১১
রাত্রিতে শয়নকালে কর্তব্য বিষয়		...	২১৩
ঈশংসর্গ	...	...	২১৩
বহীপূজা	...	...	২১৪
মনসা পূজা			২১৫
ঐশ্বর্যময়ী, সবস্বতী পূজা	...	...	২১৭
সত্যনারায়ণ পূজা	...	...	২১৯
গীত	...	...	২২০



# কার্যের প্রথমে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় ।



## ঈশ্বর নানারূপে কল্পিত ।

ঈশ্বর কার্য-ভেদে এই জগতে বহুরূপে বহুগুণে কল্পিত হইয়াছেন । ঈশ্বরকে করনা-ভেদে যে সকল দেবমূর্ত্তি জগতে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমস্তই ঐশ্বরিক গুণ ও ক্রিয়াদি করনা করতঃ প্রতিমূর্ত্তিতে সম্ভুক্ত রাখিয়া, পূজাকরণের তাৎপর্য্য কেবল সামকদিগের সাধনার উন্নতির নিমিত্ত মাত্র ।

প্রত্যেক মূর্ত্তির যে এক একটা নিগূঢ় ভাব আছে, তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম জন্য এইস্থলে সামান্য মাত্র ঐশ্বরিক ভাব প্রকাশ করা যাইতেছে । দুর্গা মূর্ত্তি ঈশ্বরের মায়াশক্তির রূপান্তর মাত্র । ঈশ্বর এই জগতের সৃষ্টি করনা করিয়া, আপনার চৈতন্য ঐ মায়াশক্তিতে আরোপ করিয়াছিলেন । মায়া চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বিজ্ঞা ও অনিজ্ঞাভাবে এই সংসার প্রকাশ করিয়া পালন করিতেছেন । ঈশ্বর আপনার স্বরূপ মায়াতে আরোপ (উদ্ভাবন) কবিয়াছিলেন বলিয়া মায়াস্বরূপে কল্পিত হইয়াছেন । জগতের দশদিকেই মায়া অবস্থান করিয়া জগৎ শাসন ও উদ্ভাবন করিতেছেন । এই মায়াই ভাব প্রদর্শন করণার্থ দুর্গানামী মূর্ত্তির জগতে প্রকাশ । দুর্গার দশহস্ত দশদিক, দশহস্তস্থিত অস্ত্রশস্ত্রাদি জীবাত্মার উপকরণ স্বরূপ দশ

ইন্দ্রিয়, ত্রিনয়ন সন্ধ্য, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ; অসুর রিপু, সিংহ জ্ঞান এবং সর্প চৈতন্যস্বরূপ । ঈশ্বরের মায়া জগতে কিরূপে বিরাজিত আছে, তাহা এষ্ট ভূগামূর্তিতে অনায়াসেই প্রত্যক্ষ হয় ।

## কালী মূর্তির নিগূঢ় অর্থ ।

উপাসকদিগের কার্য সাধনার্থ গুণ ও ক্রিয়ামুসারে সেই ভগবতীর বহুবিধ রূপ কল্পিত হইয়াছে । শ্বেত পীতাদি বর্ণ সকল যেমন কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সেটরূপ সর্বভূতই ( কালশক্তি ) কালীতে প্রদৃষ্ট হয় । এই নিমিত্ত যোগিগণের হিতকাবিনী সেই নিগূঢ়া নিরাকারা কালশক্তির বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে ।

শাক্তামুসারে ভগবানের সেই সর্বব্যাপক চৈতন্য তংশ বা পুরুষাংশটি নিত্যন্ত নিষ্ক্রিয় ও নিগূঢ়, তাঁহার কোনপ্রকার ক্রিয়ামাত্রও নাই এবং কোনপ্রকার গুণও নাই, যত কিছু ক্রিয়া, যত গুণ সমস্তই তাঁহার মায়াংশের বা প্রকৃতাংশের । তাঁহার সেই নিষ্ক্রিয় চৈতন্যংশের বক্ষে থাকিয়া তাঁহার সর্বব্যাপিনী কামা বা শক্তি অনন্ত জগতের নিৰ্ম্মাণাদি কার্যের দ্বারা সর্বদা জীড়া করিতেছেন ।

## শিবলিঙ্গ শব্দের অর্থ ।

শিবলিঙ্গ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে অনেকে ভ্রান্ত হইয়া “শিবের শিখর” এইরূপ মনে করেন । বস্তুতঃ এইরূপ অর্থ নিত্যন্ত ভ্রান্তিসিদ্ধান্ত, শাস্ত্র নিরূপিত নহে । শাস্ত্র বলেন, যেমন সমুদ্র বৃহদাবলী উথিত হইয়া আবার উঠতেই বিলীন হয়, সেই পরম ব্রহ্মই লিঙ্গ শব্দের অর্থ । কিন্তু ব্রহ্ম সর্বব্যাপক হইলেও হৃদয়পুণ্ডরীকের অভ্যন্তরে অন্তর্ভুক্তপরিমিত স্থানেই সাধক তাহার উপলব্ধি করিতে পারেন, তাই বাহ্য দৃশ্যতার

অজুষ্ঠমাত্রপরিমিত তাঁহার মূর্তি করা হয়। এইরূপ যোনি পীঠ বলিতেও ভগ নহে। বাহ্য হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসৃত হইয়াছে, তাহাই এই যোনিপীঠ শব্দেব অর্থ, তাই উহাকে “শক্তিপীঠ” বলে। শক্তি সহযোগে ব্রহ্মের ধ্যান করিতে হয়; তাই শিবের নীচে শক্তি বিরাজমান। তন্নিম্নে বেদী অর্থাৎ আসন, ইহা বসিবার নিমিত্ত কল্পনা করিতে হয়। শিবলিঙ্গোপাসনা ঈশ্বরোপাসনা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কঠশ্রুতি ও স্মৃতিসংহিতা দ্রষ্টব্য।

সদাশিব :—সং শব্দে নিত্য বর্তমান, আ, শব্দে সর্বব্যাপী, শিব শব্দে সর্বমঙ্গলময়।

## বিষ্ণুর একাদশ নামের অর্থ।

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ গধুমুদন।

কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন।

ইত্যেকাদশ নামানি, পঠেদ্রা পাঠয়েদ্যদি।

জন্মকোটি সহস্রাণাং পাতকাদেব মুচ্যতে।

“র” শব্দের অর্থ বিশ্ব ও “ন” শব্দেব অর্থ ঈশ্বর, অতএব যিনি বিশ্বের ঈশ্বর তিনিই রামনামে কীর্তিত হইয়া থাকেন। “নারা” শব্দার্থে সাক্ষ্য মুক্তি বুঝায়, যিনি সেই সাক্ষ্য মুক্তির অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়-স্থান, বৃণগণ তাঁহাকে নারায়ণ কহেন।

অষ্টাদশ পুরাণ, চতুর্বেদ, যোগশাস্ত্র ও অত্মাত্ম শাস্ত্র মধ্যে কেহই সেই পরমপুরুষের সীমা নির্দেশ করিতে পারেন না, এট নিমিত্ত স্মরণীয় তাঁহাকে অনন্ত নামে নির্দেশ করিয়াছেন।

“মুকু” শব্দের অর্থ নির্কারণ মুক্তি, ভগবান্ সেই নির্কারণ মুক্তি প্রদান করেন, এই নিমিত্ত তিনি মুকুন্দ নামে নির্দিষ্ট হইয়াছেন ।

“মধু” শব্দে ক্রীবলিঙ্গ হইলে অসুষ্ঠিত কর্ম্মেব শুভাশুভ ফল বুঝায়, ভগবান্ ভক্তগণকে শুভাশুভ কর্ম্মফল প্রদান করেন, এই নিমিত্ত তিনি মধুসূদন নামে অভিহিত হইয়াছেন । ইহাই মধুসূদন নামের বেদসম্মত অর্থ ।

“কৃষ্ণ” শব্দের অর্থ পূর্ব্বজন্মার্জিত পাপ, যাহা মানবগণের ক্রেশদায়ক হয় এবং “ন” শব্দের অর্থ ভক্তগণের নির্কারণ মুক্তি, অতএব যিনি পূর্ব্বজন্মার্জিত পাপরূপ ক্রেশেব শাস্তি বিধান করিয়া ভক্তগণকে নির্কারণ মুক্তি প্রদান করেন, তিনিই কৃষ্ণনামে কীর্তিত হইয়েন ।

একারণবকালে ভগবানের সর্ব্বশবীর “কে” অর্থাৎ জলে ডাসমান হইয়া শয়ন অর্থাৎ সুখভোগ কবেন, এই নিমিত্ত বেদজ্ঞ গণ্ডিতেরা তাঁহাকে কেশব নামে নির্দেশ কবেন ।

“কংস” শব্দের অর্থ বিষ, রোগ, শোক ও দানব, যেহেতু সেই ভগবান্ কর্তৃক বিষ, বোগ, শোক ও দানবেব দলন হয়, এই নিমিত্ত তিনি অরি অর্থাৎ শত্রু হইয়েন, সুতরাং তিনি কংসারি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ।

সেই ভগবান্ রুদ্ররূপে নিয়ত এই বিশ্বের সংহার এবং ভক্তগণের পাপনাশি হরণ করিতেছেন, এই নিমিত্ত তিনি হরিনামে অভিহিত হইয়েন ।

জগৎ কুর্ভ অর্থাৎ জড়, যিনি সেই জড়জগৎকে প্রাণবিশিষ্ট করিতেছেন, বেদে তাঁহাকে বিকৃতা প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ করেন । ভগবান্ খীর দৃষ্টি বিস্তার করণার্থ গুণত্রয়ের আশ্রয়ে সেই বিকৃতা প্রকৃতির গর্ভে

অঙ্গগ্রহণ করেন, এই নিমিত্ত বৃধগণ সেই পূর্ণতর গ্রন্থকে বৈকুণ্ঠ নামে নির্দেশ করেন ।

“বান্” শব্দের অর্থ বিপত্তি এবং “ন” শব্দের অর্থ ছেদন । সেই ভগবান্ দেবগণের বিপত্তি ছেদন অর্থাৎ নাশ করেন বলিয়া, তাঁহাকে বামন নামে নির্দেশ করা হইয়াছে ।

ভগবানের এই একাদশ নাম স্বয়ং পাঠ বা অস্ত্রের মুখে শ্রবণ করিলে, মানবগণ কোটি সহস্র জন্মার্জিত মহাপাতক হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, ইহাতে সন্দেহ নাই ।

তস্মাস্তারত সৰ্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ ।

শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মৰ্ত্তব্যশ্চৈচ্ছয়া ভবেৎ ॥

ভাঃ পৃঃ ২।২৫

অতএব হে ভারত ! সৰ্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ ভগবান্ ঈশ্বরের যে বহুবিধ নাম ও স্বরূপ জগতে প্রকাশিত আছে, তন্মধ্যে তাঁহার হরিনামটাই সৰ্ব্বজীবের শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণের উপযোগী ; কারণ ঐ নামটী মোক্ষার্থী মানবগণের মুক্তির উপায়স্বরূপ । যখন হরী এই বিশ্বের মূল, তখন হরিমুষ্টিতে ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে, তাঁহার আংশিক কল্পনা নহে ।

## রাধা নামের ব্যুৎপত্তি ।

রাধা নামের আত্ম অক্ষর র কার উচ্চারণে জীবের কোটি জন্মার্জিত পাপ এবং ভীষণতম কর্মভোগ বিনষ্ট হয় ও আ কার উচ্চারণে জীব গর্ভযাতনা, মৃত্যু ও রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে । আর ধ অক্ষর উচ্চারণে জীব আয়ুমান্ হয় এবং আকার উচ্চারণে জীববন্ধন হইতে মুক্তিমাপ্ত করে । ঐ রাধানাম স্মরণ ও কীর্তনে জীবের পাপাদি সমস্ত ধ্বংস হইয়া যায়, সন্দেহ নাই ।



মূল প্রকৃতি সর্বৈশ্বরী রাধিকা অঘোনিমিত্তবা । সেই রাধিকা কৃষ্ণেব  
আদেশানুসারে মায়াবলে মাতৃগর্ভে বায়ুপূর্ণ করিয়া সেই বায়ু নিঃসরণকালে  
বালিকারূপে তৎক্ষণাৎ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।

রাধাকৃষ্ণ মূর্তিভেদে দ্বিধাত্বতা, নতুবা উভয়ই একমাত্র কেবল যেদে  
ঐক্য পুরুষ ও শ্রীমতী রাধিকা প্রকৃতিরূপে নির্দিষ্ট আছেন ।

## প্রেমই পৌত্তলিকের বীজ ।

প্রেমই নিরাকার ঈশ্বরকে সাক্ষ্য করিয়াছেন । সাধকের মন যখন  
প্রেমভরে উচ্ছুকিত হইয়া উঠে এবং প্রেম যখন তাহার হৃদয়ে আর  
স্থান প্রাপ্ত না হইয়া ঈর্ষাকালীন গল্পায়মুনায় শতমুখী প্রবাহেব ছায়  
একেবারে যেন আকাশ পাতাল পূর্ণ করিতে উত্তত হয়, তখন সাধক  
বাস্তবিকই সেই প্রেমভাবে অন্ধ ও মত্ত হইয়া, আপনার উপাস্ত পবন  
প্রীতির ও পবন প্রেমের স্থান নিবাকার ঈশ্বরকে কোনরূপ ঘটপটাদিব  
ভাষ্য পরিচ্ছিন্ন আকার বিশেষ-বিশিষ্ট দেখিতে অভিলাষ করে । এইরূপ  
প্রেমবৈচিত্র্যই পৌত্তলিকের সৃষ্টি হইয়াছে । আবার, শুদ্ধ ঈশ্বরকে পুত্তল  
প্রতিমা করিয়া, ঐরূপ প্রেমিক সাধকের তৃপ্তি হয় না । সে প্রতিদিন  
বাহ্য আহার করে, ভোগ করে, সে সমস্তই আপনার সেই প্রাণের  
প্রতিমারূপী ঈশ্বরকে না দিয়া কোনমতেই সন্তুষ্ট হয় না । এইরূপ  
প্রেমের অতি বাহুল্যই গন্ধপুষ্পাদি যোড়শ উপচার এবং মূর্ত্তা ও স্তম্ভ  
প্রভৃতি নানাপ্রকার অলুষ্ঠান ও ক্রিয়াযোগের সৃষ্টি হইয়াছে ।

## অবিমুক্ত বারাগসী বা ৩ কাশীধাম ।

বিশ্বা প্রবোধোদয়জন্মভূমিকারাগসী ব্রহ্মপুত্রীনিবতায় । পরমবিভ্রমঃ  
পদং নারায়ণঃ পুরবিজয়িকরুণাধিধেয়চেতাঃ, কথয়তি ভগবানিহাস্তকালে  
ভবভয়কাতরতারকং প্রবোধম্ ॥

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে কহিয়াছেন, বারাগসী ব্রহ্মপুরীকে স্মৃতরাং এই পুরীতে বিজ্ঞা ও প্রবোধ অর্থাৎ অপর ও পরা বিজ্ঞার নির্বিঘ্নে উৎপত্তি হইয়া থাকে। পূর্ববিজ্ঞায়ী কারুণিক ভগবান্ (মহাদেব) এই বারাগসী পুরীতে অবস্থিত অজ্ঞ মানবগণকে অজ্ঞকালে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দান করিয়া উদ্ধার করিয়া থাকেন।

প্রসিদ্ধ কালীকে সকলে “অবিমুক্ত বারাগসী” কহে। সেই কালীই কি এই শ্লোকোক্ত বারাগসী? কালীখণ্ড দেখিলে অবশ্য এই প্রসিদ্ধ কালীই বারাগসী বা অবিমুক্ত বারাগসী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বারাগসী পুরী দ্বিবিধ, আধ্যাত্মিক বারাগসী এবং পার্শ্বভৌতিক বা পার্থিব বারাগসী। আজকাল যে স্থানবিশেষকে “কালী” কহে অর্থাৎ যেখানে তীর্থ করিতে যায়, সেই দেশ “পার্শ্ব বারাগসী” আর জ্যোতিষ্ময়ী “স্বর্ণময়ী” ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা পরিচিত যে পুরী, উহা আধ্যাত্মিক বারাগসী। এ বিষয়ে পরমহংস পরিত্রাজকচার্য্য ভগবান্ শঙ্কর স্বামী বেদাস্ত দর্শনের এক অধ্যায়ের ২য় পাঃ ৩২ সূত্রেব ভাষ্যে এক প্রকার স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

আমনস্তি চৈনমস্মিন্ । (৩২)

আমনস্তি চৈনং পরমেশ্বরং অস্মিন্ মূর্ত্তাচিবৃকাস্তরাণে জাবালাঃ ।

প্রথমে সন্দেহ হয়, যিনি সর্বব্যাপী, অসীম, পরিমাণ-বর্জিত, তাদৃশ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বেদে ব্রহ্ম; প্রাদেশ প্রমাণ অর্থাৎ এক বিঘ্ন প্রমাণ এইরূপ উক্ত কল্পণে সঙ্গত হয়? এইক্ষণে ৩২ সংখ্যক সূত্রে জাবাল ঋষির স্তোত্র উদ্ভূত করিলেন। অর্থাৎ বলিলেন যে, জাবাল শাখ্যাব্যাসিগণও পরমেশ্বরকে শরীরের মূর্ত্তা (মস্তক) ও চিবুক (ধুতনি) এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

অত্রি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করেন। মহাশয়! যিনি এই পদবাচ্য হইয়া অতি নিকটে অবস্থিত অথচ অব্যক্ত বলিতেছেন, সেই এই অনন্ত আত্মাকে কি প্রকারে জানিব? তদন্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, সেই এই অনন্ত আত্মা অবিমুক্তে অবস্থিত।

অত্রি। অবিমুক্ত কোথায় আছে?

যাজ্ঞ। বরুণা ও অশী এই দুয়ের মধ্যে অবস্থিত আছে।

অত্রি। বরুণা ও অশী কি?

যাজ্ঞ। ইন্দ্রিয়কৃত পাপ সকলকে যে ধারণ করে। সেই বরুণা এবং ইন্দ্রিয়কৃত পাপ সকলকে যে একেবারে বিনাশ করে, সেই নশী।  
( এস্থলে নশী শব্দে বর্ণব্যত্যয় হইয়া নশী হইয়াছে। )

অত্রি। ভাল, বরুণা ও নশী ( সৌ ) থাকে কোথায়।

যাজ্ঞ। ঋ ও নাসিকা এই দুয়ের সন্ধিস্থানে। এই সন্ধিস্থানই স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোকের সন্ধিস্থান। অতএব ঈশ্বরের বিষয়ে প্রদেশশ্রুতি প্রসঙ্গত হইল না। অর্থাৎ সারকথা এইরূপ হইল,—

১। দেহের মধ্যে যে বারাগসী আছে, বাহিরের বারাগসী তাহার অন্তর্ভুক্তি মাত্র।

২। বরুণা ও অশীর মধ্যস্থানকে বারাগসী কহে।

৩। ঋকে বরুণা কহে। নাসিকাকে নাসী ( সৌ ) কহে।

৪। ঋ ও নাসিকার মধ্যবিন্দুতে জীবস্থান বা মনঃস্থান।

৫। জীবস্থান বা মনঃস্থানই বারাগসী ক্ষেত্র বা কাশী ক্ষেত্র। বা অবিমুক্ত ক্ষেত্র।

৬। যে বিশেষরূপে মুক্ত নহে, তাহাকে অ-বি-মুক্ত কহে। এই অর্থে সূত্ররাং অবিমুক্ত শব্দে জীব। জীব কামাদি দ্বারা বদ্ধ, মুক্ত নহে।

৭। পরমাট্মা ও ব্রহ্ম এই অবিযুক্ত অহং অধ্যাস পূর্বক অবস্থিত আছেন। আমি ব্রহ্ম এইরূপ ধ্যান কর; অধ্যাস (অহং) চলিয়া যাইবে। কেবল ভাবিবে ব্রহ্ম। “নাসিকা ও ক্র এতদুভয়ের মধ্যে ঈশ্বরের স্থান” এইরূপ ধ্যান করিলে পাপ নাশ হয়। নাসিকা প্রাণায়ামাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়কৃত দোষ বিনাশ করে; এবং ক্র মধ্যস্থ মন বিযুক্ত হইলে সকল পাপ দগ্ধ হইয়া যায়।

৮। এই আধ্যাত্মিক বা শারীরিকো বারাগনী স্বৰ্গ ও ব্রহ্ম লোকের সন্ধিস্বরূপ। অর্থাৎ এইস্থানে জীবন্মুখী শিব আছেন। উপাসক ইহার উপাসনায় স্বৰ্গলোক ও ব্রহ্মলোক উভয় লোকই প্রাপ্ত হইতে পারেন। যদি ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা করেন, তবে স্বৰ্গলোক হইবে। অর্থাৎ সপ্তগোপাসনায় স্বৰ্গ ও নিম্নগোপাসনায় নির্বাণ বা কৈবল্য লাভ হয়।

“স্বৰ্গময়ী কালী” স্বৰ্গ বলিতে তেজঃ। সেকথা এখন সঙ্গত হইল। আধ্যাত্মিক কালী তেজোময়ীই বটে। কালীতে ভূমিকম্প হয় না, এ কথাও এখন সঙ্গত হইল। যে তেজোময়ী, তাহার ভূমি কৈ? ভূমির সহিত সম্বন্ধ থাকিলে ত ভূমিকম্পের সম্ভাবনা। কালী নগবা শিবের ত্রিশূলের উপর স্থাপিত, এ কথাও এখন ঠিক সঙ্গত হইল। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ই তিন শূল, ইহা অতিক্রম করিয়াই জ্যোতির্গয়ী পুরী বিরাজমান।

কালী ধন্যতমা বিমুক্তনগরী সালঙ্কতা গঙ্গায়, যত্রান্তে মনিকর্ণিকা শুভকারী মুক্তির্হি তৎকিঙ্করী। স্বর্লোকস্থলিতঃ সঠৈব বিবুধৈঃ কান্তা সমং ব্রহ্মণা, কালী ক্ষোণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গে লঘুঃ খে গতঃ ॥

( আৰ্য্যধৃশ )

এ কালী কোন্ কালী? আধ্যাত্মিক কালী, না এই প্রসিদ্ধ দেশ-বিশেষ? পুরাণোক্ত এই কালী দেশবিশেষকেই লক্ষ্য কার্য্যতঃ। আধ্যাত্মিক কালী বেদেই দেখিতে পাইবেন। অমূল্যকরণ কালীর স্মৃতি,

সাধারণ লোকের উপাসনায় জন্ম। কালীবাস করিয়া যাহারা ভক্তি-  
পূর্বক সর্বদা তীর্থ সকলের এবং দেবদেবীগণের আবাধনা করিবেন,  
(অমুকবণ কালীতেও ত্রিভুবনের তীর্থ ও দেবদেবী আছেন) তাঁহাদের  
চিত্তশুদ্ধি এত অধিক হইবে যে, আধ্যাত্মিক কালীর পথ অতি শীঘ্র  
দৃষ্টি গোচর হইবে।

## উপাসনা।

ভগবানের ধ্যান, সেবা ও পরিচর্যা (যাহাকে পূজা বলা যায়),  
ও নাম গ্রহণ (জপ), তাঁহার স্মরণ, মনন এবং স্তবাদি পাঠ কবণ  
এই সকল কার্যের নাম উপাসনা। কিন্তু যে বস্তু কখন চক্ষু-গোচর  
হয় নাই ও তাঁহার আকার প্রকার কদাচ শ্রুত হয় নাই এবং যাহার  
দৃষ্টান্ত নাই, তাঁহার ধ্যান অথবা পূজাদি কিছুই সম্ভবে না, এবং কোন  
দেশীয় পণ্ডিত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিতেও পারেন নাই,  
সকলেই তাঁহার সম্ভাব্য স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি চিৎ,\* সৎ,†  
জ্ঞানন্দ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ, অক্রিয়, কূটস্থ, স্বয়ং জ্যোতিঃ  
স্বরূপ, স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম এই দ্বাদশ বিশেষণের বিশেষ্য। এতদবস্থায় তাঁহার  
উপাসনা অর্থাৎ ধ্যানধারণাদি সম্পন্নতার উপায় কি আছে? স্মরণ  
তদর্থো নানা কৌশল করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

\*চিৎ—(চিত্-বোধ করা + ক্রিপ্) তা) স\*, জ্ঞীং জ্ঞান, চৈতন্য। শিং—১ মুকুল-  
সচ্চিদানন্দঃ প্রণিপত্য প্রণীয়তে। ২। অং, অসাকল্য, যথা কিঞ্চিৎ, কদাচিৎ।

†সৎ—অস্ হওয়া + অং (শত্) ক বিং, ত্রিৎ, সত্য। প্রশস্ত, উত্তম। শোভন।  
গুণ। বিদ্যমান, বর্তমান। নিত্য, চিরস্থায়ী। সাধু। বিদ্বান্। জ্ঞানী, চিরজ্ঞ।  
যাজ্ঞ, পূজা। সৎ, জ্ঞীং, ব্রহ্ম, যথা—“ওঁ তৎ সৎ।” অং, আদম।

## বাহ্য পূজার বিধান ।

অন্তর্যাগ অপেক্ষা বহির্যোগে মন অধিক নিবিষ্ট হয় এবং পরমেশ্বর যেমন প্রাণীমাত্রের হৃদয়ে আছেন, তদ্রূপ বাহিরেও আছেন, অর্থাৎ তাঁহার সত্তারহিত স্থানই নাই, অতএব গন্ধপুষ্পাদি তাঁহার পাদপদ্মে এবং নৈবেদ্যাদি তাঁহার মুখচন্দ্রিমাতে প্রদান করিতেছি, এমত মনে করিয়া যে কোনস্থানে তাহা অর্পণ করা যায়, তাহাতেই তাঁহার পূজা সিদ্ধ হইতে পারে, এ নিমিত্ত বাহ্য পূজার বিধি হইয়াছে ।

## পৌত্তলিক বিষয়ের বীজ ।

মন অদৃশ্য বস্তুর ধারণায় নিতান্ত অশক্তি, ধোয় মূর্তির বর্ণনা মাত্র শ্রবণে তাঁহার চিন্তা করা ছঃসাধ্য ; সুতরাং তদাকারাকারিত বৃত্তি উদয়ার্থে সেই মূর্তি পটে চিত্র কিম্বা মূর্তিকাদিতে নির্মাণ করতঃ পূজা করিলে ধ্যানার্চনা উভয়েরই উপযোগী হয় ।

## সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনা ।

নিগুণঃ সগুণশ্চেতি শিবো জ্ঞেয়ঃ সনাতনঃ ।

নিগুণঃ প্রকৃতেরন্যঃ সগুণঃ সকলঃ স্মৃতঃ ॥

সচ্চিদানন্দবিভাবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাত্ ।

আসীচ্ছাক্ত স্তুতো নাদো নাদাবিন্দু সমুদ্ভবঃ ॥

সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরম ব্রহ্ম দুই প্রকার, সগুণ ও নিগুণ এই পরম ব্রহ্ম মায়াতে অমুপস্থিত থাকিলে নিগুণ বলা যায়, তিনি মায়াতে উপস্থিত হইলে তাহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলা যায় । সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরম ব্রহ্ম যখন

কলাবৃত্ত হয়েন অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে উপস্থিত থাকেন, তখন তাঁহা হইতে শক্তির আবির্ভাব হয় এবং ঐ আবির্ভূতা শক্তি হইতে নাদ ( মহত্ত্ব ) এবং নাদ হইতে বিন্দু ( অহঙ্কার তত্ত্ব ) উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

শৃংগত্রয়ের ( সঙ্করজ ও তর ) সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি । ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ । প্রকৃতির সহিত ব্রহ্মের অবিণাভাব সম্বন্ধ । প্রকৃতি ব্যতিরেকে ব্রহ্ম থাকে না এবং ব্রহ্ম ব্যতিরেকেও প্রকৃতি থাকে না ; উভয়ে চরকাকারে একীভূত হইয়া আছেন । প্রকৃতির কর্তৃত্ব আছে, চৈতন্য নাই । ব্রহ্মের চৈতন্য আছে, কর্তৃত্ব নাট ; উভয়ে একীভূত থাকাতেও চৈতন্য অবাহত রহিয়াছে । ইহাকে কেহ প্রকৃতিবৃত্ত চৈতন্য, কেহবা চৈতন্যবৃত্ত প্রকৃতি মনে করিয়া থাকেন । এই কারণে কেহ কেহ বা শক্তিস্বরূপ বা পুং দেবতা বলিয়া পূজা করেন, কেহ কেহ বা ইহাকে নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া ধ্যান করেন । এইরূপে ইনি কাহারও নিকট পুরুষ, কাহারও নিকট স্ত্রী কাহারও নিকট স্ত্রী-পুং ভাবের অতীত বলিয়া পরিকল্পিত হইতেছেন । এই মূল প্রকৃতিতে উপস্থিত চৈতন্য বৈষ্ণবদিগের উপাস্ত বিষ্ণু, গোপাল, কৃষ্ণ প্রভৃতি, শাক্তদিগের উপাস্ত কালী, তারা, ত্রিপুরা প্রভৃতি শক্তি, সৌবদিগের উপাস্ত সূর্য্য ; শৈবদিগের উপাস্ত শিব ও গাণপত্যদিগের উপাস্ত গণপতি । কেহ কেহ বা সৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাকার ধ্যান করেন । ফলতঃ বাঁহারা সাকার উপাসনা করেন, বাঁহারা নিরাকার উপাসনা করেন, অথবা পৃথিবীতে যে কোন ব্যক্তি যে কোন দেবতার উপাসনা করেন, এই মূল প্রকৃতিতে উপস্থিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই উপাসনা সিদ্ধ হইয়া থাকে । এমন কি বাঁহারা গুরুকে ব্রহ্মস্বরূপ ও মানব শরীরে তাঁহার অধিষ্ঠান করিয়া গুরুর আরাধনা করেন, তাঁহাদের পক্ষেও উক্ত মূল প্রকৃতিতে উপস্থিত চৈতন্যের উপাসনা সিদ্ধ হয় ।

## সাধনা ।

ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করিয়া একাগ্র হওয়ার নাম সাধনা ।

## অষ্টাঙ্গ যোগ ।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি ।

এই অষ্টপ্রকার যোগ ক্রমে অভ্যাস করিতে হয় । দ্বিতীয়খণ্ডে যোগের বিষয় বিশেষরূপে প্রকাশ করিব ।

## ধ্যান ।

ধ্যানই জীবগণের বন্ধনমোচনের কারণ । মনোমধ্যে আত্মার স্বরূপ চিস্তনকে ধ্যান কহে ।

## ভগবতী বা শক্তিসাধন ।

ব্রহ্মসাধন দ্বারা বাঁহার উপাসনা হয়, আত্মাশক্তির সাধন দ্বারাও তাঁহারই উপাসনা হইয়া থাকে । কারণ এস্থলে ব্রহ্ম শব্দে মূল প্রকৃতিতে উপস্থিত তুরীয় ( পরিত্রাতা ) ব্রহ্ম এবং আত্মাশক্তি শব্দে তুরীয় ব্রহ্মযুক্ত মূল প্রকৃতি । ইনিই মায়ী, মহামায়ী, কালী, মহাকালী, আত্মাশক্তি প্রভৃতি নামে উপাসিতা হইয়া থাকেন । বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও মায়ী পরস্পর পৃথক্ নহে । যদি উভয়কেই পৃথক্ করা বাইত, তাহা হইলে ব্রহ্মে কর্তৃত্ব প্রভৃতি না থাকাতে তিনি জড় পদার্থ মধ্যে এবং শক্তির চৈতন্য না থাকাতে তিনিও জড় পদার্থ মধ্যে পরিগণিত হইতেন । শক্তি ও ব্রহ্ম, উভয়ের অবিভাব সঙ্গত্ব অর্থাৎ শক্তিবিরহিত ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম বিরহিত শক্তি থাকিতে পারে না । ব্রহ্মের উপাসনা করিবার সময় ব্রহ্মযুক্ত শক্তি লক্ষিত করেন এবং শক্তির উপাসনা করিবার সময় শক্তিব্রহ্ম লক্ষিত করেন, সুতরাং ব্রহ্মের উপাসনা বা শক্তির উপাসনা ভিন্ন নহে ; কারণ



শক্তিসমনেত ব্রহ্ম ও ব্রহ্মসমবেত শক্তি একটি কথা, ঐদৃশ অবস্থায় ব্রহ্মসাধনে যে ফল হইবে, শক্তিসাধনেও সেই ফল হইবে সন্দেহ কি।

মত্ত, মাংস, মৎস্ত, মুদ্রা, মৈথুন এই পঞ্চতত্ত্বে শক্তি পূজার সাধন উল্লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চমকারেব দ্বারা ভগবতীর সাধনা করিবার যে উপদেশ আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ অনবগত হেতু অনেকে ভ্রম্য বিবেচনা কবে কিন্তু বাস্তবিক ইহা রূপক কাব্য। ( আগমসার দ্রষ্টব্য )

মত্ত, অর্থে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে স্রবিত যে অমৃত, তৎপানে যে ব্যক্তি আনন্দময় হয় সেই মত্ত সাধক।

মাংস, অর্থে মা শব্দে জিহ্বা বুঝায়, তাহার অংশ অবিরত ভক্ষণকারী অর্থাৎ বাক্যসংঘমযোগী মাংস সাধক।

মৎস্ত, অর্থে গজা যমুনার মধ্যে নিবস্তুর যে দুই মৎস্ত চরিতেছে, তৎপাদক অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীৰ মধ্যে নিবস্তুর গতায়াত ঐরিতেছে যে নিশ্বাস প্রশ্বাস, তন্নিরোধক যোগী মৎস্ত সাধক।

মুদ্রা, অর্থে সহস্রায়ে মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকা মধ্যে কেবল পরাশর\* জ্ঞায় অবস্থিতি করিতেছে, তাহার প্রভা কোটী সূর্য্যোব তুল্য এবং তিনি কোটী চন্দ্রতুল্য স্নীতল, অতিশয় সুন্দর এবং মহাকুণ্ডলিনীযুক্ত এতদ্রূপ জ্ঞান বাহার হইয়াছে, তাহাকেই মুদ্রাসাধক বলা যায়।

মৈথুন, অর্থে মৈথুন পরমতত্ত্ব, যেহেতু সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। মৈথুনে সিক্তি ও সূহৃৎভ জ্ঞান জন্মে। রেফ কুঙ্কম বর্ণ কুণ্ডের মধ্যে আছে। মকার বিন্দুরূপ মহাযোনিস্থিত। আকার হংসকে আরোহণ করিয়া যখন একত্র হয়েন, তখন সূহৃৎভ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে।

---

\*নাভিমূল হইতে প্রথমোদিত নাদস্বরূপ বর্ণ।

আত্মাকে রমণ করণ হেতু আত্মারাম বলা যায় ; অতএব রাম নাম তারক ব্রহ্ম এই নিশ্চিত । যতুকালে রাম এই দুই অক্ষর স্মরণ করিলে, সর্বকৰ্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মময় হয় ।

যে সকল লোক নিজ সুখার্থে মত্তপান ও মাংসাদি আহার এবং রমণী সন্তোগ করে, তাহাদিগের গতি অত্যাচ্ছ মাতাল এবং লম্পাটের ত্রায় হয় । কিন্তু গুরু পাকা হইলে ঐ সকল প্রবৃত্তি ক্রমে বিদূরিত হইয়া সত্ত্বগুণের প্রভাব এবং ভক্তির উদয় হইয়া কালে চিত্তশুদ্ধি হইয়া উঠে । এই পঞ্চতত্ত্ব সংসাররূপ অচিাকংক্ষ ভীষণ রোগের নিদান ।

( তত্ত্ববচন )

সাদ্বিগুণ আত্মাতে পরমাত্মার নিক্রপণ করিয়া সত্ত্ব ও নিঃসত্ত্ব বহুবিধ ধ্যানের সাধনা করিয়া থাকেন ।

## সমাধি ।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার সাম্যাবস্থার নাম সমাধি । যেমন জল সমুদ্রে মিশ্রিত হইয়া তাহার সহিত একতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মা ও পরমাত্মাতে মিশ্রিত হইয়া সমাধি প্রাপ্ত হয় । এই সমাধি সাধনা করিতে হইলে, পরমার্থবিদ ব্যক্তিগণের নির্ভয়, প্রাসন্নাত্মা, জিতেজিয়, সর্বপ্রাণি হিতে রত, স্বকৰ্মনিরত এবং ক্রমা ধৃতাদি গুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক । সমাধি সাধন করিতে হইলে, পবিত্র প্রদেশে গুরু দেহে মন্ত্র দ্বারা কলেবর বদ্ধ করিয়া সুব্রুপৰ্য্যাক্ত হইয়া বিধিবিহিত আসনে যথা নিয়মে উপবেশন করিতে হইবে এবং নবদ্বারাদি\* রোধ করিয়া প্রাণারাম সংযোগ হৃদয় মধ্যে সেই পরমাত্মার ধ্যান করিতে করিতে প্রাণবায়ুকে ক্রমশঃ আনয়ন করিলে, পরে স্তব্ধসমাহিত হইয়া ওকাররূপে চিন্তা করিতে করিতে আত্ম—প্রাণ পরিত্যাগ কবার নাম সমাধি ।

\*নবদ্বার—কর্ণদ্বার, চক্ষুদ্বার, নাসাদ্বার, মূখ, পাদু, ( গুরুদেশ ) উপর ( ব্রী, পুরুষ চিহ্ন )

## মুক্তি ।

অজ্ঞান ও মোহজাল, পাণাসক্তি ও সংসাবিষম্বাভা প্রভৃতিই আত্মার বন্ধন। সাধন উপাসনা দ্বারা ঐ সকল হৃদয়গ্রসি ছেদ করিয়া, ব্রহ্মার সত্ত্বা সান্নিধ্য উপলব্ধি কবিবার নামই মুক্তি। মুক্তি চতুর্বিধ, তার দ্বিতীয় খণ্ডে সমস্ত প্রকাশ করিব।



অচিন্ত্যায় প্রমেয়ায় ব্রহ্মণে সগুণায় চ ।

নিগুণায় জগদ্বীজরূপায় ভাস্বতে নমঃ ॥

## গীত ।

আহা কি সুন্দর মনোহর মুরতি ।

যোগী হৃদয় রঞ্জন, আনন্দরূপমৃতম্

সুধাময় শান্তিপ্রেদ বিমল বিভাতি ।

প্রাণস্ত প্রাণাম্, পুরুষ মগন্, তেজোর্ময় স্বল্প মঙ্গল নিধান,  
বচন অতীত, তুলনা রহিত, ক্রীতি বিক্ষান্ত, উদার প্রেকৃতি ।

# শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা

বন্দনা ।

অব্যক্তং জগদাধারং নিশ্চুক্তং পরমাত্মকং ।

নমামি সচ্চিদানন্দং পুরুষং বিশ্বকারণম্ ॥

ওঁ নমঃ শ্রীগুরুদেবায় ।

শ্রীগুরুস্তোত্র ।

স্তোত্র অর্থাৎ সং, ক্রীং, স্তুতি, স্তব, আরাধনাবাক্য ।

ওঁ নমস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে ।

ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদুঃখতারণে ॥

অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়া জ্ঞানহারিণে ।

নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলিষ্ঠদায়িনে ॥

শিবতত্ত্বপ্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে ।

নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাত্মদায়িনে ॥

অনাচারাচারাভাববোধায় ভাবহেতবে ।

ভাবাভাববিনিশ্চুক্তমুক্তিদাত্রে নমো নমঃ ॥

নমোহিস্তু সম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে ।

জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ ॥

শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে ।  
 কামরূপায় কামায় কামকৈলিকলাত্মনে ॥  
 কুলপূজ্যোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে ।  
 আরক্ত নিজতচ্ছাক্তি সমভাগবিভূতয়ে ॥  
 নমস্তেহস্ত মহেশায় নমস্তেহস্ত নমো নমঃ ।  
 ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো গুরুদিদ্ব্যুখঃ ॥  
 প্রাতরুথায় দেবেশি ততোবিদ্যা প্রসাদতি ।  
 ইতি কুজিকাতন্ত্রোক্ত শ্রীশ্রীগুরুস্তোত্রম্ ॥

## মঙ্গলাচরণ ।

অর্থাৎ—সং, ক্রীং, কর্ম্মাবশ্তে শুভজনক ক্রিয়া ।  
 যৎপ্রসাদাৎ লভেদজ্ঞানং দিব্যং ভক্তিয়ুতো নরঃ ।  
 নক্ষলং নির্মমং নিত্যং তং নমামি শিবং গুরুং ॥  
 যং ধ্যায়ন্তে বুধাঃ সমাধিসময়ে শুদ্ধং বিয়ৎসম্নিতং  
 নিত্যানন্দময়ং প্রসন্নমলং সর্বৈশ্বরং নিগুণং ।  
 ব্যক্তাব্যক্তপরং প্রপঞ্চরহিতং ধ্যানৈকগম্যং বিভূং  
 তং সংসারহেতুমজরং বন্দে গুরুং মুক্তিদং ॥

ভক্তিমান ব্যক্তি যাহার প্রসাদে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তিনি নক্ষল,  
 নির্মম ও নিত্য, সেই শিবস্বরূপ গুরুদেবকে আমি প্রণাম করি ।

বুধগণ সমাধিকালে জলদবিরহিতগগনবৎ নির্মল, প্রসন্ন, নিগুণ,  
 নিত্যানন্দময় যে দেবদেব বিভূকে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই ধ্যানগম্য,

বাক্ত অথচ অবাক্ত, মায়াদিপরিশৃঙ্খ, জগন্নিয়ন্তা জরামৃত্যুবিবর্জিত গুরু-  
দেবকে আমি কোটি কোটি নমস্কাব করি।

“শিব পার্শ্বতীকে ইহা কহিলেন,”

( শ্রীশ্রীগুরুগীতা )

## অথ গুরুশব্দার্থঃ ।

গুকারশ্চাক্ষকারঃ স্যাৎ রুকার স্তেজ উচ্যতে ।

অজ্ঞানধ্বংসকং ব্রহ্ম গুরুদেব ন সংশয়ঃ ॥

“গু” শব্দে অক্ষকাব এবং “ক” শব্দে তেজকে বুঝাইয়া থাকে ।  
সুতবাং গুরু, এই শব্দে অজ্ঞানরূপ তিমিরনাশক ব্রহ্ম বুদ্ধিবে ।

গুশব্দশ্চাক্ষকারঃ স্যাৎ রুশব্দস্তিমিরোধকঃ ।

অক্ষকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে ॥

“গু” শব্দে অক্ষকার এবং “ক” শব্দে তিমির বিনাশ বুঝায়, অতএব  
গুরু এই শব্দে তিমিরধ্বংসী তেজ বুদ্ধিতে হইবে ।

গুকারঃ প্রথমো বর্ণে মায়াদিগুণভাষকঃ ।

রুকারো দ্বিতীয়ো ব্রহ্ম মায়া ভ্রান্তিবিমোচকঃ ॥

গুরু এই শব্দের প্রথমাক্ষর গু মায়াদি গুণবোধক এবং দ্বিতীয়াক্ষর  
রু ভ্রান্তিবিনাশী তেজঃস্বরূপ পরব্রহ্ম । অতএব গুরু শব্দে সগুণ ও নিগুণ  
ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে ।

গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপশ্চ দাহকঃ ।

উকারঃ শম্ভুরিতুক্তিস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্মৃতঃ ॥

গুরু এই শব্দের অন্তর্গত গ এই বর্ণ সিদ্ধিদায়ক, রেফ সর্বপাতকহারী  
এবং উ শব্দস্বরূপ, ত্রি বর্ণীয়ক গুরু শব্দের অর্থ এই প্রকার বুঝিবে ।

নিগুণঞ্চ পরং ব্রহ্ম গুরুরিত্যক্ষরদ্বয়ং ।

মহামন্ত্রং মহাদেবি গোপনীয়ং পরাংপরং ॥

গুরু এই শব্দ নিগুণ পবিত্রমুচক ; অতএব হে মহাদেবী এই মহামন্ত্র  
গোপনে রাখা বিধেয় ।

গুরুরিত্যক্ষরং যস্য জিহ্বাগ্রে দেবী বর্ততে ।

তস্য কিং বিদ্যতে মোহঃ পাঠে বেদস্য কিং বুধা ॥

হে দেবি ! যাহার রসনাগ্রে গুরু এই বর্ণদ্বয় বর্তমান আছে, তাহার  
কোনরূপ অজ্ঞানতা থাকে না । গুরু এই মহামন্ত্র জপ দ্বারা ষাদৃশ ফল হয়,  
বেদপাঠেও সেরূপ ফলের আশা নাই ।

( শ্রীশ্রীগুরুগীতা )

## গুরুতত্ত্ব ।

গুরু সর্বত্রই পূজ্য এবং সম্মানার্থ । গুরু হিন্দুর নিত্য আরাধনীয়,  
কারণ গুরুপূজা ব্যতীত হিন্দু বৈষ্ণব দেবতার পূজা অসিদ্ধ হয় না ।

## গুরুর ধ্যান যথা,—

শিরসি সহস্রদলকমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং বরাভয়করং শ্বেত-  
মালাম্বুলেপনং স্বপ্রকাশরূপং স্ববাস্থিতম্বরকুশল্য স্বপ্রকাশস্বরূপয়া  
সংহিতং গুরুং ।

“শিরসি সহস্রদল পদ্মবিরাজিত গুরুদেব শ্বেতবর্ণ দ্বিভুজ, বরাভয়প্রদ,  
শুভ্রমালাচন্দনচর্চিত, স্বয়ং প্রকাশমান এবং স্বপ্রকাশমান বারভাগাবস্থিত  
রক্তশক্তিসমাপ্তিষ্ট ও অবস্থিত ”

## শ্রীগুরুর ধ্যান যথা,—

সহস্রারে মহাপদ্মে কিঙ্করগগনশোভিতে ।

প্রফুল্লপদ্মপত্রাঙ্কঃ ঘনপীনশয়োধরাং ॥

প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুং ।

পদ্মরাগসমভাষাং রক্তবস্ত্রশুশোভনাং ॥

রক্তকুম্পপানিঞ্চ রক্তনূপুংসশোভিতাং ।

স্থলপদ্মপ্রতীকাশপাদপদ্মবিশোভিতাং ॥

শরাদিন্দুপ্রতিকাশাং রক্তোদ্ভাসিতকুণ্ডলাং ।

স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করান্মুজাং ॥

“শিরস্থ, কেশররাজিবিরাজিত সহস্রদলকমলমধ্যে শ্রীগুরু অবস্থিতি করেন। তিনি প্রফুল্লসরোজদললোচনী, ঘনপীনস্তনৌ, প্রসন্নমুখী, ক্ষীণ-মধ্যা এবং মঙ্গলময়ী; তাঁহার কাস্তি প্রবালসদৃশ, বস্ত্র রক্তবর্ণ, হস্ততল কুম্ভের ত্রায় রক্তবর্ণ, তিনি বস্ত্র নূপুংসের দ্বারা সুশোভিতা। তাঁহার পাদপদ্ম স্থলপদ্মের ত্রায় শোভা ধারণ করিয়াছে, এবং তিনি শবচ্ছন্দেব ত্রায় স্তম্বনোহবা। তাঁহার কর্ণযুগলে রক্তবর্ণ কুণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে, করণদ্যে সাধকের প্রতি বর ও অভয়দান করিতেছেন, তিনি নিজকাস্তের বামভাগে অবস্থিতি করিতেছেন।”

ধ্যান বলিলে কোন মন্ত বিশেষক বঝায় না। ধ্যান অর্থে চিন্তা। ঐ সংস্কৃত বাক্যগুলির প্রতিপাত্ত (বর্ণনীয় বিষয়) আকৃতিটি মনে মনে চিন্তা করার নামই ধ্যান।



কেহ কেহ বলেন, বহু লোকের বহু গুরু এবং তাঁহাদের আকৃতিও পৃথক পৃথক, তাহাতে কি সকলের গুরুর একপ্রকার ধ্যান বা রূপ হইতে পারে।

ঐ ধ্যানী ঘূর্চাইবার জন্ত বসিতেছি যে, ধ্যানের অর্থ রূপ চিন্তা করা। • উহা যখন সকলের পক্ষেই এক, তখন গুরু তত্ত্বই বুঝিতে হইবে। আবার যখন মানসপূজার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি ভৌতিক গুণগুলি লইয়া আত্মদেহকে বলি দিয়া মন্ত্রদাতা গুরুর নাম করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করা হইতেছে, তখন মন্ত্রদাতা নিজ নিজ গুরুকেই বুঝা যাইতেছে। আবার প্রণামের মন্ত্র জুয়েবও অতীত। মন্ত্রের অর্থে জানা যাইতেছে যে, অজ্ঞানতিমিরাবৃত চক্ষু জ্ঞানাজনশলাকা দ্বারা যিনি উন্মীলন করিয়াছেন, অখণ্ডমণ্ডলাকার জগদ্ব্যাপ্ত ব্রহ্মপদ, বাঁহীর অমৃত বাক্যে সংসারবিষ বিনাশ পাইয়াছে, সেই ইষ্টদেবতার স্বরূপ গুরুদেবকে প্রণাম।

### গুরুর প্রণামমন্ত্র যথা,—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং ।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অজ্ঞানতিমিরাক্রান্ত জ্ঞানাজনশলাকয়া ।

চক্ষুরন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

নমোহস্ত গুরবে তস্মাদিষ্টদেবস্বরূপিণে ।

যস্য বাক্যামৃতং হস্ত বিমং সংসার সংজ্ঞিতং ॥

গুরু ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।

গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, বাঁহাকে ধ্যান করা হয়, ইনি তিনিও নছেন এবং মন্ত্রদাতা যে গুরুর নাম কবিতা দেহস্থ পঞ্চতন্ত্র অর্পণ করা হয়, তিনিও নছেন।

ধ্যানের গুরু সহস্রাবপদে অবস্থিত, ( সহস্রার অর্থে সং, ক্রী. শিরোমধাস্থ ২ষ্মানাতীত্বিত সহস্রদলপদ ) সূত্রবাং ইনি তিনিও নছেন . কেননা প্রণাম বাঁহাকে করা হইল, তিনি আমাব নিকট সাংক্য এবং আমাকে ব্রহ্মপদ দেখাইয়াছেন, আমার অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূষিত কবিতা চক্ষু ফুটাইয়া দিতেছেন এবং সংসারের ত্রিতাপরূপ বিষের বিনাশ সাধন কবেন।

গুরু ও জীগুরুর অবস্থিতির স্থান ধ্যানে কোথায় নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাও ধ্যানে প্রকাশ পাওয়া যাইতেছে।

আমাদের মন্ত্রদাতা, উহা তাঁহাদেরই ধ্যান, কিন্তু ধ্যান পাঠান্তে গুরুদেবকে সদাশিবমূর্ত্তি ও জীগুরু হইলে শক্তিমূর্ত্তি চিন্তা করিয়া মানস পূজা ( অর্থাৎ মানস, বিং, ত্রিং, মনঃ সম্বন্ধীয় পূজা ) কবিত্তে হয়।

“সাংখ্য” পুরুষ ও প্রকৃতি ব্যতীত জগৎসব সত্ত্বা পৃথক স্বীকার করেন না। কিন্তু দর্শনের অত গোলযোগে প্রয়োজন কি, ব্রহ্ম হইতে ক্রমে ক্রমে গুণের দ্বারা এই জগৎ প্রপঞ্চ ( মায়া, ভ্রম, ভ্রান্তি ) সৃজিত হইয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতি পৃথক হইয়া জগৎ কার্য্য চালাইতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ মানবদেহে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থ নিহিত\* আছে, সহস্রারে প্রকৃতি ও পুরুষ শিবশক্তিরূপে বা রাধাকৃষ্ণ রূপে অবস্থিত আছেন। তাঁহারাই জীবের গুরুত্ব, গুরুর ধ্যানে তাঁহাদেরই ধ্যান করা হয়।

---

\*নিহিত অর্থে, বিং, ত্রিং, অর্পিত। কৃত, স্বাপিত, গুপ্ত। শিং,—“ধর্ম্মতত্ত্বং নিহিতং গুহ্যং মহাজনো যেন গতঃ স পদ্মঃ।”

মন্ত্রদাতা গুরু যেমনই হউন, তাঁহার বিজ্ঞা বুদ্ধি যেমনই হউক, তাঁহার ব্যবহার যাহাই হউক, কিন্তু শিষ্য করিয়া গুরু হইতে তাঁহার ইচ্ছা আছে। শিষ্যকে মন্ত্রদানে উদ্ধার করিব, উহার মন্ত্রের সিদ্ধিলাভ বাটবে, এমন ইচ্ছা অবশ্যই প্রত্যেক গুরুর থাকে। তাহাতেই সেই মন্ত্রদাতা গুরুর সেই গুরুত্বশক্তি ইচ্ছান্মুখ হয়, অর্থাৎ নাটাই যেরূপ সূতা লইয়া দান করিতে দাঁড়ায়, আর যে টানিতে জানে সে সহজেই সূতা টানিয়া লইতে পারে। নাটায়ের কিছু কোন জ্ঞান নাই, সূতা দিতে হইবে, এ পর্য্যন্ত জ্ঞান তাহার থাকে না বা নাই কিন্তু সূতা টানিলেই যেমন তাহা খুলিয়া দেয়, আমাদের মন্ত্রদাতা গুরুগণের জ্ঞান না থাকিলেও আমাদের ইচ্ছাশক্তির বলে ঐ শক্তি আসিয়া আমাদের হৃদয় পূর্ণ করিয়া ফেলে। ধ্যান করিয়া আমরা গুরুবলে বলীয়ান হই। যেমন প্রতিপূজার সময় খড়্গ, দড়ি, রং রাংতার ভাবনা করি না, সেই মূর্তির প্রতিপাত্ত শক্তিরূপের চিন্তা বা ধ্যান করি। তদ্রূপ মন্ত্রদাতা গুরুর ভৌতিক দেহ, তাঁহার অল্প কোন জিনিষের ভাবনা বা ধ্যান করি না ; ধ্যান করি তাঁহার গুরুত্বের। চিন্তাশক্তির প্রবলাকর্ষণে তাঁহার সেই শক্তি আমরা নিশ্চয় পাইতে পারি।

তার পরে মানসপূজায় যে পঞ্চতত্ত্বে সমর্পণ করিতে হয়, তাহাও সেই গুরুশক্তির। তখন তাহাকে ঐ নামেই উল্লিখিত করিতে হয়। খড়্গ, দড়ি, রং রাংতার নাম যে, দুর্গা, কালী, রমা, রাধা, রাম, কৃষ্ণ, শিব প্রভৃতি হইয়া থাকে, বলা বাহুল্য নামরূপ লিঙ্গ সমস্তই আরোপিত, তদ্রূপ গুরুর নামও আরোপিত। তৎপরে প্রণাম ও সেই গুরু শক্তিতত্ত্বে। কেননা সেই গুরুশক্তির আগরণে প্রকৃতি পুরুষের সম্মিলনে ঈশ্বরতঃ দর্শিত হইয়া থাকে। এ সমস্তই যোগের কথা—হিন্দুর 'পূজা' প্রভৃতি বাহ্য কিছুই অমুঠান দেখিবে, সমস্ত যোগের শিক্ষা ভিন্ন আর কিছুই

নহে। এ তত্ত্ব এ কঠিন রহস্য কোন দেশের কোন মানব হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে না। তবে গুরুর কৃপা হইলে সকলই সম্ভব হইয়া থাকে।

যিনি মন্ত্রদাতা গুরু, তাঁহার দেহে যে গুরুশক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে, আমরা আমাদের সাধন ও ইচ্ছাশক্তির বলে তাহা লাভ করি বলিয়া মন্ত্রদাতা গুরুকে এতাদৃশ ভক্তি বা যত্ন করি, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহাকে পূজা করি না। পূজা করি তাঁহার যে গুরুতত্ত্ব নিহিত আছে, তাঁহাকে। যে পুত্র পিতামাতাকে সম্মান করে না, ভক্তি ও পূজা করে না, সে পুত্র পিতামাতার স্নেহ আকর্ষণে প্রায় বঞ্চিত হয়।

গুরু বিনাও ঈষ্টদেবতার আরাধনা হয় বটে, কিন্তু এত পথই সহজ। অধিকন্তু সদ্গুরু লাভ করিতে পারিলে তাঁহার সাধ্য মন্ত্রাদি প্রাপ্ত হইলে, জীবের সোভাগ্যোদয় সত্তরেই হইতে পারে। সাধকের নিকট সাধনার পথ জানিতে পারিলে সহজেই সিদ্ধিলাভ করা যাইতে পারে। যেরূপ প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ হইতে বস্তি ধরান অতি সহজ, ইহাও তদ্রূপ।

## ব্রহ্ম ।

এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম। দেবতা, অমর, ভূত, মানুষ, বৃক্ষ, পক্ষী, জল, বায়ু, অগ্নি, বাহা কিছু বল সমস্তই ব্রহ্ম। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ ন সরূপাববর্জিতম্।

স্বর্গে: পুরাধুনাপাস্ত্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্ষতে ॥

এই পরিদৃশ্যমান নামরূপধারী প্রকাশমান জগতের উৎপত্তির পূর্বে নামরূপাদি বিবর্জিত কেবল এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বব্যাপী ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন এবং এখনও তিনি সর্বব্যাপী ও সেই ভাবেই অবস্থিত আছেন।

নিগুণ ব্রহ্মই ত মায়াদ্বারা অস্থিত হইয়া জগদ্রূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। এই জগৎ প্রপঞ্চ মহাদি অণু পর্য্যন্ত, যাঁহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই ব্রহ্ম। ইহা ভাগবতেও পাঠ করা হইয়াছে,—

“এই বিশ্ব, ভগবান্ নারায়ণে অবস্থিত রহিয়াছে, ভগবান্ সৃষ্ট কার্যাদির জন্ত মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া বহু গুণাশ্রিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং অগুণ হইয়া আছেন।”

“ঐতি” বলিয়াছেন, “তিনি সৃষ্টির পূর্বেও ঘেরূপ অবস্থায় ছিলেন, এখনও সেইভাবেই আছেন।”

“শ্রীমদ্ভাগবতের” প্র্লোকেও ঐ ভাবই বুঝায়। “বেদান্ত” বলেন, “তিনি সকলের শুধু, সকলি তাঁহার।” কিন্তু তিনি যে কেমন তাহা বুঝিবার শক্তি কাহারও নাই। তিনি অবাঞ্ছনসগোচর। তিনি নিগুণ অবস্থায় থাকিয়া সগুণাবস্থার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কি প্রকার অবস্থায় জগতের কার্য করেন তাহা “ঐতিতে” উক্ত হইয়াছে।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্মতে চ  
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি ।  
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি  
তথাহঙ্করাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্ ॥

উর্গনাভ (মাকড়সা) যেমন স্বশরীরাত্তর হইতে তন্তু বাহির করিয়া পুনরায় গ্রহণ করে, জীবিত মানুষ হইতে যেরূপ কেশ লোম উদ্গত হয়, সেইপ্রকার অক্ষর\* ব্রহ্ম হইতে সমুদয় ক্ষর বা বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে।

( উপনিষৎ )

যস্তর্গনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধান জৈঃ।

স্বভাবতো দেব একঃ সমাবরণোৎ ॥

( ষ্ঠেতাখ্যতরোপনিষৎ )

উর্গনাভ যেমন আপন শরীর হইতে সূত্র বাহির করিয়া আপনায় দেহকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, পরমাত্মা তদ্রূপ স্বকীয় শক্তিতে বিশ্বের বিকাশ কবিয়া তদ্বারা আপনি আচ্ছন্ন অর্থাৎ আবৃত হইয়া আছেন।

\*অক্ষর ( অ—ক্ষর [ ক্র্ ক্ষরিত হওয়া + অ ( অন )—ক ] ক্ষরণ যাঁর ক্ষরণ নাই, ৬ষ্ঠি—হিং সং, ক্রীং ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, পবমাত্মা। ২। জীবাত্মা। তত্ত্বজ্ঞানবলে বধন জীবাত্মা প্রকৃতিকে ক্ষর ও মহাদাদিগুণবিশিষ্ট এবং আপনাকে নিগুণ প্রকৃতি হইতে সন্যাসরূপে পৃথক্ ও পরমাত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া অবগত হইলে অর্থাৎ বধন প্রাকৃত গুণসকলকে নিন্দা করিয়া পরব্রহ্মের অমুসরণ পৃথক্ পরমাত্মাতে মিলিত হইলে, তখনই তাঁহাকে অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করা যায়। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাত্মারত)। ৩। শিব। ৪। বিষ্ণু। ৫। গগন ( ইহা অবিনশ্বর চিরকালই একভাবে স্থিত )। ৬। ধর্ম। ৭। তপস্তা। ৮। অপামার্গ। ৯। মোক্ষ। ১০। উদক, জল। ১১। ( অশ্- ব্যাপা + সর—ক। যে বেদাদি শাস্ত্র ব্যাপে ) শব্দের এক একটা ক্ষুদ্রতম অংশ, অকারাদিবর্ণ। ১২। সং, ক্রীং, সাংখ্যমতে—প্রকৃতি - যথা—সৃষ্টি ও প্রলয় কার্য সম্পাদন নিবন্ধন প্রকৃতিকে অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করা যায়। ১৩। বিং, ক্রিং, ক্ষরণশূন্য, ক্রিয়াশূন্য; যথা—“তুমি সত্যব্রহ্ম অদ্বিতীয় অক্ষরব্রহ্ম।” ১৪। নিত্য, স্থির; যথা—“বেদান্ত বাঁহারে কম ব্যাপ্ত চরাচর। বাহাতে ঈশ্বর শব্দ বার্থ অক্ষর।”

“আমি বহু হইব” অথবা “বিশ্ব রচনা করিব” ব্রহ্মের এইরূপ বাসনা সজাত † হইলেই তিনি প্রকট \* চৈতন্য ‡ হইলেন ও সেই বাসনা মূলভৌতা মূল প্রকৃতি § হইলেন সেই মূল প্রকৃতিরূপিণী আত্মশক্তিই জগতের আদি কারণ,—কিন্তু সেই অক্ষর পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। স্বর্ঘ্য যে প্রকার আপন তেজ নিজ হইতে স্থূলরূপ জল প্রকাশ করেন এবং সূক্ষ্মভাবে পুনরায় গ্রহণ করেন, তদ্রূপ ব্রহ্ম তটস্থ হইয়া ঐশ্বর্যরূপে চৈতন্যের আকার হইলেন। তাঁহার শক্তির ভাব বাসনা, তাঁহাতেই লীন হইতে পারে। যে অংশে বাসনা নাই অর্থাৎ জগৎ নাষ্ট, সেই অংশ নিত্য এবং সর্বসাধারণরূপ বর্তমান। ইহা বুঝিতে হইলে যোগশক্তি থাকিবার প্রয়োজন।

আমাদের সম্মুখে অহোরাত্র যে অণু ( সূত্র, সূক্ষ্ম পরমাণু ) সকল কিলিমিলি করিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের স্থূলচক্ষে আমরা তাহা দেখিতে পাইনা ;—পাই না তাহার কারণ তাহাদিগের রূপের অনুরূপ চক্ষের সূক্ষ্ম শক্তির বিকাশ আমাদের নাই ;—কিন্তু বিকাশ করিতে পারিলে,

† ( সম—জন্ম উৎপন্ন হওয়া + ত ( জ )—ক ) বিং, ত্রিঃ, জাত, উৎপন্ন। )

\* বিং,—ত্রিঃ, “গষ্ট। বক্ত। প্রকটাপ্রকট্যাচেতি লীলা সেরং দ্বিধোচ্যতে।  
প্র—অর্থ—প্রথ, বিখ্যাত হওয়া + অ ( ড )—ক ) উপং, অং, উৎকর্ষ। ইত্যাদি  
কট—অর্থ—নষ্ট বর্ষণ করা আচ্ছাদন করা।

‡ চৈতন্য অর্থে চেতন—ব ( ক্য ) স্বার্থে, ভাবে ) সং পুং, ভগবানের অবতার।  
আত্মা। কলিযুগে নবমীপে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে ও লচী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং জগতে “হরিনাম” প্রচার করিয়া পাপাকুলের উদ্ধার করেন। শিং—  
১ জীবঃ পশ্চামি বৃক্ষাণাম্ চৈতন্তং নং বিদ্যতে।” জাগরণ, ব্রহ্ম, প্রকৃতি।

§ সং, ত্রীং, প্রধান, আত্মা। ঐশ্বর্যস্থষ্টে যাবতীয় পদার্থের সাধারণ নাম শিং  
—১ “সব্বরজস্বমোহাসং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতেশ্বহান্।”

সব্বরজস্বমোহাশঙ্কক জগতের মূল কারণ।

তখন দেখিতে পাই। গুণ অতিশয় সূক্ষ্মতম পদার্থ,—কাজেই আগে সূক্ষ্মের রাজত্ব, সূক্ষ্ম হইতেই স্থলের বিকাশ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত, ২য় ৬ষ্ঠ। ২৩ শ্লোঃ অঃ।

হে নারদ! যাহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইয়াছে, এই ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মক বিরাটরূপী বিশ্ব প্রকাশ হইয়াছে, তিনিই ঈশ্বর\*। সূর্য্য ঘেরূপ সর্বত্র প্রকাশ হইয়াও সকল হইতে অতিক্রান্ত ভাবে আপন মণ্ডলে রহিয়াছেন, ঈশ্বরও সেই প্রকার এই ব্রহ্মাণ্ডরূপী জব্য প্রকাশ করিয়া সকলের অতিক্রান্তভাবে রহিয়াছেন।

কাল (বিস্তার অনন্তমূর্ত্তি ইত্যাদি) চৈতন্য সদসদাঙ্গিকশক্তি ইহাদিগের মিলনে প্রধান ও মহত্ত্বাবস্থা হয়। সেই অবস্থায় সত্ত্ব, রজঃ তমো গুণের প্রকাশ হয়। ঐ তিন গুণে ঈশ্বর প্রতিবিম্বিত অর্থাৎ আকৃষ্ট হইলে অহঙ্কার প্রকাশ হয়। ঐ অহঙ্কার হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে মন, দেবতা, ঈশ্বর ও ভূতাদিব† প্রকাশ হয়।

\* ঈশ্বর (ঈশ্, অধিপত্য কবা+বর-ক, শীলার্থে) সং, পুং, ১। ব্রহ্ম। ২। পরমেশ্বর। ৩। শিব। ৪। কামদেব। ৫। নিয়ন্তা। ৬। প্রভবাদিব মধ্যে একাদশ বৎসর। মহর্ষি গোতমের মতে “ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্মাফলাদর্শনাং” ঈশ্বর কাবণ কেননা মনুষ্যকৃত কর্ম সর্বদা সফল হয় না। জ্যায়ত্ন ২।১।১৯। পাতঞ্জল মতে—ক্লেশ, জন্ম, কর্ম, বিপাক, আশয় দ্বারা অপরাভূত চৈতন্য। বায়ু-পুরাণ মতে ঈশ্বর একাদশ রূপে একজন। শিং—১ ঈশ বরাহমত্যাং ন চ সামীশতে পবে দদামি চ সৈদর্শ্যমীশ্বরন্তেন কীর্ত্ততে। ৬। বিং ত্রিং অধিপতি, স্বামী, প্রভু। ৭। শ্রেষ্ঠ। ৮। সমর্থ। রা, রী—জ্ঞীং, দুর্গা। শিং—১ “ঈশ্বরীমীশ্বর-প্রিয়াম্।” ২। লক্ষ্মী। ৩। সরস্বতী। ৪। যে কোন শক্তি।

† ৩। ক্লী পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ। শিং—১ “ভূতেশ্ব সততং তস্মৈ ব্যাপ্তি দেবো নমোনমঃ।” বিং, ত্রিং, উৎপন্ন। চেতন পদার্থ। প্রাণী ইত্যাদি।



এই সকল কারণবস্থায় যখন ঈশ্বরের বাসনা ও স্বরূপ চৈতন্যপতিত না হয়, তখনই ইহাদের অজীব অণু বলে। ইহাই ব্রহ্মাণ্ড। তদনন্তর—ঈশ্বর স্বরূপ চৈতন্য ও বাসনার সহিত মিশ্রিত হইলে এই বিশ্ব বা বিবট দেহ প্রকাশ হয়। ব্রহ্মাণ্ডে বিশ্বে এইমাত্র প্রভেদ।

ব্রহ্ম যখন নিগুণ নিস্কিয়, তখনই তিনি ব্রহ্ম, আর সগুণ বা প্রকট হইলেই ঈশ্বর বা পুরুষ। আব সেই ইচ্ছা বা বাসনাশক্তিই প্রকৃতি বা আত্মশক্তি মহামায়া।

আব সেই পুরুষ বল, আর প্রকৃতিই বল সর্বত্রগামী ও সর্ব বস্তুতেই অবস্থিতি করিতেছেন। ইহ সংসার তদুভয়বিহীন হইয়া কোন বস্তুই বিद्यমান থাকিতে পাবেনা।

পরব্রহ্মেব সৃষ্টিকারিণীশক্তি হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণেব উদ্ভব হইলে, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সৃষ্টি হয়। তখন তাঁহাবা সকলেই সর্বতোভাবে দ্বিগুণবিশিষ্ট।

দৃশ্য অথচ নিগুণ এ প্রকাব বস্তু জগতে কখনও হয় নাই এবং হইবেও না। পবষাত্মা নিগুণ, তিনি কদাচই দৃশ্য হইবেন না, পবম প্রকৃতিরূপিণী মহামায়া স্বজনাদির সমস্ত সগুণা, আর সমাধি সময়ে নিগুণা হইয়া থাকেন।

প্রকৃতির গুণ বর্ণন—প্রকৃতিব গুণ যথা—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ উহার গুণের তারতম্য ভারতচন্দ্র এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার।

সত্ত্ব রজঃ স্তমো গুণ প্রকৃতি তাঁহার ॥

রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয়।

তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারময় ॥

সদ্বৃত্তে নারায়ণ কেবল চিস্তয় ।

যুক্তি করি দেখ বিষ্ণু বিনা মুক্তি নয় ॥

তমোগুণে অধোগতি অজ্ঞানের পাকে ।

মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বান্ধা থাকে ॥

সদ্বৃত্তে তত্ত্বজ্ঞান করতলে মুক্তি ।

অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি ॥

মনে ধর্ম্যভাব থাকায় লোকে—প্রশংসনীয় হয়, যথা—দয়া, দাক্ষিণ্য,  
বিনয়, সৌজ্ঞ্য, ধৈর্য্য, গান্ধীর্ষ্য, ঔদার্য্য, সাহস, পরাক্রম প্রভৃতি ।

“সর্বৈরপি গুণৈর্ধুক্তো নিবীৰ্য্যঃ কিং করিষ্যতি ।

গুণীভূতা গুণাসর্বৈ তিষ্ঠন্তি চ পরাক্রমো ॥”

## দেবতার উপাসনা ।

দেবতার উপাসনায় পরম সুখপ্রাপ্তি হওয়া যায় অর্থাৎ সূক্ষ্ম  
অদৃষ্ট শক্তিকে স্বরূপে আনিয়া তদ্বারা অতীষ্ট পূরণ করাই দেবতাব  
উপাসনা ।

যদি কেহ বলেন পূর্ণ ব্রহ্ম অথবা আনন্দময়—পরমানন্দ । তিনি  
ভিন্ন আর সকলই আনন্দের কলা বা কণা । পূর্ণতম সুখাধারই তিনি,  
সুখ \* বা আনন্দ লাভ করিতে হইলে,—তঁাহাকেই জানা বা তাঁহারই  
উপাসনা করা কর্তব্য । ইহা সত্য—কিন্তু দেবদেবীর উপাসনাতেও  
নিশ্চয় সুখলাভ হয় । সুখলাভ অর্থাৎ দুঃখের নিবৃত্তি,—ইহাই মানব  
মাত্রেয়ই কর্তব্য কর্ম । কিন্তু জানিতে হইবে, জীব যে সুখের কামনা

---

\* ক্রীতি—সং, স্ত্রী, ভূমি, হর্ষ, সন্তোষ, প্রেম অনুরাগ ।

ও দুঃখ নিবৃত্তির প্রয়াস পায়,—দেখিতে হইবে সুখ ও দুঃখ কি প্রকার।  
অর্থাৎ আলোর অভাবে যেক্রপ ছায়া বা অন্ধকার, সুখের অভাবট দুঃখ।

এই দুঃখ ত্রিবিধ আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছে। যথা—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক। ১। শরীর ও মনোমাত্র দুঃখকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। ২। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা, এই দোষ ত্রয়ের বৈষম্য (বিষমত্ব) জন্ম যে দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহাই শরীর হইতে উৎপন্ন দুঃখ। আর কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি মানসপদার্থ হইতে যে দুঃখ হয়, তাহাকে মানস দুঃখ বলে। এই উভয় প্রকার সমুৎপন্ন দুঃখকেই আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। ৩। আর দেবতাগণ কর্তৃক যে দুঃখ হয়, তাহাকে আদৈবিক দুঃখ বলে। অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, যম, বরুণ, নবগ্রহ প্রভৃতি দেবতা বা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহদ্বারা যে সকল দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাই দৈব-কর্তৃক দুঃখ বা আদৈবিক দুঃখ। ভূত সকলের দ্বারা অর্থাৎ মনুষ্য, পশু প্রভৃতি জীব ও স্থাবর পদার্থ জাত হইতে যে দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহাই আধিভৌতিক দুঃখ। এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিই সুখ।

দেবতা আরাধনাতেই এই ত্রিবিধ প্রকার দুঃখের সম্পূর্ণ অবসান হয়, অর্থাৎ মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। দেবতাগণ আমাদের দেহেই আছেন। দেবতা উপাসনায় কাম, কামনা পূর্ণ হয়। ত্রিপুণ্য বশীভূত হইয়া আমরা সর্ব্বস্বখে সুখী হই। তজ্জন্ম জীব মায়েই দেবতার উপাসনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য।

মনুষ্যের মধ্যে বাহ্য চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, বাহ্য ইঞ্জিয়গণের সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। যিনি অবিকল সমগ্রাবয়বসমৃদ্ধ উপভোগোপকরণবৃদ্ধ-মনুষ্য লোকে তিনিই সুখী।

একরূপ স্থখে স্থখী হইতে হইলে, একরূপ স্থখের জ্ঞান ইচ্ছা করিলে ইহার সাধনা চাই, ইহার সাধোর নাম দেবতা ও উপাসনা ।

মানুষের আদর্শের\* জ্ঞান এক আদর্শ পুরুষের অবতার† হইয়াছিলেন, পুরাণে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে ।

দেবতা অর্থে যে স্মৃষ্ণ অদৃষ্ট‡ শক্তি ; সেই শক্তি লইয়া ত্রিজগৎ গঠিত । জীব ও জগৎ ছাড়া নহে ; স্তবরাং জীবেরও দেবতার অবিষ্ঠান আছে । কেবল দেবতা নহে—

ভূ ভূ বঃ স্বঃ এই ত্রিলোকে বাহা কিছু পদার্থ বা বস্তু আছে, সে সমুদয়ই জীব দেহে আছে ।

ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্বানি দেহতঃ ।

মেরং সংবেদ্য সর্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ততে ॥

( শিব সংহিতা )

“ভূ ভূ বঃ স্বঃ” এই তিন লোক মধ্যে যত প্রকার জীব আছে, তৎসমস্তই দেহের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে । সেই সকল পদার্থ মেরুকে বেষ্টন করিয়া আপন বিষয়ের সম্পাদন করিতেছে ।

\*আদর্শ—দর্শন, মনোনীত বা বাহা দেবীয়া দোষ গুণ পরীক্ষা করা যায় ।

†অবতার—সং, পুং, স্বর্গাদি হইতে মনুষ্যালোকে দেবাদির আবির্ভাব মনুষ্যাদি আকারে পৃথিবীতে দেবতার আগমন অথবা আবির্ভূত দেবতা, যথা—বিষ্ণুর দশ অবতার ; ১ম মৎস্য, ২য় কুর্মা, ৩য় ববাহ, ৪র্থ নৃসিংহ, ৫ম বামন, ৬ষ্ঠ পরশুরাম, ৭ম রামচন্দ্র, ৮ম কৃষ্ণ বলরাম, ৯ম বুদ্ধ, ১০ম কল্কী । ইহা ব্যতীত আরও দৃষ্ট হয় ।

‡অদৃষ্ট—সং, স্ত্রী, ভাগ্য, ভাগ্যের অদৃষ্ট করণ আপৎ । ধর্মাধর্ম, পাপ পুণ্য ।  
বিং, ত্রিঃ, অনীকিত, বাহা দেখা যায় না, দৃষ্টি বহিস্কৃত ।

দেহেহস্মিন্ বর্ততে মেরু সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ ।

সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রানি ক্ষেত্র-পালকাঃ ॥

ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্বৈ নক্ষত্রানি গ্রহাস্তথা ।

পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্তন্তে পীঠ দেবতাঃ ॥

সৃষ্টি সংহারকর্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ ।

নভো বায়ুশ্চ বহিঃশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈব চ ॥

( শিব সংহিতা )

“জীবদেহে সপ্তদ্বীপের সহিত স্মেরু পর্বত অবস্থিতি কবে এবং সমুদ্র নদ, নদী, সমুদ্র, পর্বত, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রপাল\* প্রভৃতিও অবস্থান কবিন্না থাকে। মুনি ঋষি সকল, গ্রহ নক্ষত্র, পুণ্যতীর্থ, পুণ্য পীঠ ও পীঠ দেবগণ এই দেহে নিত্য অবস্থান করিতেছেন। সৃষ্টি সংস্থাপক চক্রে সূর্য্য এই দেহে নিবস্তুর ভ্রমণ করিতেছে। আর পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাত্মতও দেহে অধিষ্ঠিত হইয়া আছে।”

শাস্ত্রে বলিতেছেন,—

জানাতি যঃ সর্বমিদং স যোগী নাত্র সংশয়ঃ ।

( শিব সংহিতা )

“যে ব্যক্তি দেহের এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারেন, অর্থাৎ আপনাদি শরীরের কোথায় কি আছে, জানিতে পারেন, সেই ব্যক্তিই বস্তুার্থ যোগী।” যোগের চক্রে ব্যতীত সে সৃষ্টির পরিদর্শন হয় না।

## বৈধ কৰ্ম ।

মন্ত্ৰবান্ ব্যক্তিৰ আত্মোন্নতিৰ জন্তু প্ৰতিদিনে যে সকল কৰ্ম্মৰ অনুষ্ঠান কৰিতে হয়, তাগকেই বৈধ কৰ্ম্ম বলা যায়। স্নান, পূজা, সঙ্ক্ৰা, গায়ত্ৰী, স্তব পাঠ প্রভৃতি সকল কৰ্ম্মকেই বৈধ কৰ্ম্ম বলা যাউতে পারে।

মন্ত্ৰ গ্ৰহণ কৰিয়া প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ এই সমস্ত বৈধ কৰ্ম্মৰ অনুষ্ঠান কৰা জীবনেৰে মঙ্গলজনক। ইহাতে যোগাভাস এবং তৎসহ চিত্তজয় ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হইয়া থাকে।

এই বৈধকৰ্ম্মকে দুইভাগে বিভক্ত কৰা যায় ; এক বৈদিক, অপর তান্ত্ৰিক। যাহা তান্ত্ৰিক, তাহাই গুপ্তশিষ্যেৰ প্ৰয়োজনীয় অৰ্থাৎ দীক্ষা-বিধিতে প্ৰয়োজনীয়। যাহা তান্ত্ৰিক, তাহাই এই গ্ৰন্থে লিখিত হইল। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গানপত্য ও সৌৰ সমস্ত সাধকেই তান্ত্ৰিক মতে বৈধ কাৰ্য্যেৰ অনুষ্ঠান কৰিতে হয়। অনেকেৰ বিশ্বাস যে, শ্ৰীকৃষ্ণাদি দেবতা উপাসকেৰ কৰ্ম্ম তান্ত্ৰিক নহে, তাহাদেৰ ইহা ভুল বিশ্বাস। কাৰণ সকল দেবতাৰ দীক্ষাই তন্ত্ৰোক্ত। তবে কেবল রাগমার্গেৰ ভজন তন্ত্ৰাতীত। যাহাৰা বিধি পূৰ্ব্বক অৰ্থাৎ মন্ত্ৰাদি দ্বাৰা ইষ্ট দেবতাৰ ভজনা কৰেন, তাহা দৰে সকলকেই তন্ত্ৰ মতে তাহা সম্পাদন কৰিতে হয়।

## নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম ।

প্ৰাতঃকৃত্য—দিনমান ও ৰাত্ৰিমানকে ৮ ভাগে বিভক্ত কৰিণে এক এক ভাগকে যামাৰ্দ্ধ কহে। যামাৰ্দ্ধ প্ৰহৰেৰ অৰ্দ্ধেক অৰ্থাৎ দেড় ঘণ্টা। ২৪ ঘণ্টায় দিবা ৰাত্ৰি শেষ হয়। স্মৃতিশাস্ত্ৰেৰ নিত্যক্ৰিয়াগুলি এই যামাৰ্দ্ধানুসাৰেই নিৰ্দ্ধাৰিত হয়। ৰাত্ৰিৰ শেষ প্ৰহৰ বা যামাৰ্দ্ধ ৪।০টা হইতে ৬টা পৰ্য্যন্ত, ইহাকে ত্ৰাস্ক মুহূৰ্ত্ত বলে। চাৰি ঘণ্টা এষ্ট বাক

মূৰ্ত্তে নিদ্রাত্যাগ করিয়া শয্যার উপর পূৰ্ব বা উত্তর মুখ হইয়া উপবেশন করিয়া নিম্নস্থ শ্লোকগুলি পাঠ করিতে হয়। যথা—

ব্রহ্ম মুরারিজিপুরাস্থকারী, ভাষুঃ শশী ভূমিস্থতো বুধশ্চ । শুক্রশ্চ  
শনি রাহু কেতুঃ, কুৰ্ব্বন্ত সৰ্ব্বে মম সুপ্রভাতম্ ।

অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু, ইহারা সকলে আমার সুপ্রভাত করুন ।

কালী তারা মহাবিद्या বোড়শী ভুবনেশ্বরী । ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ  
বিद्या ধ্রুবাতী তথা । বগলা সিদ্ধবিद्या চ মাতঙ্গী কমলাঙ্গিকা । এতা  
দশ মহাবিद्याঃ সিদ্ধবিद्याঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিতং দুৰ্গা দুৰ্গা  
করষ্যম্ । আপদস্তস্য নশ্চন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা । অহল্যা দ্রৌপদী  
কুন্তী তারা মনোদরী তথা । পঞ্চ কন্তাঃ স্মরেন্নিতাং মহাপাতকনাশনম্ ।  
পুণ্যশ্লোকো নলরাজা পুণ্যশ্লোকো বুদ্ধিষ্টিৰঃ । পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী ।  
পুণ্যশ্লোকো জনাৰ্দ্দিনঃ ॥

কৰ্কটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ ।

ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীৰ্ত্তনং কলিনাশনম্ ।

কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনো নাম রাজা বহু সহস্রভুং ।

যোহস্য সংকীৰ্ত্তয়েন্মাম কল্যমুখায় মানবঃ ।

ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যাম্মঋৎ লভতে পুনঃ ।

অর্থাৎ কৰ্কটক নাগ দময়ন্তী, নল রাজর্ষি ঋতুপর্ণের নাম কীৰ্ত্তন  
এবং কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন নামে সহস্রবাহুসম্পন্ন রাজা ছিলেন, তাঁহার নামও  
অহল্যা প্রভৃতি পঞ্চ কন্তার নাম, রাজা বুদ্ধিষ্টিৰ, বৈদেহী\* এবং জনাৰ্দ্দিন

---

\*বৈদেহী বা বৈদেহ; জনকনন্দিনী, জানকী ।

এই সকল নাম স্মরণে হৃদয়ে পুণ্য ও সংপ্রসূতির উদয় হয় বলিয়া এই নাম স্মরণ করিতে হয়। আর যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে “দুর্গা দুর্গা” এই দুই অক্ষর স্মরণ করে সূর্যোদয়ে যেরূপ অঙ্ককার নষ্ট করে, তাহার আপদরাশিও সেইরূপ নষ্ট হয়। আর অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী প্রভৃতিব নাম করার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা অনাসক্ত। অনাসক্তরূপে কৰ্ম করা মুক্তির এক প্রধান ও পরিষ্কার পন্থা।

### বিষ্ণুর ষোড়শ নাম ।

ঔষধে চিস্তায়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দনম্ ।  
 শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিম্ ॥  
 যুদ্ধে চক্রধরং দেবং শ্রবাসে চ ত্রিবিক্রমম্ ।  
 নারায়ণং তনুত্যাগে শ্রীধরং প্রিয় সঙ্গমে ॥  
 দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দং সঙ্কটে মধুসূদনম্ ।  
 কাননে নরসিংহঞ্চ পাবকে জলশায়িণম্ ॥  
 জলমধ্যে বরাহঞ্চ পর্বতে রঘুনন্দনম্ ।  
 গমনে বামনকৈব সৰ্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্ ॥  
 এতানি ষোড়শনামানি প্রাতরুথায় যঃ পঠেৎ ।  
 সৰ্ব্বপাপবিবিন্শ্যুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥

### ব্রহ্মোবাচ বিষ্ণুনামাষ্টকং ।

নমো নারায়ণায় ।

অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণুং হরিং সত্যং জনার্দনম্ ।  
 হংসং নারায়ণকৈব এতন্নামাষ্টকং শুভম্ ॥



ତ୍ରିସଙ୍କ୍ରାନ୍ତଃ ସଃ ପଠେନ୍ନିତ୍ୟାଂ ପାପଂ ତସ୍ୟ ନ ବିଦ୍ରୁତେ ।  
 ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଂ କ୍ଷୟଂ ଯାତି ହୁଃସ୍ବପ୍ନଃ ସ୍ବସ୍ବପ୍ନୋ ଭବେତ୍ ॥  
 ଗନ୍ଧାୟାଂ ଯରଣଶ୍ଚେବ ଦୃଢାଭକ୍ତିଃ କେଶବେ ।\*  
 ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ଧା ପ୍ରବୋଧଃ ତର୍ମାମ୍ନିତ୍ୟଂ ପଠେନ୍ନରଃ ॥  
 ପ୍ରାତଃ ଶିରାସି ଶୁକ୍ରାଞ୍ଜେ ଦିନେତ୍ରଂ ଦ୍ବିଭୁକ୍ତଂ ଗୁରୁମ୍ ।  
 ପ୍ରସନ୍ନବଦନଂ ଶାନ୍ତଂ ସ୍ବରେଭନ୍ନାମ ପୂର୍ବକମ୍ ॥

( ତାରାଗମେ )

ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ର ନାମ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ପ୍ରାତଃକାଳେ ଶିବସ୍ଥିତ ଶୁକ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ସହସ୍ରମଳ  
 କରମ୍ବେ ଦ୍ବିଭୁକ୍ତ, ଦିନୟନ, ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖକମଳ, ପ୍ରାଶାନ୍ତ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ\* ଦର୍ଶନ ଶୁକ୍ର  
 ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତା କରିয়া ତତ୍ପରେ ତାହାକେ ଏହି ବଳିଆ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଯଥା,—

## ପୁଂ ଗୁରୁର ପ୍ରଣାମ ।

ନମଃ ଅଧଃସ୍ଥମଣ୍ଡଳାକାରଂ ବ୍ୟାପ୍ତ ଯେନ ଚରାଚରମ୍ ।  
 ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥  
 ଅଜ୍ଞାନ ଡିମିରାନ୍ନସ୍ତ ଜ୍ଞାନାଞ୍ଜନ ଶଳାକୟା ।  
 ଚକ୍ରୁର୍ଘ୍ନୀଲିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ।

( ଋଦ୍ର ଜାମ୍ବବତଃ )

ଯିନି ଏହି ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟାପିଯା ଅବସ୍ଥିତ, ତାହାର ପଦ ପ୍ରାଦର୍ଶକ  
 ଶ୍ରୀଗୁରୁଦେବଙ୍କେ ପ୍ରଣାମ । ଅଜ୍ଞାନତାମିରେ ଅନ୍ଧ ହିଲାମ, ଯିନି ସେହି ଜ୍ଞାନ  
 ଶଳାକା ଦ୍ବାରା ଆମାର ଚକ୍ର ଉନ୍ମୀଳିତ କରିଯାଛନ୍ତି, ସେହି ଗୁରୁଦେବଙ୍କେ ପ୍ରଣାମ ।

---

\*ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ—ସୁନ୍ଦର, ଶାନ୍ତିସ୍ଥିତି ।

## স্ত্রী গুরুর প্রণাম ।

নমস্তে দেব দেবেসি নমস্তে হর পূজিতে ।

ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপায়ৈ তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥

অজ্ঞান তিমিরাক্ষশ্চ জ্ঞানাজ্ঞান শলাকয়া ।

যয়া চক্ষুরুন্মীলিতং তস্মৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥

( মাতৃকাভেদ তত্ত্ব )

নাভিগুণে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া, তত্পরি বাম হস্ত সংস্থাপন পূৰ্ব্বক  
গুরুর ধ্যান করিবে ।

## পুং গুরুর ধ্যান ।

শিরসি সহস্রদলকমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং ববাম্বকরং শ্বেত-  
মালাম্বুলেপনং স্বপ্রকাশস্বরূপং স্ববাসস্থিত সুরক্লেশত্যা স্বপ্রকাশ স্বরূপয়া  
সহিতং গুরুং ধ্যায়েৎ ।

ধ্যানকালে সাধারণ নিয়ম এষ্ট যে, বাম হস্তোপরি দক্ষিণ হস্ত  
রাখিয়া পুং গুরুর ধ্যান করিবে ও স্ত্রী গুরু ( দেবতা ) হইলে দক্ষিণ  
হস্তোপরি বাম হস্ত রাখিতে হয় ।

## স্ত্রী গুরুর ধ্যান ।

সহস্রারে মহাপদ্মে কিঙ্করুগণ শোভিতে ।

প্রফুল্ল পদ্ম পত্রাক্ষীং ঘনপীন পয়োধরাং ॥

প্রসন্নবদনাং ক্ষীণমধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুং ।

পদ্মরাগসমভাসাং রক্তবস্ত্র স্ত্রশোভনাং ॥

রক্তকঙ্কণ পাণিঞ্চ রক্তমুপুর শোভিতাং ।

স্থলপদ্ম প্রতীকাশ পাদপল্লব শোভিতাং ॥

শরবিন্দু প্রতীকাশং রক্তোদ্ভাসিতকুণ্ডলাং ।

স্বনাথ বামভাগস্থাং বরাভয়করান্মুজাং ॥

নমঃ—ঐং গুরবে নমঃ ।

তদনন্তর—কিয়ৎকণ নিজ দেবতার চিত্তা ও তাঁহার পূজা\* কবিষা  
আত্মচিন্তা করতঃ আপনার সহিত ব্রহ্মেব অভেদ নিশ্চয় করিয়া আত্ম-  
সমর্পণ করিতে হইবে । যথা—

লোকেশ ! চৈতন্যময়াধিদেব !

শ্রীকান্ত ! বিষ্ণো ! ভবদাক্ষয়ৈব ।

প্রাতঃ সমুথায় তব প্রিয়ার্থং

সংসার যাত্রা মনুবর্তয়িম্যে ॥

অর্থ—হে লোকেশ ! হে চৈতাদেব ! হে আদিদেব ! হে শ্রীকান্ত !  
হে বিষ্ণো ! আমি আপনার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া, আপনার প্রিয়কার্য্য  
সাধন মানসেই প্রাতঃকালে উথিত হইয়া, সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে  
প্রবৃত্ত হইলাম ।

পরে সম্পূর্ণরূপে আত্মাভিমান পরিত্যাগের জন্ত এইরূপ পাঠ ও তাহার  
অর্থ চিন্তা করিতে হইবে । যথা—

জানামি ধর্ম্যং ন চ মে প্রবৃতি  
 জ্ঞানামি ধর্ম্যং ন চ মে নিবৃতি ।  
 ত্বয়া হৃষীকেশ ! হৃদিস্থিতেন,  
 যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥

অর্থ—ধর্ম্য কি, তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃতি  
 নাই এবং অধর্ম্য কি, তাহাও আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার নিবৃতি  
 নাই; অতএব হে হৃষীকেশ! আপনি ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক হইয়া  
 আমার হৃদয়ে অবস্থানপূর্বক আমাকে যে যে কার্যো হয় নিযুক্ত করুন,  
 আমি তাহাই করি। অর্থাৎ হে ভগবন্! “আমি” কর্তা থাকিলেই  
 পাপে মতিগতি হয়, তাই আপনাকে স্মরণ করিয়া বলিতেছি যে,  
 আমার “আমিত্বকে” সংহাবপূর্বক আপনিই হৃদয়স্থামী হইয়া আমাকে  
 যথোচিত কার্যো নিযুক্ত করুন, তাহা হইলে আর অধর্ম্য স্পর্শ করিবে  
 না। যথা—

সমুদ্ভ্রমেখলে দেবি পর্বতস্তনমণ্ডলে ।

বিষ্ণুপত্নি নমস্তভ্যঃ পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে ॥

নমঃ প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ ॥

( মৎস্তপুরাণ )

ভগবানের নিকট প্রার্থনা ।

ধর্ম্যং দেহি জ্ঞানং দেহি ক্ষমাং দেহি তথৈব চ ।

হে ঈশ্বর! আমাকে ধর্ম্য দাও, জ্ঞান দাও, এবং ক্ষমা দাও ।

এই সমস্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া পৃথিবীকে প্রণাম করতঃ পুং দেবতার উপাসক অগ্রে দক্ষিণ চরণ, স্ত্রী দেবতার উপাসক অগ্রে বাম চরণ ভূমিতে ক্ষেপণ পূর্বক শয্যা পরিত্যাগ করিবে। পরে বাহিব হইয়া শুভ দর্শন কবিত্তে হয়। যথা—

ব্রাহ্মণ, সূতগানারী ( ভাগ্যবতী ), অগ্নি ও গাভী দর্শনে শুভ।  
পাপিষ্ঠ, দুর্ভগা নারী ( ভাগ্যহীনা নারী ) মন্ত, বিবস্ত্র আর কাটা নাক দর্শনে অন্তত।

শ্রোত্রিয়ং শুভগাম্যিঃ গাঈঋবাগ্নিচিতিস্তথা ।

প্রাতরুথায় যঃ পশ্চোদাপদভ্যঃ স বিমুচ্যতে ॥

পাপিষ্ঠং দুর্ভাগ্যং মন্তং নগ্নমুৎকৃতনাসিকাং ।

প্রাতঃরুথায় পশ্চোত্তং কলৈরুপলক্ষণং ॥

( ছন্দোগ পরিশিষ্ট )

## মলমূত্র-ত্যাগ-নিয়ম ।

বাসস্থান হইতে অন্ততঃ দেড়শত হস্ত দূরে গোপনীয় স্থানে কিম্বা নগরস্থ বাটীর নির্দিষ্ট স্থানে এবং মৌনী হইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ কবা শাস্ত্রবিহিত।

একবারা হইলে ব্রাহ্মণে বস্ত্রবেষ্টিত মস্তকে, দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত ধারণ করতঃ এবং দ্বিবারা হইলে অবগুষ্ঠিত মস্তকে আর যজ্ঞোপবীত পৃষ্ঠে লব্ধিত করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিতে হয়। মলমূত্রের বেগ ধারণ করা কর্তব্য নহে।

## শৌচবিধি ।

লিঙ্গে একবার, গুহে তিনবার, বাম হস্তে দশবার, উভয় হস্তে সাতবার এবং বাম হস্তের পৃষ্ঠে আরও ছয়বার মৃত্তিকা দ্বারা মার্জন করিতে হয়। প্রত্যেক পদতলে তিন তিনবার মৃত্তিকা লইবে। দিবসে এই বিধি। বাত্রিতে ইহার অর্দ্ধেক, আত্মবেব পক্ষে তাহার অর্দ্ধেক। পথে গমন-কালে তাহার অর্দ্ধেক। নখে মাটি চুকিলে তৃণাদি দ্বারা তাহা বাহির করিয়া তিনবার হস্তে মৃত্তিকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অগ্রে মৃত্তিকা, পশ্চাৎ জল ব্যবহার করিতে হয়। দেশ, কাল, পাত্র এবং অবস্থা বিবেচনায় গন্ধ ক্ষয় পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লইলেও হয়। জলের পরিমাণ নির্দিষ্ট নাষ্ট।

শৌচ ত্যাগের পর, শৌচীয় পাত্র গোময় বা মৃত্তিকা দ্বারা মার্জন করিতে হয়।

কেবল মৃত্যুত্যাগ করিলে লিঙ্গে একবার, বাম হস্তে তিনবার, উভয় হস্তে দুইবার এবং প্রত্যেক পদে এক একবার মৃত্তিকা শৌচ করা কর্তব্য। কাংশু-পাত্রস্থ জলে পাদ ধৌত নিষেধ।

## দন্তধাবন ।

খদির, করঞ্জ, ( করম্চা ) বট, তিস্তিড়ী, ( তেঁতুল ) আম্র, নিম্ব, অপামার্গ,\* বিষ্ণ, যজ্ঞডুম্ব, কববী, অর্জুন প্রভৃতি বৃক্ষের কাষ্ঠই প্রশস্ত। দন্তধাবনের সময় তর্জনী অঙ্গুলী ব্যবহার নিষেধ।

পূর্বদিনে, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, উপনয়ন, উপবাস ও জন্মদিনে এবং অজ্ঞীর্ণ হইলে, আর প্রতিপদ, অমাবস্তা, ষষ্ঠী, নবমী এই সকল তিথিতে দাঁতন করিবে না।\* নিষিদ্ধ দিনে এবং দস্তকাষ্ঠ অপ্রাপ্তে দ্বাদশবার কুলকুচা

---

\*আপাংগাছ। বাহার কার দ্বারা অঙ্গাদি ধৌত করা যায়।

করিলে মুখ শুদ্ধ হইবে ; কিন্তু প্রতিপদ, অমাবস্তা, ষষ্ঠী ও নবমী এই চারিদিন পত্র দ্বারা দস্তধাবন করা যাইতে পারে। বালুকাবিহীন মৃত্তিকা দ্বারা দস্তধাবন করা শাস্ত্রবিহিত। জিহ্বা মার্জন সকলদিনেই করিতে পারা যায়। দস্তধাবনসময়ে কোনও ব্যক্তিকে প্রণাম করা নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ দিনে দস্তসংলগ্ন ভক্ষ্য দ্রব্যের কণা তুলিতে বিশেষ যত্ন করিবে না। কারণ তজ্জন্ত রক্তপাত হইলে অশৌচ হয়।

ব্রাহ্মণেরা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দস্তধাবনকাষ্ঠ গ্রহণ করিবেন।

যথা আয়ুর্বেদং যশোবর্চঃ প্রজাঃ-পশুবনুনি চ।

ব্রহ্মপ্রজ্ঞাং মেধাঞ্চ ত্বং নো বোহি বনস্পতে ॥

## তৈলব্রক্ষণ-বিধি।

“ওঁ অম্বথায়ৈ নমঃ” এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলী দ্বারা তিনবার তিন বিন্দু তৈল ভূমিতে নিক্ষেপ করতঃ পায়ে তৈল মাখিবে। এবং এই মন্ত্র বলিতে হইবে।

যথা—“শিরোভস্মাবশিষ্টেন

তৈলেনাস্রং ন লেপয়েৎ।”

অগ্রে পাদদ্বয়ে তৈলমর্দন করিয়া, শেষে মস্তক প্রভৃতিতে তৈলমর্দন করা বিধেয়। অঙ্গের নিম্নদিক হইতে উপরের দিকে তৈল মাখিতে হয়।

ভিল তৈল, সর্বপ তৈল, পুষ্পবাসিত তৈল ও পাকতৈল, নারিকেল তৈল এবং ঘৃত অভ্যঙ্গ বিধেয় প্রশস্ত।

তৈলাভ্যঙ্গ নিষেধে তু তিলতৈলং নিষিধ্যতে ।

ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যতৈলং পুষ্পবাসিতম্ ॥

অদুষ্কং পকুতৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গেতু নিত্যশঃ ।

রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, ষষ্ঠী, অষ্টমী, নবমী, দ্বাদশী, চতুর্দশী, পঞ্চদশী তিথিতে ; হস্তা, চিত্রা, স্বাতী ও শ্রবণা নক্ষত্রে ; ব্রত দিনে, শ্রাদ্ধদিনে, গ্রহণস্নানে, প্রাতঃস্নানে, সংক্রান্তি স্নানে, যোগদিনে তিল তৈল মর্দন নিষেধ । কিন্তু শোধন করিয়া নিষিদ্ধ দিনেও তিলতৈল মর্দন করা যাইতে পারে । ঐ সকল দিনে তৈল মত্ততুল্য হয় ।

প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা ।

মণ্ডলেপসমং তৈলং তস্মাত্তৈলং বিবর্জয়েৎ ॥

তৈল শোধনের নিয়ম—রবিবারে পুষ্প, মঙ্গলবারে মৃত্তিকা বৃহস্পতি-বারে দুর্ধা ও শুক্রবারে গোময় দ্বারা তৈল শোধন করিয়া ব্যবহার করা শাস্ত্রের নিয়ম ।

যত কোন অবস্থায় নিষেধ নহে ।

ঘৃত, সর্ষপতৈল, পুষ্পবাসিত তৈল ও পাকতৈল সকলবারেই ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

( স্থতি )

## স্নান ।

প্রাতঃস্নানে মহাপাতক নাশ হয় । ঋষিগণ প্রাতঃস্নানের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন । ইহাতে ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ ফলই আছে । প্রাতঃস্নানী ব্যক্তি পবিত্রাশ্মা ও জপ, হোম প্রভৃতি সমুদায় কার্যেই অধিকারী হইবেন । প্রাতঃস্নানপরায়ণ ব্যক্তি ক্লপ, বল, তেজ,



আরোগ্য, আয়ুঃ মনঃস্থৈর্য্য, দুঃস্বপ্ননাশ, তপঃসাধনকল ও মেধা এই দশটি গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

( ২ অঃ দক্ষ )

সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্বে প্রাতঃস্নানের প্রশস্ত কাল । স্নানে অসমর্থ হইলে, মস্তক ভিন্ন অপরাক্ষ মার্জনা করিলে অথবা আর্দ্র ( ভিজা ) বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জন করিলে স্নান সিদ্ধ হয় । প্রাতঃস্নান পূর্বাভিমুখ হইয়া করিতে হয় ।

নদীৰ অদূষিত স্রোতের জলে স্রোতের অভিমুখীন ( সমুখবর্তী ) হইয়া স্নান করা কর্তব্য । জল হ্রাস বা জলবুদ্ধির প্রথম বেগে স্নান করা উচিত নহে । নদীর আবর্তসলিলে ( আচ্ছাদনযুক্ত জলে ) কিম্বা তীর্থ প্রবাহ হইতে বহিষ্কৃত জলে স্নান করা অবিধেয় ।

নদীজলেব অভাবে বাপী ( বৃহৎ পুষ্করিণী, দীঘি ) তড়াগ ( চড় মধ্যস্থিত জল-) দোণ, ( বৃহৎ জলাশয় ) দৌৰ্ঘিকা, পুষ্করিণী, সেতু, প্রভৃতি জলাশয়ে অবগাহন পূর্বক স্নান করা কর্তব্য ।

পরকীর ( অপরের ) জলাশয়ে স্নান করিতে হইলে অগ্রে সাত পাঁচ বা তিনবার মৃৎপিণ্ড এবং কুপজলে স্নান করিতে হইলে তাহা হইতে ঘট্টত্রয় জল উদ্ধার করতঃ পরে স্নান করা কর্তব্য ।

গঙ্গাস্নানে যাইবার সময় একমনে যাওয়া কর্তব্য । গঙ্গাগর্ভে শৌচ, মুখশোধন ইত্যাদি বিধেয় নহে । তৈলাদি মর্দন করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে হইলে, তটস্থ হইয়া গাত্রমার্জন পূর্বক, পশ্চাৎ স্নানার্থ অবগাহন করিতে হয় । পরে নিম্নস্থ শ্লোক পাঠ করিতে করিতে গাত্র মার্জন করিতে হয় । যথা,—

নমঃ বিষ্ণোঃ পাদপ্রসূতা বৈষ্ণবী বিম্বপূজিতা ।

পাহি নস্তে নসস্তস্নাদাজন্মমরণাস্তিকাং ।

তিস্রঃ কোট্যোহর্দ্ধকোটি চ তীর্থানাং বায়ুযত্রবৌৎ ।

দ্বিবি ভুব্যস্তুরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবী ।

নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ ।

বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভাগা বিশ্বকায়া শিবা সিতা ।

বিদ্যাধরী সূত্রসম্মা তথা লোকপ্রসাদিনী ।

ক্ষেমাচ্চ জাহ্নবী চৈব শাস্তা শাস্তিপ্রদায়িনী ।

অর্থাৎ আপনি বিষ্ণুপারম্প্রসূতা বৈষ্ণবী এবং বিষ্ণুপুত্রিতা, আমাকে  
জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত সঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত করুন ।

বায়ু বলিয়াছেন, স্বর্গ, মর্ত্য এবং আকাশে সার্ব্বত্রিকোটি তীর্থ আছে,  
হে জাহ্নবী ! তৎসমস্তই আপনাতে বর্তমান ।

আপনার নাম নন্দিনী, দেবগণ মধ্যে আপনি নলিনী নামেও বিখ্যাতা ।  
বৃন্দা, পৃথ্বী, সুভাগা, বিশ্বকায়া, শিবা, সিতা, বিদ্যাধরী, সূত্রসম্মা, লোক-  
প্রসাদিনী, ক্ষেমা, জাহ্নবী, শাস্তা এবং শাস্তিপ্রদায়িনী, এ সকল নামও  
আপনার । এই সব পবিত্র নাম স্নান কালে কীর্তন করিতে হয় ।

## গঙ্গামৃত্তিকা-মর্দনমন্ত্র ।

ওঁ অম্বক্রান্তে ! রথক্রান্তে ! বিষ্ণুক্রান্তে ! বহুক্ৰবে ! মৃত্তিকে ! হর মে  
পাপং বয়স্মা হৃক্ তং কৃতম্ ॥ ওঁ উজ্জ্বতাসি ববাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহনা ।  
অক্লান্ত মম গাত্রানি সর্বং পাপং প্রমোচয় । মৃত্তিকে ব্রহ্মদত্তাসিকাপ্তপেনাভি-  
মন্তিতে । নমস্তে সর্বভূতানাং প্রভবার্ণাণাং সুব্রতে ॥

অর্থ—হে অম্বক্রান্তে ! হে রথক্রান্তে ! হে বিষ্ণুক্রান্তে বহুমতি !  
মৃত্তিকে ! আমি যে পাপ করিয়াছি, তাহা হরণ কর । শতবাহ কৃষ্ণ বরাহ-  
রূপে তোমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, আমার গাত্রে আরোহণ করিয়া আমার

সর্ব পাপ বোচন কর। হে মুক্তিকে ! হে সর্বভূতজননি ! স্মরণে !  
তোমাকে নমস্কার ।

## গঙ্গায় অবগাহন মন্ত্র ।

নমঃ বিষ্ণুপাদার্য্যসমুত্তে ! গঙ্গে ! ত্রিপথগামিনি ।

ধর্ম্মদ্রবীতিবিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি ॥

শ্রদ্ধয়া ! ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দেবি জাহ্নবি ।

অমৃতেনাম্মুনা দেবি ! ভাগীরথি ! পুনীহি মাং ॥

অর্থাৎ হে পৃথ্বীয়ায় বিষ্ণুপাদসমুত্তে ! ত্রিপথগামিনি ! গঙ্গে ! আপনি  
ধর্ম্মদ্রবী নামে বিখ্যাত ; হে জাহ্নবি ! আমার পাপ হরণ করুন । হে  
মাতঃ ! দেবি ! জাহ্নবি ! হে ভাগীরথি ! আমি শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন, আমাতে  
অমৃত জল অর্পণ করিয়া তদ্বারা পবিত্র করুন ।

## স্নানে সঙ্কল্প বিধি ।

আচমন করিয়া । ব্রাহ্মণ হইলে “ও” বিষ্ণুঃ বিষ্ণুরোম্ তৎসং অত্  
অমুকে হাসি । অমুকে পক্ষে । অমুক তিথৌ । অমুক গোত্রঃ । শ্রীঅমুক  
দেবশর্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অস্তাং গঙ্গায়াং অথবা অগ্নিন্ জলে স্নানমহং  
করিষো । ” নিত্যস্নানে সঙ্কল্প না করিলেও হঠাতে পারে ।

অপর জাতি হইলে শ্রীবিষ্ণুর্নামঃ অত্ অমুকে হাসি । অমুকে পক্ষে ।  
অমুক তিথৌ । অমুক গোত্রঃ । শ্রীঅমুক “দেবশর্মা” স্থলে অমুক “দাস”  
বলিতে হইবে ।

ব্রাহ্মণী হইলে অমুক গোত্রী, শ্রীঅমুকী দেবী, শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামাঃ  
প্রভৃতি পূর্ববৎ ঐ প্রকার বলিতে হইবে ।

অপর জাতির স্ত্রী হইলে শ্রীঅমুকী দাসী এবং অজ্ঞাত বিষয় ঐরূপ বলিতে হইবে।

পরে মুণ, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণাদিতে হস্ত দিয়া ঢাকিয়া ডুব দিবে। নদীতে হইলে শ্রোতের অভিমুখে+ ডুব দিবে। গৃহে বা ক্রুদ্ধ জলে সূর্য্য অভিমুখে স্নান করিতে হয়।

অনন্তর যদৃচ্ছা গাত্র মার্জন কবতঃ, ইহাব পব গঙ্গাষ্টক স্তোত্র ( স্তব ) পাঠ করিয়া, গঙ্গাদেবীকে প্রণাম করিবেন।

## স্নানান্তর পাঠ্য গঙ্গাষ্টক স্তব।\*

মাতঃ ! শৈলসুতাসপত্নি ! বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি  
 সর্গারোহণবৈজয়ন্তি ! ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।  
 ত্বদ্বীরে বসতস্বদম্বু পিবতস্তদ্বীচিমুং প্রেঙক্ষত,  
 স্তুম্বাম স্মরতত্বদপিতদূশঃ স্মান্মে শরীরাব্যযঃ।  
 ত্বদ্বীরে তরুণকোটরাস্তরগতো গঙ্গে বিহঙ্গে বরং  
 তম্বীরে নরকাস্তকারিণি ! বরং মৎসোহথবা কচ্ছপঃ।  
 নৈবান্যত্র মদাক্ষসিন্দুরঘটাসংঘট্টিঘটারণং  
 কারত্রেস্তমসস্তবৈরিবনিতালকুস্ততিভূপতিঃ ॥  
 কাকৈর্নিষ্কৃষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচীভিরান্দোলিতং  
 শ্রোতোভিশ্চলিতং তটাস্তমিলিতং গোমায়ুভিলুপ্তিতম্।

+ সমুদ্রবন্তী।

\*দেবতার রূপ, গুণ ও লীলা ইত্যাদি বর্ণনা দ্বারা স্তুতি করাকে স্তব বলে।

ଦିବ୍ୟସ୍ତ୍ରୀକରଚାରୁଚାମରମରୁଂ ସଂବୀଜ୍ୟମାନଃ କଦା  
 ଦ୍ରକ୍ଷେହଂ ପରମେଶ୍ଵରି ! ତ୍ରିପଥଗେ ! ଭାଗୀରଥ ! ସ୍ଵଂ ବପୁଃ ॥  
 ଅଭିନବବିଷ୍ଠବଲ୍ଲୀ ପାଦପଦ୍ମସ୍ତ୍ର ବିଷ୍ଣୋର୍ମନନମଥନମୌଲେର୍ମାଳତୀ  
 ପୁଷ୍ପମାଳା ।

ଜୟତି ଜୟପତାକା କାପ୍ୟାସୌ ମୋକ୍ଷଲକ୍ଷ୍ମା କ୍ଷୟିତକଳି  
 କଳଙ୍କା ଜାହ୍ନବୀ ନଃ ପୁନାତୁ ॥  
 ସନ୍ତତ୍ରାଳତମାଳଶାଳ ସରଳ ବାଲୋଳବଲ୍ଲୀଳତାଛନ୍ନଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକର-  
 ପ୍ରତାପରହିତଂ ଶଞ୍ଜେନ୍ଦୁକୁନ୍ଦୋଞ୍ଜ୍ଵଳମ୍ ।

ଗନ୍ଧର୍ବବାମରସିଦ୍ଧକିନ୍ନର ବଧୂତୁଙ୍ଗସ୍ତନାସ୍ଫାଳିତଂ  
 ସ୍ନାନାୟ ପ୍ରତିବାସରଂ ଭବତୁ ମେ ଗାଞ୍ଗଂ ଜଳଂ ନିର୍ମୂଳମ୍ ॥  
 ଗାଞ୍ଗଂ ବାରି ମନୋହାରି ମୁରାବିଚରଣାଚ୍ଛୁତମ୍ ।  
 ତ୍ରିପୁରାବିଶିରଞ୍ଚାରି ପାପହାରି ପୁନାତୁ ମାମ୍ ॥  
 ପାପାପହାରି ତ୍ରିବିତାରି ତରଞ୍ଗଧାରି  
 ତୁର ପ୍ରଚାରି ଗିରିରାଜଘୃହାବିଦାରି  
 ଶଙ୍ଖାରକାରି ହରିପାଦରଞ୍ଜୋବିହାରି ।  
 ଗାଞ୍ଗଂ ପୁନାତୁ ସତତଂ ଶୁଭକାରିବାରି ॥  
 ବରମିହ ଗଙ୍ଗାତୀରେ ଶରଟଃ କରଟଃ କୂଶଃ ଶୁନୀତନୟଃ ।  
 ନ ପୁନର୍ହରତରଞ୍ଘଃ କରିବରକୋଟୀଞ୍ଚରୋ ନୃପତିଃ ॥  
 ଗଙ୍ଗାକ୍ଟକଂ ପଠତି ସଃ ପ୍ରସତଃ ପ୍ରଭାତେ  
 ବାଲ୍ମୀକିନା ବିରଚିତଂ ଶୁଭଦଂ ମନୁଷ୍ୟଃ ।

প্রক্ষাল্য সোহত্র কলিকল্মষপঙ্কমাশু

মোক্ষং লভেৎ পতিত নৈব পুনর্ভবাজ্যো ॥

ইতি—শ্রীবাণীকিবিবচিতং গঙ্গাপ্রকং সমাপ্তম্।

অর্থ—হে মাতঃ ! হে পার্শ্বতীসপত্নি ! আপনি ধরণী দেবীর ইত্যন্তে-  
বিক্ষিপ্ত-হারস্বরূপা। স্বর্গারোহণসোপানমালাস্বরূপে ভাগীরথি ! আপনার  
নিকট প্রার্থনা করি, যেন আপনার তীবে বাস করিতে কবিতে, আপনার  
জল পান করিতে করিতে, আপনার তরঙ্গ স্পর্শ করিতে করিতে এবং  
নাম স্মরণ করিতে কবিতে জ্যামাব দেহত্যাগ হয়।

হে গঙ্গে ! আপনার তীব্রস্থিত পাদপেব কোটবাভ্যস্তরে পঙ্কী  
হইয়া থাকিও ববং ভাল, হে নরকনিবাবিগি। আপনার জলে মৎস্ত  
কিন্দ্রা কচ্ছপ হইয়া থাকিও ববং ভাল, কিন্তু মদমত্ত করিকুলের বণ্টাববে  
চমকিত শত্রুদীমস্তিনীরা বাহার স্তব করে, অত্ৰাএ একরূপ রাজা হওয়াও  
ভাল নহে।

হে পবনেশ্বর ! ত্রিপথগামিনি ! ভাগীরথি ! স্বর্গীয় সুন্দরীগণের কব-  
পরিচালিত চাকু-চামর-পবনসেবন করতঃ অর্থাৎ দেবত্ব লাভ কবিন্দ্রা  
কবে দেখিতে পাইব, আমার পার্শ্বব দেহ কাককুলেব চক্ষুপ্রহাব বিদীপ,  
কুকুরগ্রস্ত, আপনার তরঙ্গে আন্দোলিত, স্রোতে চালিত এবং শৃগালগণ  
কর্জুক লুপ্তিত হইতেছে।

বিষ্ণুপাদপদ্মেব নবীন মৃণাললতা এবং মহেশ্বরের মস্তকস্থিত মালতা-  
মালা মোক্ষচিহ্ন এই অনির্কচনীয় জয়পতাকা গঙ্গার জয় হউক। কলি-  
কলঙ্কবিনাশিনী জাহ্নবী আমাদিগকে পবিত্র করুন।

তাল, তমাল, শাল, সরল পাদপ অর্জিত, লতাগহনে আচ্ছন্ন, রৌদ্র-  
তাপরহিত, শঙ্খ, চন্দ্র এবং কুন্দকুমুমের স্তার উজ্জল, অমরাকিমনরসিক

বঙ্গীগণের উত্তম স্তন্যগুণে আশ্রিত, নির্মল, গঙ্গাজলে যেন আমি প্রতিদিন স্নান করিতে পাই ।

হরিচরণচ্যুত হরশিরোবিহারি পাপনাশক মনোহর গঙ্গাজল আমাকে পবিত্র করুন ।

পাপনাশক, দুর্গতিনিবারক, দূরগামী, হিমালয়গুহাবিদারক, ঝঙ্কারময় তরঙ্গশোভিত হরিচরণরেণুবিলসিত শুভকর গঙ্গাজল সর্বদা আমাকে পবিত্র করুন ।

এই গঙ্গাতীরে ক্ষুদ্র কুশ কুক্করশাবক হওয়া বরং ভাল, কিন্তু দুবে কোটা করিববপতি নৃপতি হওয়া ভাল নহে ।

যে মনুষ্য প্রাতঃকালে বাস্তীকি-প্রণীত এই শুভপদ গঙ্গাষ্টক পবিত্রভাবে পাঠ কবে, সে এই সংসারে থাকিয়াই স্বর্গায় কলিাপপঙ্ক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, আর তাহাকে সংসারসাগরে পতিত হইতে হয় না ।

## গঙ্গার স্তব ।

গঙ্গায়ৈ নমঃ ।

দেবি সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে ।

ত্রিভুবনতারিণী তরলতরঙ্গে ॥

শঙ্করমৌলিনিবাসিনী বিমলে ।

মম মতিরাস্তাং তব পাদকমলে ॥

ভাগীরথী স্নাতদায়িনী মাতস্তব ।

জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ ॥

নাহং জ্ঞানে তব মহিমানং ।

ত্ৰাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্ ॥

হরিপাদপদ্মতুরঙ্গিণি গঙ্গে ।

হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে ॥

দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং ।

কুরু কৃপয়া ভবমাগরপারম্ ॥

তব জলমমলং যেন বিলীতং ।

পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্ ॥

মাতর্গঙ্গে স্থয়ি যে ভক্ত,

কিল তং দ্রষ্টুং ন যমং শক্তঃ ॥

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে ।

খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে ॥

ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকন্ঠে,

পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্ঠে ॥

কল্পলতামিব ফলদাং লোকে,

প্রণমতি যন্ত্ৰাং ন পতিত শোকে ।

পারাবারবিহারিণি মাতর্গঙ্গে,

বিমুখবনিতা কৃততরলাপাঙ্গে ॥



তব কৃপয়া চেৎ স্রোতঃ স্রাতঃ,  
পুনরপি জঠরে মোহপি ন জাতঃ ।

নরকনিবারিণি জাহ্নুবি গঙ্গে,  
কলুষনাশিণি মহিমোত্তুঙ্গে ॥

পুনরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে,  
জয় জয় জাহ্নুবি করুণাপাঙ্গে ।

ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে,  
সুখদে শুভদে সেবকশরণে ॥

রোগং শোকং তাপং পাপং,  
হর মে ভগবতি কুমতিকলাপং ।

ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে,  
তমসি গতিশ্রম খলু সংসারে ॥

অলকানন্দে পরমানন্দে,  
কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে ।

তবতটনিকট যস্য নিবাসঃ,  
খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ,  
কিন্মা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ ।

অথবা গব্যতিশ্বপচোদীন,  
স্বব নহি দূরে নৃপতি কুলীনঃ ॥

ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে,  
দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকণ্ঠে ।

গঙ্গাস্তবমিমমমলং নিত্যং,  
পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যং ॥

যেমাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তি,  
স্তুষণং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ ।

সুগধুরকাস্তাপজবাটিকাভিঃ,  
পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥

গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং ।  
বাঞ্ছিতফলদং বিহিতামলসারং ।

শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং,  
পঠতি বিষয়ী স্তব ইতি চ সমাপ্তম্ ॥

অর্থ—হে দেবি! হে সুরেশ্বরী! হে ভগবতি! হে গঙ্গে! হে  
ত্রিভুবনত্রাণকারিণি! হে চঞ্চলতরঙ্গবারিণি! হে শিবশিরোবাসিনি! হে  
নির্মলস্বরূপে! প্রার্থনা করি, আপনার পাদপদ্মে আমার চিত্ত সর্বদা রত  
থাকুক ।

হে ভাগীরথি ! হে সুখদায়িনি ! আপনার জলের সাহায্যে বেদে বিখ্যাত আছে । মাগো ! আপনার মহিমা কিছুই জানি না, হে দয়াময়ি ! অজ্ঞান আমাকে ত্রাণ করুন ।

হে বিষ্ণুপাদপদ্মবিহারিণি ! হে গঙ্গে ! হে শিশির, চন্দ্র ও মৃত্তকার ত্রায় স্বেততরঙ্গশালিনি ! আমার পাপতার দূর করুন এবং কৃপা করিয়া আমাকে শব্দসাগর হইতে পার করুন ।

আপনার নির্মল জল যে ব্যক্তি পান করেন, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পরমব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । হে মাতর্গঙ্গে ! আপনাতে যাহার ভক্তি আছে, যম কখনও তাহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হয়েন না ।

হে পতিত ব্যক্তির উদ্ধারকারিণি ! হে জাহ্নবি ! হে গঙ্গে ! জলবেগে ভগ্ন গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয় কর্তৃক আপনার তরঙ্গমালা শোভিত হইয়াছে । হে ভীষ্মজননি ! হে জঙ্ঘুকত্তে ! হে পতিতনিবারিণি ! ত্রিভুবনে আপনিই ধাতা ।

জগতে আপনি কল্পতাপস্বরূপা ফলদাত্রী । আপনাকে যে প্রণাম করে, সে কখন শোকে পতিত হয় না । হে সাগরসঙ্গিনি ! হে মাতর্গঙ্গে ! বিমুখনারীগণকৃত চঞ্চল অপাঙ্গের ত্রায় আপনিও চঞ্চল কটাক্ষ ধারণ করিতেছেন ।

হে নরকনিবারিণি ! হে জাহ্নবি ! হে গঙ্গে ! হে পাপনাশিনি ! হে মহামহিমায়িত্তে ! আপনার কৃপা দ্বারা যদি কেহ আপনার স্রোতো জলে স্নান করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে পুনর্বার আর মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ করে না ।

হে নিরাকারস্বরূপে, পবিত্রতরঙ্গে জাহ্নবি ! আপনার জয় হউক, হে কৃপাকটাক্ষদায়িনি ! ইন্দ্রের মস্তকস্থ মণি দ্বারা, প্রণামকালে আপনার

চরণ শোভিত হইয়া থাকে, হে সুখদায়িনি, মঙ্গলপ্রদে ! আপনিই সেবকের একমাত্র আশ্রয় ।

হে ত্রিভুবনসারভূতে ! আপনিই পৃথিবীর হারস্বরূপা এবং এই সংসারে কেবল আপনিই আমার গতি ! হে ভগবতি ! আপনি আমার যোগ, শোক, পাপ, মনস্তাপ ও কুবুদ্ধি নাশ করুন ।

হে কৈলাসপুরীর আনন্দপ্রদায়িনি, পরমানন্দদায়িনি, কাতর ব্যক্তির বন্দনীয়স্বরূপে ! আমার প্রতি দয়া করুন । মাতঃ ! আপনার তীরসন্নীপে যাহার নিবাস, তাহার নিশ্চয়ই অস্ত্রিমে বৈকুণ্ঠে বাস হইবে ।

আপনার এই জলে কৈমঠ ও মংগু হইয়া থাকিও ভাল, কিম্বা আপনার নীচের ক্ষীণদেহ ককলাস হওয়াও শ্রেয় ; অথবা আপনার তীরের ক্রোশদ্বয় মধ্যে দুঃখী চণ্ডাল হইয়া জন্ম লওয়াও ভাল, কিন্তু আপনার দূরে কুলীন ও রাজচক্রবর্তী হওয়াও কিছু নহে ।

হে ভুবনেশ্বরী ! পবিত্ররূপে, জ্বলন্ত, মুনিকন্তে গঙ্গে ! আপনার এই নির্মল স্তব যে নিত্য পাঠ করে, সে সত্যলোক জয় করে ।

যাহার হৃদয়ে সর্বদা গঙ্গাভক্তি আছে, তাহার ইহকালে সুখ ও পরকালে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । পরমানন্দপ্রদ, স্থললিত, সুমধুর ও কমনীয় পঞ্জরটিকাচ্ছন্দ দ্বারা বিরচিত এই গঙ্গাস্তব বাঞ্ছিত ফলদান করে, ইহা সংসারের সার ; শিবের সেবক শঙ্করাচার্য্য-রচিত, এই স্তব সমাপ্ত হইলে, ইহা বিষয়ী ব্যক্তির পাঠ করুন ।

**গঙ্গাস্তোত্রং ।**

দরাফ্-খাঁ-কৃতম্ ।

যৎত্যন্তং জননীগঠৈর্ যদপিনস্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈঃ

যস্মিন্‌পান্ধু দৃগন্তসম্মিপতিতে তৈঃ স্মর্য্যতে শ্রীহরিঃ ।

ମାଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ତଦୀଦୃଶ୍ୟଂ ବପୁରହୋନ୍ନୀକୁର୍ବତୀ ପୌରୁଷ୍ୟଂ  
ତ୍ବଂ ତାବଂ କରୁଣାପରାୟଣ ପରା ମାତାସି ଭାଗୀରଥୀ ॥୧॥

ଅଚ୍ୟୁତଚରଣତରଙ୍ଗିନି ଶଶିଶେଖରମୌଳି ମାଳତୀମାଳେ,  
ହାସି ତନୁବିତରଣସମୟେ ଦେୟାଁ ହରତା ନମେ ହରିତା ॥୨॥

ଶୂନ୍ୟାଭୂତା ଶମନନଗରୀନୀରବା ରୌରବାଦ୍ରା  
ଯାତାୟା ତୈଃ ପ୍ରାତିଦିନି ମହୋ ଭିକ୍ଷୁମାନାବିମାନାଃ ।  
ସିଂହେଃ ସାର୍ଞଂ ଦିବିଦିବିଷଦଃ ସାର୍ଘ୍ୟପାତ୍ରୈକହସ୍ତା  
ମାତର୍ଗଞ୍ଜେ ଯଦବଧିତବ ପ୍ରାତୁରାସୀଂ ପ୍ରବାହଃ ॥୩॥

ପୟୋହି ଗାଞ୍ଜଂ ତ୍ୟଜତାମିହାଞ୍ଜଂ  
ପୁନର୍ନିଚାଞ୍ଜଂ ଯଦି ଚାପିଚାଞ୍ଜଂ,  
କରେ ରଥାଞ୍ଜଂ ଶୟନେ ଭୁଞ୍ଜଞ୍ଜଂ  
ସାମେ ବିହଞ୍ଜଂ ଚରଣେ ଚ ଗାଞ୍ଜଂ ॥୪॥

କତ୍ୟକ୍ଷୀନି କରୋଟୟଃ କତି କତି ଦ୍ଵୀପିନ୍ଦିପାନାଂ  
କାକୋଲାଃ କାତିପଲ୍ଲଗାଃ କତିସ୍ଵଧାଧାନ୍ନଚକ୍ଷୁଃ କତି ।  
କିଞ୍ଚ ତ୍ବଞ୍ଚ କତି ତ୍ରିଲୋକଜନିନି ହୃଦ୍ଵାରି ପୁରୋଦରେ,  
ମଞ୍ଜୁଞ୍ଜୁସ୍ତକଦମ୍ବକଂ ସମୁଦୟତ୍ୟେକୈକମାଦାୟ ଯଂ ॥୫॥

କୁତୋଽବୀଚିବୀଚ ସ୍ତବସାଦି ଗତା ଲୋଚନପଥଂ,  
ହୃମାପୀତା ପୀତାମ୍ବରପୁରନିବାସ ବିତରସି ।  
ହୃଦ୍ଘୃଣସଞ୍ଜେ ଗଞ୍ଜେ ଯଦି ପତିତକାୟ ସ୍ତନୁଭୂତାୟ,  
ତଦାମାତଃ ଶାତଫଳତବ ପଦଲାଭୋଽପ୍ୟତି ଲଘୁଃ ॥୬॥

স্বমস্তো লোকানামখিল দুৰিতান্বেব দহসি,  
 প্রগল্ভী নিম্নানামপি নয়লি সৰ্ব্বোপরি নতান্ ।  
 স্বয়ং জাতা বিষ্ণে জনয়সি মুরারাতি নিবহান্,  
 অহো মাতর্গঙ্গে কিমিহ চরিতং তে বিজয়তে ॥৭॥  
 স্মরধুনি মুনিকন্ঠে তারয়েঃ পুণ্যবস্ত্রম্,  
 স তরতি নিজ পুণ্যৈ স্তত্রকিস্তে মহত্বং,  
 যদি তুগতিবিহীনং তারয়েঃ পাপিনং মাম্,  
 তদিহা তব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বম্ ॥৮॥

ইতি শ্রীদরাফ্‌ খাঁ-বিরচিতং গঙ্গাঐকস্তোত্রসমাপ্তম্ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥

যাহাকে পিতামাতায় ত্যাগ করেন, বন্ধুবান্ধবগণে যাহাকে ছুঁইতেও  
 ঘৃণা করে, পথিকগণে দৈবক্রমেও যাহাকে চক্ষুর কোণের দ্বারা দেখিলেও  
 হরিস্মরণ করিয়া থাকে, এমন যে মৃতদেহ তাহাকে তুমি নিজ ক্রোড়ে  
 গ্রহণ করিয়া স্বকীয় মহত্ব প্রকাশ কর, মা ভাগীরথি ! করুণাপরায়ণা  
 মা তুমি ॥১॥

মা অচ্যুতচরণতরঙ্গিনি ! হে মা শিবশিরমালতীমালে ! (অর্থাৎ বিষ্ণুর  
 চরণজাত শ্রোতস্বিনি ! এবং শিবমস্তকে মালতী পুষ্পের মালাস্বরূপিনি  
 গঙ্গে) তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার এই প্রার্থনা যে, তোমার (অর্থাৎ  
 তব জলে) যখন আমার এই দেহ বিতরণ (অর্থাৎ বিসর্জন) করিব,  
 তখন তুমি আমাকে শিবত্ব দান করিও বিষ্ণুত্ব দান করিও না, কেননা  
 শিবত্ব লাভ হইলে আমি তোমাকে সন্তকে ধারণ করিতে পাইব বিষ্ণুত্ব  
 লাভে সে আশা আমার ফলবতী হইবে না ॥২॥

হে মা গঙ্গে ! যে দিবস হইতে তোমার স্রোত বহমান হইয়াছে, সেইদিন হইতে যমপুরী শূন্য হইয়া গিয়াছে রোরবা দি নরককুণ্ডও নীরব হইয়াছে, অহো ! আশ্চর্য্য ! প্রতিদিন আকাশমার্গ ভেদ করিয়া স্বর্গে বাতায়ত করিতেছে, আর স্বর্গবাসিগণ সিদ্ধগণের সহিত অর্থাপাত্র হস্তে করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইতে ( ভাবার্থ হে মাতর্গঙ্গে ! ভূমণ্ডলে যেদিন হইতে তোমার প্রবাহের ( স্রোত ) প্রাচুর্ভাব হইয়াছে, সেইদিন হইতে যমপুরে পাপীদিগকে আব যাইতে হইতেছে না । সূতরাং শমন-নগরী শূন্য হইয়াছে, রোরব প্রভৃতি নরকগুলিও নীরব, কারণ আর ত কেহই নরকে যাইতেছে না ; সূতরাং চিংকর নাই । আকাশপথ দিয়া সব স্বর্গে চলিয়া যাইতেছে । তখন তাহাদিগের অভ্যর্থনা ও সাদর সম্ভাষণ করিবার জন্ত স্বর্গবাসিদেবগণ সিদ্ধগণের সহিত অর্থ্যাদি লইয়া আপ্যায়িত করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইতেছে । মা গঙ্গে ! একি আশ্চর্য্য ! ॥৩৥

হে মাতর্গঙ্গে ! তোমার মাহাত্ম্যের পরিচয় কি কহিব, তোমার ঐ পবিত্র সলিলে যে অঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে, তাহাকে আর পুনর্কীর অঙ্গ গ্রহণ করিতে হয় না । অর্থাৎ তোমার পুণ্যময় সলিলে দেহ বিসর্জিত হইলে নির্বাণপদ লাভ হয়, আর পুনর্কীর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । যদিই ৷ অঙ্গ ধারণ করিতে হয়, তাহা হইলে কি প্রকার অঙ্গ হয় ? হস্তে রথাজ অর্থাৎ হস্তেতে চক্র থাকে, শয়নে ভুজঙ্গ, সর্পশয্যা হয়, অর্থাৎ অনন্তশয্যা হয়, পক্ষী বাহন হয়, চরণেতে গজা হয় । অর্থাৎ বিমল পুণ্যপূত গঙ্গাসলিলে যে দেহ বিসর্জন করিতে পারে তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না, সে নির্বাণপদ লাভ করিয়া থাকে । গঙ্গাজলের কি যে আশ্চর্য্য শক্তি, তাহা একেবারেই বোধাতীত কারণ গঙ্গাপ্রবাহে যে দেহ ত্যাগ করিতে পারে তাহাকে আর রোগ, শোক, জরা, মরণ প্রভৃতি দুঃখের আকর সংসারে পুনর্কীর দেহ ধারণ করিতেই হয় না, কারণ মুক্তিলাভ

করিতে পারিলে আর জন্ম হয় না, যদিই দেহ ধারণ করিতে হয় সে কেমন দেহ হয় ? না, হস্তে চক্র, অনন্তশয্যা, গরুড় বাহন আর চরণেই মা পতিতপাবনী জাগীশ্বরী জাহ্নবী গঙ্গা একি কম আশ্চর্য্যের কথা ! গঙ্গাজলে দেহতাগ হইলেই একেবারে বিষ্ণুরূপ লাভ হইয়া যায় ॥৪॥

হে ত্রিলোকজননী মাতর্গঙ্গে ! তোমার স্রোতঃপ্রবাহে কত শত চক্ষু, কত কত মস্তক অস্থি কত শার্দূল ও হস্তিচর্ম্ম, কত উগ্রবীৰ্য্য স্বাবর বিষ, কত সর্প, কতট বা সুধার আধারখণ্ড, হে মাতঃ তোমার আরও কিছু মহত্ব এই যে তোমার পুণ্যময় বিপুল সলিলে উদরপূরিত হইলে, অথবা নিমজ্জিত জীবসমূহকে একে একে গ্রহণ করিয়া কৈবল্য ধাম প্রদান করিতেছে ॥৫॥

হে মাতর্গঙ্গে ! কোথা হইতেও যদি তোমার বিমলসলিলজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদমালাগুলি অথবা উদ্ভাল তরঙ্গ অর্থাৎ বৃহৎ বৃহত্তর ঢেউ লোচন-পথগত হয় অথবা তোমার কৈবল্যদ বারি পান করা যায় তাহা হইলেই তুমি পীতাম্বর পুরীতে বাসস্থান দান করিয়া থাক, হে মাতর্গঙ্গে ! দেহি-গণের কায়া যদি তোমার ক্রোড়ে নিপতিত হয়, তাহা হইলে অনায়াসেই শতক্রতু অর্থাৎ ঈশ্বরপদ লাভ হইয়া যায় ॥৬॥

হে মাতর্জাহ্নবি গঙ্গে ! তদীয় আশ্চর্য্য মহিমার চরিত্র আলোচনা করিতে করিতে একেবারেই আশ্চর্য্যায়িত মুহূমান হইয়া যাউতে হয়, কারণ তদীয় জলরাশি লোকদিগের অনন্ত পাপরাশিকে দগ্ধ করিয়া দেয়, কারণ জলের দাহিকা শক্তি কতবড় আশ্চর্য্যের কথা ! আবারও দেখ গঙ্গে ! তুমি নিজে নিম্নগামিনী হইয়াও যে তোমার নাম উচ্চারণও করিতে পারে, তাহাকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রেরণ করিয়া থাক, ইহাও কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ? অহো ! মাতর্গঙ্গে ! তোমার চরিত্রের বিষয় যতই চিন্তা করি ক্রমশঃ ততই বিশ্বয়সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাউ, কারণ তুমি নিজে



বিষ্ণুর পাদপদ্মে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু তুমি লোকদিগকে বিষ্ণুকণ প্রদান করিয়া বৈকুণ্ঠে স্থান দানে সমর্থ হইয়াছ ! ইহাও কি আশ্চর্য্যের কথা নয় ? ॥৭॥

হে মাতঃ ! সুরধনি ! হে মুনিকুন্তে ! তুমি যদি কেবল পুণ্যবান্ লোকদিগকেই উদ্ধার কব, তাহা হইলে তোমার মাহাত্ম্যের মাহাত্ম্য প্রকাশ কি হইল ? কারণ পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ ত স্বকীয় পুণ্যবলেই নির্বাণ পদ লাভ করিতে সমর্থ । তবে যদি আমার মত অকৃতি অভাজন গতি-হীন পতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার কর, তবেই তোমার মহেশ্বের মহত্ব স্বীকার করি । হে মাতর্গঙ্গে পুণ্যহীন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া তোমার মহত্ব দেখাও মা ! ॥৮॥

## স্নানান্তে গঙ্গার প্রণামমন্ত্ৰ ।

নমঃ সদ্যঃ পাতকসংহন্তী সন্তোদুঃখবিনাশিনী ।

সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ ॥

## গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য ।

গঙ্গাগঙ্গেতি যো ক্রয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি ।

মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যঃ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥

গঙ্গাজল হইতে চাবিহাত পর্য্যন্ত স্থানকে নারায়ণক্ষেত্র কহে । ভাদ্রমাসের চতুর্দশীর দিন যতদূর পর্য্যন্ত ঐ জল উথিত হইয়া থাকে, সেই পর্য্যন্ত স্থানকে গঙ্গাগর্ভ কহে । ঐ গর্ভসীমার শেষ হইতে দেড়শত হস্ত পর্য্যন্ত স্থান গঙ্গাতীর শব্দে অভিহিত হয় । গঙ্গার তীর হইতে

দুই ক্রোশ পর্যন্ত স্থান গঙ্গাক্ষেত্র শব্দে আখ্যাত হইয়া থাকে। এই গঙ্গাক্ষেত্র মধ্যে উদ্ধৃত গঙ্গোদকে স্নান করিলেও গঙ্গাস্নান সদৃশ ফল হইয়া থাকে।

## পার্বণ স্নান।

কোন পর্ব উপলক্ষে যে স্নান করা যায়, তাহার নাম পার্বণ স্নান।

## গ্রহণ স্নান।

গ্রহণ সময় উপস্থিত হইয়া যে স্নান করা হয়, তাহার নাম গ্রহণ স্নান। গ্রহণ অস্ত্রে যে স্নান করিতে হয়, তাহার নাম মুক্তিস্নান।

গ্রহণ দেখিয়া স্নান ও পূর্ববৎ সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া অর্থাৎ গঙ্গায় অবগাহনমন্ত্ৰ, স্নানান্তর পাঠ্য গঙ্গাষ্টক স্তব, ইত্যাদি পাঠান্তে সঙ্কল্প করিয়া বলিতে হইবে,—

যথা,—ওঁ বিষ্ণুঃ বা নমঃ বিষ্ণুঃ ইত্যাদি, রাহুগ্রাস্তে নিশাকরে অথবা দিবাকরে অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা বা অমুক দাস, বা অমুকী দেবী বা অমুকী দাসী, অমুক দেবতায়্যা অমুক মন্ত্রসিদ্ধি কামো গ্রাসাদ্ বিমুক্তিপূর্ণ্যন্তম্ অমুক মন্ত্রজপরূপপুণশ্চরমহং করিষ্যে।

গ্রহণকালে পুণশ্চরণ করিতে হইলে তাহার নিয়মাদি।

পুণশ্চরণ অর্থে সং, ক্রীং, স্বীয় ইষ্টদেবতার মন্ত্রসিদ্ধি হইবার জন্ত তাঁহাকে পূজা করিয়া তাঁহার মন্ত্র, জপ, হোম তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণ ভোজন এই পঞ্চাঙ্গ সাধনের দ্বারা পূজা। শিঃ—১ “জীবহীণো যথা দেহী সর্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ।” ২ “পুণশ্চরণহীনোহপি তথা মন্ত্রঃ প্রকৌষ্ঠিতঃ।” অর্থ—জীবনবিহীন দেহী যে প্রকার সঁকল প্রকার কার্য্যে অক্ষম, পুণশ্চরণহীন মন্ত্রও সেইপ্রকার সিদ্ধি প্রদানে অক্ষম।

“ତନ୍ମାଦାଦୌ ଅସ୍ୟ କୁର୍ଯ୍ୟାଦ୍‌ଘୃତଂ ବା କାରୟେଦ୍‌ବୁଧଃ ॥”

ଅର୍ଥ—ଅସ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହইଲେ ଘୃତ ଦ୍ଵାରା ପୁରଞ୍ଚାରଣ କରିବେ । ଯଦି ଘୃତର ଅଭାବ হয়, ତବେ ସର୍ବଜୀବର ହିତକାରୀ, ବହୁଶୁଣସମ୍ପନ୍ନ ସଦ-  
ବ୍ରାଜ୍ଞ ଦ୍ଵାରା ପୁରଞ୍ଚାରଣ କରାହିବେ !

ଘୃତ ସମୀପେ ଯଜ୍ଞ ଗ୍ରହଣ କରିয়া ଐ ମୟ ପୁରଞ୍ଚାରଣ ଦ୍ଵାରା ସିଦ୍ଧି  
କରିତେ হয় । ଗ୍ରହଣ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ତ୍ର ସମୟେଓ ପୁରଞ୍ଚାରଣ ହইତେ, ପାରେ !

ଜପହୋମୌ ତର୍ପଣଞ୍ଜାଭିଷେକୋ ବିପ୍ରତୋଞ୍ଜନମ୍ ।

ପଞ୍ଚାଙ୍ଗୋପାସନଂ ଲୋକେ ପୁରଞ୍ଚାରଣ ମୁଚ୍ୟତେ ॥

( ଘୋଗିନୀ ହୃଦୟ ତତ୍ତ୍ଵ )

ସଞ୍ଜଳ କାଳେ ସାଧକେର ନିଜେବ ଗୋତ୍ର ଓ ନାମ ଏବଂ ଅମୁକ ଦେବତା-  
ହ୍ଵଳେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାର ନାମ ଓ ଅମୁକ ଯଜ୍ଞହ୍ଵଳେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଯଜ୍ଞେବ ଉଲ୍ଲେଖ  
କରିତେ ହୟ ।

ବହୁଶତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାଳୀନ ଗଞ୍ଜାନ୍ନାନ ଜନ୍ତୁ ଫଳ ସମ୍ବଳ  
ପ୍ରାପ୍ତିକାମେ ଗଞ୍ଜାନ୍ନାଂ ସ୍ନାନମହଂ କରିଷ୍ୟେ ।

ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶନ ନା ହୟ, ସେ ତାବଂ କାଳ ସମାହିତ ( ନିସ୍ପାଦିତ )  
ଓ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତେ ସଦ୍‌ଧାବିଧି ଯଜ୍ଞ ଜପ କରିବେନ ।

ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶନେର ପର ପୁନରାୟ ଯୁକ୍ତିସ୍ନାନ କରିସ୍ନା, ପବେ ସଦ୍‌ଧାସାଧା ଦାନ  
ଧର୍ମାଦି କରିତେ ହୟ ।

## ଯୁକ୍ତି ସ୍ନାନ ଯଜ୍ଞ ।

ଯଜ୍ଞଃ ଉଦ୍ଧୃଷ୍ଟି ଗନ୍ଧାତାଂ ରାହୋତ୍ୟାଜାତାଂ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟସଜ୍ଜୟଃ । କର୍ମଞ୍ଚାଞ୍ଚଳ  
ଯୋଗୋଽଞ୍ଚ କୁରୁ ପାପଞ୍ଚୟଂ ଯଜ୍ଞ ॥

## ব্রহ্মপুত্র-স্নানবিধি ।

চৈত্র শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিতে হয় । সঙ্কল্প—  
ওঁ বিষ্ণুঃ ইত্যাদি শ্রীঅমুকঃ—মোক্ষপ্রাপ্তিকামো ব্রহ্মপুত্রনদে স্নানমহং  
করিষ্যে । পরে মস্ত্র পড়িবে, যথা,—

ওঁ ব্রহ্মপুত্র ! মহাভাগ ! শাস্ত্রনোঃ কুলনন্দন ।

অমোঘাগর্ভসম্ভূত ! পাপং লৌহিত্য ! মে হর ॥

অর্থ—হে শাস্ত্রকুলনন্দন ! অমোঘাগর্ভসম্ভূত ! মহাভাগ লৌহিত্য !  
ব্রহ্মপুত্র নদ ! আমার পাপ হরণ কর ।

## গঙ্গাসাগর স্নান ।

সঙ্কল্পের সমস্ত মস্ত্র বলিয়া শেষে মোক্ষপ্রাপ্তিকামো গঙ্গাসাগরসম্মুখে  
স্নানমহং করিষ্যে বলিয়া মস্ত্রপাঠ পূর্বক স্নান করিবে । মস্ত্র যথা—

† গ্রহণকালে সর্ববিধ অশোচেই ( রজস্বলা অবস্থায় ) স্নান ও তর্পণ করা যায় ।  
কিন্তু দান ও শ্রাদ্ধ কর্তব্য নহে । ক্ষতশোচে দান ও শ্রাদ্ধ করা যায় । যাঁহাদের  
গ্রহণ দেখিতে নাই, তাঁহারা কেবল মুক্তিস্নান করিবেন, সূর্য্যগ্রহণের পূর্বে ৫  
প্রহর ও চন্দ্র গ্রহণের পূর্বে তিন প্রহর উপবাসী থাকিতে হয়, বালক, বৃদ্ধ ও  
রোগীরা পক্ষে গ্রহণের পূর্বে ৬ দণ্ড মাত্র উপবাস করিলেই হয় । শান্ত্রে বলে,  
গ্রহণকালে সকল জলই গঙ্গাজলতুল্য ।

মুক্তিস্নানের মন্ত্রের অর্থ—হে রাজ ! উঠ, চলিয়া যাও, সূর্য্যের বা চন্দ্রের  
গ্রাস পরিত্যাগ কর । ( তুমি পৃথিবীর ছায়া ) চণ্ডাল বলিয়া খ্যাত, তোমার  
সম্পর্কে আমার কুর্দ্দ উৎপন্ন হইয়াছে । ( পৃথিবীতে জন্মিয়া ) লোভবশে নানা কন্দ  
করিতেছি ) তুমি আমার পাপ ক্ষয় কর, অর্থাৎ জ্ঞানরূপ সূর্য্য বা চন্দ্রের আবরণ  
যুটাইয়া আমার কুর্দ্দ নষ্ট করিয়া দাও ।

ত্বং দেব ! সরিতাং নাথ ! ত্বং দেবী ! সরিতাং বরে ।

উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি ছুরিতানি বৈ ॥

অর্থাৎ হে দেব ! হে নদীনাথ ! হে দেবি ! হে নদীশ্রেষ্ঠ !  
আপনাদিগের সঙ্গমস্থানে স্নান করিয়া আমি নিষ্পাপ হই।

## দশহরা স্নান ।

পূর্ববৎ সঙ্কল্প করিয়া শেষে—“দশজন্মার্জিত-দশাবরপাপ-ক্ষয়কামো  
গঙ্গায়াং স্নানমহং কবিষ্যে” বলিবেন ।

স্নান মন্ত্রান্তে, মার্জনের পূর্বে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে ।

( দশহরা দিনে যদি হস্তানক্ষত্র হয়, কিম্বা যদি ঐ দিনে মঙ্গলবার  
ও হস্তানক্ষত্র যুক্ত হয়, তবে বিশেষ বিধান হইবে )

ওঁ অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈ বা বিধানতঃ ।

পরদারোপসেবা চ কাণ্ডিকং ত্রিবিধং স্মৃতং ॥

পারুন্যম্নৃতকৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ ।

অসম্বন্ধপ্রলাপচ বাঙ্‌ময়ং স্রাজ্‌তুর্বিধং ॥

পরদ্রব্যেষু ভিধানং মনসানিচ্ছচিন্তনং ।

বিতথাভিনিবেশচ ত্রিবিধং কৰ্ম্ম মানসং ॥

এতানি দশপাপানি প্রশম্য যাস্তু জাহ্নবি ।

স্নাতস্ত মম তে দেবি জলে বিমুপদোন্তুবে ॥

অর্থ—কেহ কোন বস্তু দান না করিলে তাহা গ্রহণ করা, অত্যাচার  
প্রাদিহিংসা, পরদায়গমন এই তিনপ্রকার কাণ্ডিক পাপ । অপ্রিয়-  
বাক্য, মিথ্যাকথন, স্বীয় দোষ গোপন জন্ত মিথ্যা কথন, অপ্রয়োজনীয়

বাক্য ব্যবহার এই চারিপ্রকার বাচিক পাপ । পরদ্রব্য হরণের ইচ্ছা, মনে মনে পরের অমঙ্গল চিন্তা, বৃথা কার্যে মনোযোগ এই তিনপ্রকার মানসিক পাপ । হে বিষ্ণুপদোদ্ভবে জাহ্নবি দেবি ! তোমার জলে আমি স্নান করিলে আমার এই দশপ্রকার পাপ যেন মোচন হয় । পরে গঙ্গার যে অবগাহন মন্ত্র এই গ্রন্থে আছে তাহা পাঠ করিতে হয় ।

## গোবিন্দ দ্বাদশী স্নান ।

পূর্ববৎ সঙ্কল্পাদি করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করতঃ স্নান করিতে হয় ।

মহাপাতক সংজ্ঞানি যানি পাপানি সন্তি মে ।

গোবিন্দদ্বাদশীং প্রাপ্য তানি মে হর জাহ্নবি ॥

## মাঘমাসীয় প্রাতঃস্নান ।

পূর্ববৎ সঙ্কল্পাদি করিয়া, এই বিশেষ মন্ত্র পাঠপূর্বক স্নান করিতে হয় যথা—

ওঁ মাঘমাসমিমাং পুণ্যং স্নাম্যহং দেবমাধব ।

তীর্থস্থাস্ত্র জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবন্ হরে ॥

দুঃখদারিদ্র্যনাশায় শ্রীবিষ্ণোস্তোষণায় চ ।

প্রাতঃস্নানং কৰোম্যস্ত্র মাঘে পাপবিনাশনং ॥

মকরশ্বে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব ।

স্নানেনানেন মে দেব যথোক্ত ফলদো ভব ॥

ওঁ দিব্যকর জগন্নাথ প্রজ্ঞাকর নমোহস্তু তে ।

পরিপূর্ণং কুরুদেবং মাঘস্নানং মহাত্মতং ॥

তথাপাদ্মে স্বৰ্গলোকে চিরংবাসো যেমাং মনসি বৰ্ত্ততে ।

মন্ত্ৰকাপি জলে তৈস্ত্ব স্নাতব্যং যুগভাস্করে ॥

অর্থ—হে মাধব! এই পবিত্র মাঘ মাস বাপিঘা আমি তীর্থের  
জলে প্রতাহ স্নান করিতেছি। হে ভগবন্ হরি! প্রসন্ন হও।  
দুঃখ ও দবিজ্ঞতামোচনের জন্য এবং শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিব জন্ত আমি মাঘ  
মাসে পাপনিবারক প্রাতঃস্নান করিতেছি। হে অচ্যুত! হে মাধব!  
হে গোবিন্দ! মাঘমাসে মকররাশিস্থ সূর্য্যে এই স্নান করায় আমাব  
প্রতি শাস্ত্রোক্ত ফলপ্রদ হও।

## কার্ত্তিক মাসের প্রাতঃস্নান ।

পূৰ্ব্বকথিতরূপে সঙ্কল্প করিয়া স্নানমন্ত্ৰ পাঠ করতঃ শেষে এই  
মন্ত্ৰ পাঠ করিতে হয়, যথা—

ওঁ কার্ত্তিকেহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনাৰ্দ্দন ।

শ্রীত্যাৰ্হং তব দেবেশ দামোদর ময়াসহ ॥

অর্থাৎ হে জনাৰ্দ্দন! হে দেব দেব! হে দামোদর! লক্ষ্মীর  
সহিত তোমার শ্রীত্যাৰ্হে আমি কার্ত্তিক মাসে প্রাতঃস্নান করি।

বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নানের মন্ত্ৰ—ওঁ বৈশাখেহং করিষ্যামি প্রাতঃ-  
স্নানং জনাৰ্দ্দন। শ্রীত্যাৰ্হং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ।

## বারুণী স্নান ।

গৌণ চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ত্রয়োদশী তিথিতে শতভিষা নক্ষত্র  
পাইলে বারুণী হয়। শনিবারে বারুণী হইলে তাহাকে মহাবারুণী  
বলে। মহাবারুণীতে শুভযোগ পাইলে মহামহাবারুণী হয়। (বারুণীতে)

বিষ্ণুরোমিত্যাদি শতভিষানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ অমুকগোত্র  
শ্রী অমুক—বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গান্নানজন্তু-ফলসমফল-প্রাপ্তিকামো  
গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। ( মহাবারুণীতে ) বিষ্ণুরোমিত্যাদি  
ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহাবারুণ্যাং অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক—বহুকোটি-  
সূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গান্নানজন্তু-ফলসমফলপ্রাপ্তিকামো গঙ্গায়াং স্নানমহং  
করিষ্যে। ( মহামহাবারুণীতে ) বিষ্ণুরোমিত্যাদিঃ ত্রয়োদশ্যা তিথৌ  
মহামহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক—ত্রিকোটি কুলোদ্ধারকামো..  
গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। ( অথ রাত্রিবাপি স্নানং )

## অক্টোদয় স্নান ।

পৌষ অথবা মাঘ মাসের অমানন্ত্যায় দিবাভাগে রবিবার, শ্রবণা  
নক্ষত্র ও বাতীপাত যোগ হইলে, তাহাকে অক্টোদয় বোগ কহে।  
ঐ দিনে সমস্ত জলাশয়েই জলই গঙ্গাজলসদৃশ, সকল ব্রাহ্মণই ব্রহ্ম-  
তুল্য এবং সকল দানই সেতুদানতুল্য হইয়া থাকে। ঐ দিনে  
স্নান করিতে হইলে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত মাঘে মাসি কৃষ্ণপক্ষে রবিবারাধিকরণবাতীপাতবোগ  
শ্রবণা নক্ষত্রা দ্বিতীয়ায়াং অমানন্ত্যয়াং তিথৌ অক্টোদয়ে অমুক গোত্র  
শ্রীঅমুক—কোটিসূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গান্নানজন্তুফলসমফল প্রাপ্তিকামঃ  
অস্মিন্ জলে ( গঙ্গা হইলে গঙ্গায়াং ) স্নানমহং করিষ্যে।

## মাকরীসপ্তমী স্নান ।

বিষ্ণুরোম্ তৎসদন্ত মাঘে মাসি শুক্রে পক্ষে মাকরীসপ্তম্যাং তিথৌ  
অরুণোদয়বেলায়াং অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা, দেবী বা দাস  
কি দাসী ইত্যাদি সঙ্কল্পে বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীনগঙ্গান্নানজন্তুফলসমফল



প্রাপ্তিকামো গন্ধায়াং স্নানমহং করিষ্যে । এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সাতটি কলাপাতা ও সাতটি আকন্দ পাতা মস্তকে ধারণ পূর্বক, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিতে হয় । যথা,—

ওঁ যদ্যজ্জন্মকৃতং পাপঞ্চ ময়া সপ্তসু জন্মসু ।

তস্মৈ রোকঞ্চ মাকরী মাকরী হস্ত সপ্তমী ॥

পরে সূর্য্যোদয়ে সাতটি করিয়া আকন্দ ও কুল পত্র লইয়া তাম্র পাত্রস্থ পুষ্পদুর্কীয়ুক্ত অর্ঘ্য (আতপ চাউল) “বিষ্ণুরোমিত্যাদি আয়ুরারোগ্য-সম্পৎকামঃ শ্রীসূর্য্যায় অর্ঘ্যদানমহং কবিষ্যে ।”

এই মন্ত্রে সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতে হয় । তৎপরে ওঁ জননী সর্বভূতাণাং সপ্তমী সপ্তমীকে । সপ্তবাহনিকে দেবী নমস্তে রবিমণ্ডলে । এই মন্ত্রে মাকরীর বিশেষাৰ্ঘ্য দান করিয়া “ওঁ জবাকুশুমসঙ্কশং কাশ্রপেয়ং মহাত্ম্যতিম্ । ধ্বাস্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিব্যরকম্ ।” এই মন্ত্র দ্বারা সূর্য্য প্রণামানন্তর মাকরীর বিশেষ প্রণামমন্ত্র যথা—

“ওঁ সপ্তসপ্তি বহু শ্রীত সপ্তলোকপ্রদীপন ।

সপ্তম্যাং হি নমস্তভ্যং নমোহনন্তায় বেধসে ॥”

এই সকল কাম্যার্থী স্নানাদি মাতা, পিতা ভ্রাতা, জ্ঞী, শ্রদ্ধা পুরু প্রভৃতির উদ্দেশে স্বীয় স্নানানন্তর করিলে তাঁহাদিগের স্বয়ং কৃত স্নানে অষ্টভাগৈক ভাগ ফল লাভ হয় । না করিলে তাঁহারা স্নান-ফল হরণ করেন ।

## তুলসীচয়নাদি বিধি ।

পূর্ণিমায়াসময়াঞ্চ বাদশ্রাং রবিসংক্রমে । তৈলাভ্যঞ্জে তথান্নাতে মধ্যাহ্নে নিশিসন্ধ্যাযোঃ । অন্ত্যশৌচকালে চ সাত্ত্বিকাসোহনিতো তথা । তুলসীং যে চ ছিন্তস্তি হরেঃ শিরঃ ।

ପୂର୍ବିକା, ଅମାବସ୍ତା, ଦ୍ଵାଦଶୀ ଓ ରବିସଂକ୍ରମଣେ, ତୈଳ ମାଧିଆ ଅନ୍ନାତ  
ଅବସ୍ଥାୟ, ରାତ୍ରିତେ, ଉଭୟ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ, ଅନ୍ତାଞ୍ଚି ଅବସ୍ଥାୟ, ଅଶୌଚକାଳେ  
ଏବଂ ରାତ୍ରିବାସବନ୍ଧେ ତୁଳସୀଚୟନ କରିତେ ନାହିଁ ।

ପତ୍ରାଂଶୁ ଚୟନେ ବିପ୍ରଂ ଭୟଶାଂକା ଯଦା ଭବେଂ ।

ତଦା ହ୍ରଦି ବ୍ୟଥା ବିଷ୍ଠୋର୍ଦ୍ଦୀୟତେ ତୁଳସୀପତେଃ ॥

ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୟନକାଳେ ଯଦି ଶାଂକା ଭାଙ୍ଗିଯା ଯାଏ, ତବେ ବିଷ୍ଠର ହୃଦୟେ  
ବ୍ୟଥା ଶ୍ରଦାନ କରା ହୁଏ ।

କରତାଳତ୍ରୟଂ ଦତ୍ତା ଚିନ୍ତୁୟାତ୍ତୁଳସୀଦଳମ୍ ।

ଯଥା ନ କମ୍ପତେ ଶାଂକା ତୁଳସ୍ୟା ଦ୍ଵିଜସନ୍ତମ ॥

ବାରତ୍ରୟ କରତାଳି ଦିଆ ତୁଳସୀର ଶାଂକା କମ୍ପନ ନା ହୁଏ, ଏହିଭାବେ  
ବାମହସ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଶାଂକା ଧରିଆ ନକ୍ଷିତହସ୍ତ ଦ୍ଵାରା ମଞ୍ଜରୀରୁକ୍ତ ସହ ତୁଳସୀପତ୍ର  
ଚୟନ କରିବେ ।

ଅନ୍ନାତ୍ତା ତୁଳସୀଂ ଛିନ୍ନା ଯଃ ପୂଜାଂ କୁରୁତେ ନରଃ !

ସୋହପରାଧୀ ଭବେନ୍ନିତ୍ୟଂ ତଂ ସର୍ବଂ ନିଷ୍ଫଳଂ ଭବେଂ ॥

ଅନ୍ନାତ ଅବସ୍ଥାୟ ତୁଳସୀ ଚୟନ କରିଆ ଯେ ବାକ୍ତି ପୂଜା କରେ, ସେ  
ଅପରାଧୀ ହୁଏ, ଏବଂ ତାହାର ସମସ୍ତ ପୂଜା ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏନା ଥାଏ । ଅତଏବ  
ଜ୍ଞାନ କରିଆହି ତୁଳସୀ ଚୟନ କରିବେ ।

ତୁଳସୀଚୟନସମ୍ବନ୍ଧ—ଓଁ ବା ନମଃ ତୁଳସୀମୂର୍ତ୍ତନାମାସି ସଦା ହଂ କେଶବଶ୍ରିୟେ ।  
କେଶବାର୍ଥେ ଚିନୋମି ଆଂ ବରଦା ଭବ ଶୋଭନେ । ହୃଦୟସମ୍ପଦେଃ ପତ୍ରାଂ  
ପୂଜ୍ୟାମି ଯଥା ହରିମ୍ । ତଥା କୁରୁ ପବିତ୍ରାଞ୍ଜି କଲୋ ମଳବିନାଶିନି ।

ତୁଳସୀସ୍ନାନସମ୍ବନ୍ଧ—ଓଁ ଗୋବିନ୍ଦସମ୍ପଦାଂ ଦେବୀଂ ଜଗତ୍ତେଜସ୍ଵିନୀମ୍ ।  
ସ୍ନାପୟାମି ଜଗଜ୍ଜାତ୍ରୀଂ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତିପ୍ରଦାୟିନୀମ୍ ॥

ତୁଳସୀପ୍ରଣାମ—ଓଁ ବୃନ୍ଦାୟେ ତୁଳସୀଦେବୋ ଶ୍ରୀଯାୟେ କେଶବଞ୍ଚ ୧ । ବିଷ୍ଣୁ-  
ଭକ୍ତିପ୍ରଦେ ଦେବି ସତ୍ୟବତୀ ନମୋନମଃ ॥

ତୁଳସୀର ସ୍ତବ—ଓଁ ତୁଳସି ସର୍ବଭୂତାନ୍ତଃ ମହାପାତକନାଶିନି । ଅପବର୍ଗ-  
ପ୍ରଦେ ଦେବି ବୈଷ୍ଣବାନ୍ତଃ ଶ୍ରୀୟା ସଦା ॥

ସତ୍ୟେ ସତ୍ୟବତୀ ଚୈବ ଦ୍ଵେତାୟାଃ ମାନବୀ ତଥା । ହାପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣାସି  
ବୃନ୍ଦା ହଂ ତୁଳସୀ କଲୋ ।

ଇତି ଶ୍ଳୋକଃ ।

## ବିଭୂଷା ଚୟନାଦି ବିଧି ।

ଚୟନମନ୍ତ୍ର—ଓଁ ପୁଣ୍ୟସ୍ଵର୍ଗ ମହାଭାଗ ମାଲୁର ଶ୍ରୀଫଳ ପ୍ରତୋ ।  
ମହେଶପୂଜାନାର୍ଥାୟ ହଂ ପ୍ରତ୍ରାମି ଚିନୋମ୍ୟହମ୍ ॥

ଜଳଦାନ ମନ୍ତ୍ର—ଓଁ ଶ୍ରୀଫଳ ଶ୍ରୀନିକେତୋହସି ସଦା  
ବିଜୟବର୍ଦ୍ଧନ । ଧର୍ମାର୍ଥକାମୋକ୍ଷାୟ ସ୍ଥାପୟାମି ଶିବପ୍ରିୟ ।

ପ୍ରଣାମମନ୍ତ୍ର—ଓଁ ମହାଦେବପ୍ରିୟକରୋ ବାସୁଦେବପ୍ରିୟଃ ସଦା ।  
ଉମାପ୍ରିତିକରୋ ବୁଦ୍ଧୋ ବିଭୂରୂପ ନମୋହସ୍ତତେ ॥

## ଅସ୍ତ୍ରଥସ୍ପର୍ଶେ ଜଳଦାନମନ୍ତ୍ର ।

ଓଁ ଚକ୍ଷୁସ୍ପନ୍ଦଂ ଭୁଞ୍ଜସ୍ପନ୍ଦଂ ତଥା ଦୃଃସ୍ପନ୍ଦର୍ଶନମ୍  
ଶତ୍ରୁଗାନ୍ତଃ ସମୁତ୍ଥାନମସ୍ତ୍ରଥ ଶମୟାଶୁମେ ।

ଅସ୍ତ୍ରଥରୂପିନ୍ ଭଗବନ୍ ପ୍ରିୟତାଂ ମେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ।

ପ୍ରଣାମ—ଓଁ ଅଗ୍ରେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁଣେ ବିଷ୍ଣୁଃ ଶାଧାୟାନ୍ତଃ ମହେଶ୍ଵରଃ । ପତ୍ରେ  
ଦେବଗଣାଃ ସର୍ବେ ବୃକ୍ଷରାଜ ନମୋସ୍ତତେ ।

## শিব পূজা বিষয়ে গন্ধ ও বিহিত পুষ্প ।

শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, কপূর, কুঙ্কুম, কুড়, তমাল ও কলা ইহাকে শৈবগন্ধ কহে ।

দ্রোণ, করবীর, পদ্ম, অপরাজিতা, ধূস্তর, আকন্দ, তগর, মল্লিকা, যুথিকা, কুমুদ, কেতকী, রক্তপদ্ম, বনজাত পুষ্প, চম্পক ও বিষ্ণু পত্রাদি শিব পূজায় প্রশস্ত ।

## বিষ্ণু পূজা বিষয়ে গন্ধ ও বিহিত পুষ্প ।

শ্বেতচন্দন, অগুরু, কপূর, কুঙ্কুম, বেনার মৃগ, দেবদারু, কুড় ও জটামাংসী । এই সমস্ত গন্ধ বিষ্ণু পূজায় দিবে ।

মল্লিকা, মালতী, জাতী, কেতকী, অশোক, চম্পক, বকুল, করবীর পলাশ, নাগকেশর, বক, তগর, শ্বেতজবা, ভূমিচম্পক, অতসী, শেফালিকা, যুথিকা, কুল্ল, কদম্ব, পাটল, লবঙ্গ, কুরুবক, কহলার ও বাবল পুষ্প বিষ্ণু পূজায় প্রশস্ত ।

## শক্তি পূজা বিষয়ে গন্ধ ও বিহিত পুষ্প ।

শ্বেত চন্দন, অগুরু, রক্তচন্দন, কপূর, শঠি, কুঙ্কুম, গোরোচনা, জটামাংসী ও গাঁটিয়ালা ।

কুমুদ, উৎপল, কহলার, কুল্ল, শেফালিকা, শ্বেত দ্রোণ, রক্তজবা, পদ্ম, রক্ত ও গুরু করবীর এবং কুম্ভ ও গুরু অপরাজিতা শক্তিপূজায় প্রশস্ত । শেষোক্ত পাঁচটিকে যন্ত্রপুষ্প কহে ।

## দেবতা বিষয়ে বর্জনীয় পুষ্পাদি ।

গণেশকে তুলসী, কুম্ভকে রক্তপুষ্প, রক্তচন্দন, বিশ্বপাত্র ও বিশ্বফুল দিবে না । শিবকে শেফালিকা, জবা, কুন্দ, জাতী, মাগতী এবং গর্ভযুক্ত ছর্কা দিবে না । কিন্তু মৃন্ময় শিব পূজার্ম দেওয়া যাইতে পারে । পরন্তু ভক্তিমান্ সাধক সকল পুষ্পই দেবতাকে দিতে পারেন, তাহাতে দোষ নাই ।

## তর্পণ বিধি ।

তর্পণ দুই প্রকার, প্রধান ও অঙ্গ ।

যে তর্পণ পিতৃযজ্ঞ নামে অভিহিত, তাহাকে প্রধান তর্পণ বলে । নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে যে তিনপ্রকার স্নানঙ্গ তর্পণ আছে, তাহাকে অঙ্গতর্পণ বলে । স্নানঙ্গ তর্পণ করিলে পৃথক্ আর প্রধান তর্পণ করিতে হয় না । নৈমিত্তিক কিম্বা কাম্য তর্পণ করিলে পুনর্বার নিত্য তর্পণ করিতে হয় না । কিন্তু এক দিনে বহুতীর্থ বা গ্রহগাদি জন্ত অনেকবার স্নান করিতে হইলে প্রত্যেক স্নানেই তর্পণ করা বিধেয় ; কিন্তু অশুচিস্পর্শনিমিত্ত স্নানে তর্পণ করিতে হয় না ।

অমুণনীত দ্বিজাতি, অসংস্কৃত অপন্ন জাতি, জীবৎপিতৃক এবং স্ত্রীলোকের তর্পণে অধিকার নাই ; কেবল প্রেততর্পণ করিতে পারেন, কিন্তু বিধবা স্ত্রী পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রহীন, স্বামী ঋণুর ও আর্থা ঋণুরেব তর্পণ করিতে পারেন ।

স্নানের পর তর্পণ করাই বিহিত কিন্তু প্রাতঃস্নানান্তে প্রাতঃসন্ধ্যার মুখ্যকাল অতীত হইবার সম্ভব হইলে অগ্রে প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার তর্পণ করিবে ; স্নান না করিয়া মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় প্রধান তর্পণ করিবেন ।

মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় তর্পণ করিতে হইলে সামবেদীয়গণ সূর্য্যোপস্থানের পর, ঋগ্বেদী ও যজুর্বেদিগণ সূর্য্যোদয়ের পূর্বে তর্পণ করিবেন।

জলে আর্দ্র ও স্থলে শুষ্ক বাস পরিধান করিয়া তর্পণ করিবেন ; শুষ্ক বাসে তীরে বাসিয়া একপদ জলে ও অপরপদ স্থলে রাখা শাস্ত্র সঙ্গত।

স্বর্ণ, রজত বা কুশনির্ম্মিত অঙ্গুরী দক্ষিণ করের অনামাতে ধারণ করিয়া তর্পণ করিতে হয়। একহস্তে তর্পণ করিতে নিষেধ। যব ও ত্রিপত্র (বেলপাতা) দ্বারা দেবতর্পণ এবং তিল ও কুশমোটক দ্বারা পিতৃতর্পণ কর্তব্য।

## তন্ত্র উক্ত নিষেধঃ।

রবিশুক্লদিনে চৈব দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।

সপ্তম্যাং জন্মদিবসে ন কুর্য্যাত্তিলতর্পণম্ ॥

সংক্রান্ত্যাং নিশি সপ্তম্যাং রবিশুক্লদিনে তথা।

শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব ন কুর্য্যাত্তিলতর্পণম্ ॥

নিষেধঃ সত্বেহপি কুর্য্যাৎ—।

তীর্থে তিথিবিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেতপক্ষকে।

নিষিদ্ধেহপি দিনে কুর্য্যাৎ তর্পণং তিলমিশ্রিতম্ ॥

রবি ও শুক্রবারে, সপ্তমী ষাদশী ও সংক্রান্তিতে এবং জন্মদিনে ও শ্রাদ্ধদিনে তিত্ত দিয়া তর্পণ না করিয়া কেবল জল দ্বারা তর্পণ করিবে। কিন্তু গঙ্গাদি তীর্থ-স্থানে ও যুগাষ্টাদিতিথিবিশেষে তিল দ্বারা তর্পণ করা যাইতে পারে।

তিলের অভাবে স্তূর্ণ বা রক্ত ( স্বর্ণ বা রৌপ্য ) স্পৃষ্ট অর্থাৎ তর্পণের জলে সংলগ্ন করিয়া তর্পণ করা বিধেয়। তদভাবে কুশাদি সংলগ্ন জলে বা কেবল মাত্র মন্ত্র পাঠ দ্বারা তর্পণ করা যাইতে পারে।

বামহস্তে লোমরহিত স্থানে বা যন্ত্রাচ্ছাদিত বাম বাহুতে তিল রাখিতে হয়। এবং তাম্র, স্বর্ণ রৌপ্য, যজ্ঞ ডুম্বুর কাষ্ঠনির্মিত পাত্র ও গণ্ডারের খড়্গা পাত্র দ্বারা পিতৃতর্পণ প্রাপ্ত।

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা তিল গ্রহণ করিয়া তর্পণ করা বিধেয়। উদ্ধৃত জল দ্বারা তর্পণ করিতে হইলে, তর্পণ জলে তিল মিশ্রিত কবিয়া লইলেই হইবে, তৎকালে বামহস্তাদিতে তিল স্থাপনের আবশ্যক হয় না।

ইষ্টকরচিত স্থানে, অমৃতস্রষ্ট জলাশয়ের জলে, বৃষ্টিজলসম্পর্কীয় জলে ও ব্রাহ্মণের, অপর জাতির আনীত জলে তর্পণ করা অকর্তব্য। কিন্তু গঙ্গা জলে তাহা নহে।

## সামবেদীয়তর্পণম্।

তীর্থ—আবাহন।

প্রথমতঃ বারদ্বয় আচমন করিয়া প্রাচীনারীতী ( যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ ঋক্কে স্থাপন করিয়া ) ও দক্ষিণাশ্রু হইয়া, করবোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবেন, যথা—

ওঁ কুরুক্রেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।

পুণ্যান্যেতানি তীর্থানি তর্পণকালে ভবাস্বিহ ॥

তৎপরে উপবীতী ( যজ্ঞোপবীত বাম ঋক্কে রাখিয়া ) হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূর্বমুখে দেবতর্পণ করিবেন। দেবতীর্থ দ্বারা ( একত্রিত তর্জনী,

মধ্যমা, ও অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয়ের অগ্রভাগের নাম দেবতীর্থ) প্রত্যেক বার এক এক অঙ্গুলি জল দিতে হয়। যথা—

ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং ওঁ বিষ্ণুতৃপ্যতাং, ওঁ রুদ্রতৃপ্যতাং ওঁ প্রজাপতি তৃপ্যতাং ।

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতীর্থ দ্বারা এক অঙ্গুলি জল দিবে, যথা—

ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধৰ্ব্বাপ্সরসোহ্ সুরাঃ ।

ক্রুরাঃ সর্পা স্পর্শাশ্চ তরবো জিক্শগাঃ খগাঃ ॥

বিজ্ঞাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ ॥

নিরাহারাস্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতশ্চ যে ॥

তোষমাপ্যায়ন্যৈতদ্বীযতে সলিলং ময়া \* ॥

## মনুষ্য তর্পণ ।

তদনন্তর পশ্চিমাংশে ( পশ্চিম মুখে ) নিবীতী ( অর্থে মালাবৎ গলদেশ যজ্ঞসূত্র ধারণ ) হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র বারম্বার পাঠ করতঃ কায়তীর্থে দ্বারা ( অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলপ্রদেশ দ্বারা ) ক্রোড়াভিমুখে ( কুঁজ বা বক্র ) দুই অঙ্গুলি জল দিবে। যথা—

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ।

কপিলশ্চ সুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা ॥

\* তৃপ্যতাং বা তৃপত্ব অর্থে-তৃপ্তিলাভ করুন। অর্থাৎ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং, ব্রহ্মা তৃপ্তিলাভ করুন ইত্যাদি। জবতা, দক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, অপসরা, অহর, ক্রুর, জীব, সর্প, পক্ষী, বৃক্ষ, কুটিলগামী জীব, বিজ্ঞাধর, জলচর, খেচর, নিরাহার জীব, পাপরত এবং ধর্ম্মরত যত জীব আছে, তাদের তৃপ্তির জন্য এই জল প্রদান করিতেছি।



ସର୍ବେତେ ତୃପ୍ତିମାୟାନ୍ତ ମନ୍ଦନ୍ତେନାନ୍ତୁନା ସନା ।

ଇତି ବିପରୀତକ୍ରମେନ ଘ୍ୟଞ୍ଜଳି ଜଳଂ ଦଦ୍ୟାଂ ॥ †

## ଧ୍ୟାସି ତୃପ୍ତର୍ପଣ ।

ତଦନନ୍ତର ପୂର୍ବୋକ୍ତ ହୈମା ଉପବୀତୀ ( ଯଜ୍ଞୋପବୀତଧାରୀ ) ଅବସ୍ଥାୟ ଯଥାକ୍ରମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମନ୍ତ୍ର କୟାଟି ପଢ଼ିয়া ପ୍ରାତ୍ୟେକକେ ଦେବତୀର୍ଥ× ଦ୍ଵାରା ଏକ ଏକ ଅଞ୍ଜଳୀ ଜଳ ଦିବେ । ଯଥା—

ତତଃ ପୁନଃ ପୂର୍ବୋକ୍ତମୁଖଃ ଶ୍ରବ୍ଧତୋକ୍ତବୀୟ । ଓଁ ମରୀଚିତ୍ସୂପାତାଂ, ଓଁ  
ଅଦ୍ରିତ୍ସୂପାତାଂ ଓଁ ଅଗ୍ନିରାତ୍ସୂପାତାଂ, ଓଁ ପୁଳତ୍ୟାତ୍ସୂପାତାଂ, ଓଁ ପୁଲହତ୍ସୂପାତାଂ  
ଓଁ କ୍ରତୁତ୍ସୂପାତାଂ, ଓଁ ଶ୍ରେତାତ୍ସୂପାତାଂ, ଓଁ ବଶିଷ୍ଠତ୍ସୂପାତାଂ, ଓଁ ଭୃଗୁତ୍ସୂପାତାଂ  
ଓଁ ନାରଦତ୍ସୂପାତାଂ ।

ଏହି ଦଶ ମନ୍ତ୍ରେ ଏକ ଏକ ଅଞ୍ଜଳି ଜଳ ଦୈବତାର୍ଥ ଦ୍ଵାରା ଯଦିତେ ହଇବେ ।

## ଦିବ୍ୟ ପିତୃତର୍ପଣ ।

ଅନନ୍ତର ଦକ୍ଷିଣାନ୍ତେ ( ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖେ ) ପ୍ରାଚୀନାବୀତୀ ( ଯଜ୍ଞୋପବୀତ ଦକ୍ଷିଣ  
ହଳ୍ରେ ରାଧିୟା ) ହୈମା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାତଟି ମନ୍ତ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ପାଠ କରିୟା  
ପିତୃତୀର୍ଥ ଯୋଗେ ( ଅଙ୍ଗୁଠ ଓ ତର୍ଜ୍ଜନୀର ମୂଳଦେଶ ଦ୍ଵାରା ) ପ୍ରାତ୍ୟେକକେ ଏକ  
ଏକ ଅଞ୍ଜଳି ଜଳ ଦିବେନ, ଯଥା—

† ସନକ, ସନନ୍ଦ, ସନାତନ, କପିଳ, ଆହରି, ବୋଢ଼ା ଏବଂ ପଞ୍ଚଶିଖ ଏହି ସକଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ  
ମନ୍ଦନ୍ତ ଜଳ ଦ୍ଵାରା ତୃପ୍ତିଲାଭ କରନ୍, ମରୀଚି ଶ୍ଵସି ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ ଇତ୍ୟାଦି । ଅଦ୍ରି ଅଗ୍ନିରା  
ଇତ୍ୟାଦି ସକଳ ଶୁଲିହି ଶ୍ଵସିର ନାମ ।

× ଏକତ୍ରୀତି ତର୍ଜ୍ଜନୀ, ମଧ୍ୟମା, ଓ ଅନାମିକା ଏହି ଅଞ୍ଜଳି ତିନିଟାର ଅଞ୍ଜଳାପେର  
ନାମ ଦେବତୀର୍ଥ ।

ওঁ অগ্নিবার্তাঃ পিতরত্বপ্যস্ত্যামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃস্বধা ।

ওঁ সৌম্যাঃ পিতরত্বপ্যস্ত্যামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃস্বধা ।

ওঁ হবিস্বন্তঃ পিতরত্বপ্যস্ত্যামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃস্বধা ।

ওঁ উদ্বাপাঃ পিতরত্বপ্যস্ত্যামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃস্বধা ।

ওঁ সূকালিনঃ পিতরত্বপ্যস্ত্যামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃস্বধা ।

ওঁ বহিষদঃ পিতরত্বপ্যস্ত্যামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃস্বধা ।

ওঁ আজ্যাপাঃ পিতরত্বপ্যস্ত্যামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃস্বধা ।

## যম তর্পণ ।

অনন্তর ( অর্থে পশ্চাৎ ) নিম্নলিখিত মন্ত্রস্থ নামগুলির প্রত্যেকের  
যথাক্রমে অর্থাৎ পব পর—

“ওঁ যমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ ।

বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূত জয়ায় চ ॥

ওঁ ডুম্বরায় দধ্যায় নীলায় পরমেষ্টিনে ।

বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ ॥”

এইরূপে তিন অঞ্জলি করিয়া জল দিবে, অশক্ত হইলে বারত্ৰয়  
মন্ত্র পাঠ করতঃ অঞ্জলিত্রয় অর্থাৎ তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিয়া  
যমতর্পণ করিবে ।

## পিতৃ-তর্পণ ।

তৎপরে তর্পণ সমাপ্তিপর্বাস্ত দক্ষিণ মুখ ও প্রাচীনাধীতি ( যজ্ঞোপবীত  
দক্ষিণস্থক্ষে স্থাপন করিয়া ) হইয়া কমপুটে “ওঁ আগচ্ছন্ত মে পিতর  
ইমঃ গৃহ্মপোহঞ্জলিং ” এই মন্ত্র বলিয়া পিতৃগণের আবাহন পূর্বক

শিত্তীর্থযোগে (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যপ্রদেশ দ্বারা) নিম্নলিখিত প্রকারে গোত্র, সম্বন্ধ ও নাম উল্লেখ করতঃ মন্ত্র পাঠ সহকারে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, নাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী এই নয় জনের প্রত্যেককে তিন তিন অঞ্জলি করিয়া জল দিবে, মন্ত্রও যথাক্রমে বারত্ৰয় পাঠ করিবে। পরে এক এক বার মন্ত্র পাঠ পূর্বক মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধ প্রমাতামহী এই তিন জনকে এক এক অঞ্জলি জল দিবে। যথা—

ওঁ বিষ্ণুরোং অমুক পিতা অমুক তৃপাতা- সতিলো-  
তম্ভৈ স্বধা । গোত্রঃ । দেবশর্ম্মা । মেতৎ । দকং । †

ওঁ বিষ্ণুরোং	„	পিতামহঃ	„	„
„	„	প্রপিতামহঃ	„	„
„	„	মাতামহঃ	„	„
„	„	প্রমাতামহঃ	„	„
„	„	বৃদ্ধপ্রমাতামহঃ	„	„

ওঁ বিষ্ণুরোং অমুক গোত্র, নাতা অমুকী দেবী, তৃপাতা- সতিলোদকং  
মেতৎ । তম্ভৈ স্বধা ।

ওঁ বিষ্ণুরোং	„	পিতামহী	„	„	„
„	„	প্রপিতামহী	„	„	„
„	„	মাতামহী	„	„	„
„	„	প্রমাতামহী	„	„	„
„	„	বৃদ্ধপ্রমাতামহী	„	„	„

† গঙ্গাজলে তপ্পন করিলে “এতৎ সতিলগঙ্গোদকং” বলিতে হয়। অস্ত্র জলে হইলে সতিলোদকং বলিতে হইবে। তিলবিহীন সাধারণ জলে তপ্পন করিলে “এতদ্রকং তেভ্যঃ স্বধা” তিলবিহীন গঙ্গা জলে এতৎ গঙ্গোদকং তেভ্যঃ স্বধা” বলিবেশ।

পরে ঐরূপ নিয়মে বিমাতা, পিতৃব্য ( পিতার ভ্রাতা খুড়া, ) মাতুল-  
ভ্রাতা, ভগিনী, পিতৃষমা ( পিতার ভগিনী পিসী ) মাতৃষমা ( মাতুলানী,  
পিতৃব্যস্ত্রী ) \*শ্লোকঃ পূর্বজপত্নী চ মাতৃতুলাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।" ও সপিণ্ড  
প্রভৃতিকে এক এক অঞ্জলি সতিল জল দ্বারা তর্পণ করিবে। পিতা,  
পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা,  
পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী—এই  
দ্বাদশজনের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলে, তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্বক  
উদ্ধতন ব্যক্তিকে ধরিয়া দ্বাদশ সংখ্যা পূরণ করিতে হয়।

## ভীষ্ম তর্পণ ।

ওঁ বৈরাঙ্গপদ্মগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ \* ।

অপুত্রায় দদাম্যেত্যৎ সলিলং ভীষ্মবর্ষণে † ।

উক্ত মন্ত্রে ভীষ্মেব উদ্দেশে পিতৃতর্পণের রীত্যনুসারে একবার জলাঞ্জলি  
দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবেন, যথা—

ভীষ্মঃ শাস্ত্রনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

আভিরন্তিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্ ॥

ভীষ্মাষ্টমী অর্থাৎ মাঘী শুক্লাষ্টমীতে ভীষ্মতর্পণ অবশ্য কর্তব্য । প্রতিদিন  
না করিলেও দোষ নাই। ব্রাহ্মণ পিতৃতর্পণের পরে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন  
অন্য জাতি পিতৃতর্পণের পূর্বে এবং ধর্মতর্পণের পরে ভীষ্মতর্পণ করিবেন।  
পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্বক তিন অঞ্জলি জল দিবেন, যথা—

\* প্রবর সং ক্রীঃ, গোত্র ২। সন্ততি (পুত্র কন্যা ইত্যাদি) ও। গোত্র প্রবর্তক মুনি।

† বর্ষণ, মন্ ৭। সংস্কৃত = বর্ষ। লাটিন = আরমা। ইংরাজি = আরমার। স্পেন  
ও ইটালি Arma) পুং, - কত্রিরের উপাধি।

ଓଁ ଅଗ୍ନିଦହାଂଶ ଯେ ଜୀବା ଯେହପ୍ୟଦହାଂ କୁଳେ ମମ ।  
 ହୃମୋ ଦତ୍ତେନ ତ୍ୱପ୍ୟସ୍ତୁ ତ୍ୱପ୍ତା ଯାସ୍ତୁ ପରାଂ ଗତିଂ ॥  
 ଓଁ ସେହବାହବା ବାହବା ବା ସେହଞ୍ଜୟାନ୍ତି ବାହବାଃ ।  
 ତେ ହୃଦ୍ମିମଧିନାଂ ଯାସ୍ତୁ 'ସେ ଚାସ୍ମନ୍ତୋୟକାନ୍ଧିମଗଃ ॥

ଅନନ୍ତରାମ ତର୍ପଣ କରିତେ ହୁଏ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ମନ୍ତ୍ରଟି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ ତିନିବାର  
 ପାଠ କରିବା ତିନି ଅଞ୍ଜଳି ଜଳ ଦିବେନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ—

ଓଁ ଆତ୍ମହସ୍ତଭୁବନାର୍ଣ୍ଣାକା ଦେବର୍ଷିପିତୃମାନବାଃ ।  
 ତ୍ୱପ୍ୟସ୍ତୁ ପିତରଃ ସର୍ବେ ମାତୃମାତାମହାଦୟଃ ॥  
 ଅତୀତକୁଳକୋଟିନାଂ ସମୁଦ୍ରୀପନିବାସିନାମ୍ ।  
 ମୟା ଦତ୍ତେନ ତୋୟେନ ତ୍ୱପ୍ୟତୁ ଭୁବନତ୍ରୟଂ ॥

## ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତର୍ପଣ ।

ଓଁ ଆତ୍ମହସ୍ତଭୁବନାର୍ଣ୍ଣାକା ଜଗତ୍ ତ୍ୱପ୍ୟତୁ ।

ଉପରୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ ବାରତ୍ରୟ ( ତିନିବାର ) ପାଠ ସହକାରେ ଅଞ୍ଜଳି-  
 ତ୍ରୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିବେନ ।

## ବସୁନ୍ଧିନିଷ୍ପାଦନୋଦକେ ତର୍ପଣ ।

ତତ୍ପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ବସୁନ୍ଧିନିଷ୍ପାଦନ ଜଳ ଦ୍ୱାରା  
 ହୃଦ୍ମିତେ ଏକବାର ଜଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିବେନ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ—

ଓଁ ସେ ଚାନ୍ଦ୍ରାକଂ କୁଳେ ଜାତା ଅପୁତ୍ରା ଗୋତ୍ରିଣୋହୃତାଃ ।  
 ତେ ତ୍ୱପ୍ୟସ୍ତୁ ମୟା ଦତ୍ତଂ ବସୁନ୍ଧିନିଷ୍ପାଦନୋଦକଂ ॥

## পিতৃস্তুতি ।

পরে পিতৃস্তুতি ও পিতৃনমস্কার করিতে হয় যথা—

ওঁ পিতা ধর্ম্যঃ পিতা স্বর্গঃ পিতা হি পরমং তপঃ ।

পিতরি প্রীতিমাপন্যে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ ॥

## পিতৃচরণেভ্যো নমঃ ।

অর্থাৎ পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্য, পিতাই পরম তপস্তা, পিতা প্রীত হইলে সর্বদেবতা প্রীত ( সন্তুষ্ট ) হন ।

## পিতৃনমস্কার ।

পিতৃনমস্তো দিবি যে চ মূর্তাঃ, স্বদাভূজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ  
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং বিমুক্তিদা যেহনভিসংহতৈঃ ॥

স্বর্গে যাঁহার মূর্তিমান্ ও শ্রদ্ধভোক্তা, কাম্যফলপ্রার্থীদিগকে অসীম ফল যাঁহার দান করিতে সমর্থ এবং নিজস্ব ব্যক্তিগণকে মুক্তিদান করেন, সেই পিতৃগণকে নমস্কার করি।

## যজুর্বেদীয়গণের ও অন্যান্য জাতির তর্পণ ।

প্রথমে হুঁবাব আচমন করিয়া প্রাচীনাবীতী ( যজ্ঞোপবীত দাক্ষণ স্বক্কে রাখিয়া ) ও দক্ষিণাভিমুখ হইয়া করষোড়ে,—

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা প্রভাসপুষ্করাশি চ ।

পুণ্যান্বেতানি তীর্থানি তর্পণকালে ভবন্তি ॥

( সামবেদীয় তর্পণ দেখ ) মন্ত্রে তীর্থ আवाहन করিয়া “ও দেবা আগচ্ছত্ব” এই বাক্যে দেবগণের আवाहन করিবেন, পরে পূর্বমুখে উপবীতী হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ সহকারে ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতি পর্য্যন্ত চারিজনের প্রত্যেককে দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবেন, যথা—

ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতু, ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতু,

ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতু, ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতু ।

তৎপরে “ও দেবা ষক্ষাস্থথা নাগাঃ” ইত্যাদি ( সামবেদীয় তর্পণ দেখ ) মন্ত্রে দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিবেন। তদনন্তর উত্তর মুখে নিবীতী হইয়া “ওঁ সনকশ্চ” ইত্যাদি ( মনুষ্যতর্পণ দেখ ) মন্ত্র বারদ্বয় অর্থাৎ দুইবার পাঠ করতঃ কায়তীর্থ ( কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশ ) দ্বারা দুই অঞ্জলি জল প্রদান পূর্বক অর্থাৎ মনুষ্যতর্পণেব ব্যবস্থামুযায়ী এই স্থানেও সেইরূপ মনুষ্যতর্পণ করিতে হইবে। তৎপরে পূর্বমুখে উপবীতী অবস্থায় ঋষিতর্পণ করিবে, যথা—

ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতু, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতু, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতু,

ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতু, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতু, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতু,

ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতু, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতু, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতু,

ওঁ নারদস্তৃপ্যতু ।

এই বলিয়া দেবতীর্থ দ্বারা ( পূর্বে দেখ ) প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবেন ।

তৎপরে দিবা পিতৃতর্পণ । দক্ষিণমুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া—

ওঁ অগ্নিস্বাতাঃ পিতরন্তৃপ্যন্তু, ওঁ সৌম্যাঃ  
 পিতরন্তৃপ্যন্তু, ওঁ হবিষ্মন্তুঃ পিতরন্তৃপ্যন্তু,  
 ওঁ উশ্বাপাঃ পিতরন্তৃপ্যন্তু, ওঁ স্ককালিনঃ  
 পিতরন্তৃপ্যন্তু, ওঁ বহিষদ পিতরন্তৃপ্যন্তু,  
 ওঁ আজ্যাপাঃ পিতরন্তৃপ্যন্তু ।

এই নামগুলি তিন তিন বার পাঠ করতঃ পিতৃতীর্থ (অশ্রুত ও তর্জ্ঞনীর মূলদেশ) দ্বারা প্রত্যেককে তিন তিনবার জলাঞ্জলি প্রদান করিবে ।

পরে—“ওঁ যমায় ধর্মরাজায়” ইত্যাদি (এই গ্রন্থে যমতর্পণ দেখ) মন্ত্রে যথাক্রমে তিন অঞ্জলি জল প্রদান পূর্বক যমতর্পণ করিতে হয় )

তৎপরে—পিতৃতর্পণ করিতে হয়, যথা—করপুটে “ওঁ পিতন্ আবাহ্নিষ্যে” বলিয়া “ওঁ আবাহন্ন” বলিবে । অনন্তর নিম্নলিখিত ছইটি মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ উশন্তুঃ। নিবীমত্যশন্তুঃ সমিধীমহি উশন্নুত আবহ পিতন্  
 হবিষেষন্তুবে ॥১॥

ওঁ আরান্ত নঃ পিতরঃ সৌম্যাসোহগ্নিস্বাতাঃ পথিভির্দৈবঘাটনৈঃ ।  
 অগ্নিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোহবিরুবন্ত তে অবশ্বমান্ ॥২॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে একটা জলাঞ্জলি দিবে । যথা—

ওঁ আগচ্ছন্ত মে পিতর ইমং গৃহুস্বশোহঞ্জলিম্ ।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র যথাক্রমে বারতর পাঠ সহকারে পিতৃগণের উদ্দেশে জলাঞ্জলিতর দিতে হয় । যথা—



ওঁ উৰ্জং বহস্কীরমৃতং ঘৃতং পরঃকীলালং পরিক্রতং স্বধাস্বতর্পিত  
মে পিতৃ।

বিষ্ণুরোঃ অমুকগোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্মান্ (অপর জাতির  
পক্ষে অমুক দাস ইত্যাদি) তৃপাষ্টস্বতং সতিলোদকং তুভ্যং স্বধা ।  
গঙ্গাজল হইলে সতিল গঙ্গোদকং স্বধা । অপর জাতি হইলে বিষ্ণুরোঃ  
না বলিয়া “বিষ্ণুর্নমঃ” বলিবেন এবং স্বধা স্থলে “নমঃ” বলিবেন ।

এইরূপ পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, ও বৃদ্ধপ্রমাতা-  
ব্রহ্মে গোত্র এবং নাম উচ্চারণ সহকারে তর্পণ করিবেন ।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র যথাক্রমে উচ্চারণ করতঃ মাতৃগণের উদ্দেশে  
অঞ্জলিপ্রদান করিতে হয় । যথা—

“ওঁ উৰ্জং” ইত্যাদি (পূর্বে বলা হইয়াছে দেখ) ওঁ বিষ্ণুরোম্  
অমুক গোত্রে ঋতঃ অমুকী দেবী (অপর জাতির পক্ষে অমুকী দাসী  
তৃপ্যস্বতং সতিলোদকং তুভ্যং নমঃ) তৃপ্যস্বতং সতিলোদকং তুভ্যং  
স্বধা ।

তৎপরে পিতামহী, প্রপিতামহীর উদ্দেশে পূর্ববৎ অঞ্জলিপ্রদান  
করিবেন এবং মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহীর উদ্দেশে এক  
এক অঞ্জলি জল দিবেন ।

অনন্তর সামবেদীর তর্পণের লিখিত নিয়মে ভীষ্মতর্পণ করিতে  
হইবে ।

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বয় যথাক্রমে তিন তিনবার পাঠ করতঃ  
তিন তিন অঞ্জলি জল দিবেন যথা,—

ওঁ নরকেষু সনস্তেষু যাতনাস্থ চ যে স্থিতাঃ

তেষামাপ্যায়নারৈতদ্বীয়তে সলিলং ময়া ॥১॥

ওঁ যেহবান্ধবা বান্ধবা বা যেহন্যজন্মনি বান্ধবাঃ

তে ভৃগুমথিলাং যাস্তু যে চাস্মন্তোয়কাজ্জিগং ॥২॥

পরে সামবেদীয় তর্পণের লিখিত প্রণালীতে স্বাস্ত্যর্পণ, লক্ষণতর্পণ ও বস্ত্র নিষ্পীড়োনোদকে তর্পণ করিয়া পিতৃস্তুতি পাঠ ও পিতৃনমস্কার করিতে হয়। অপর জাতি “ওঁ” এবং “স্বধা” স্থলে নমঃ উচ্চারণ করিবেন।

## জপ নিয়ম ।

স্ত্রী দেবতার জপ শক্তিমালাক্রমে ও পুরুষ দেবতার জপ শৈবমালা ক্রমে ।

## শক্তিমালা ।

অনামিকাদ্বয়ং পর্বকনিষ্ঠাদিক্রমেণ তু ।

তজ্জানীমূলপর্য্যাস্তং প্রজপেৎ স্তমসাহিতঃ ॥

মানুষের আঙ্গুলের প্রতি সন্ধিস্থলে যে রেখা বা দাগ আছে, উহার দুই রেখার মধ্যস্থলকে এক এক পর্ব বলি। প্রত্যেক অঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া এইরূপ পর্ব আছে ।

অনামিকার দুই পর্ব হতে জপ আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠার তিন পর্ব, তারপরে অনামিকার অগ্র পর্ব ও মধ্যমার তিন পর্ব এবং তজ্জনীর মূল পর্ব পর্য্যাস্ত জপ করিবে।

## শৈবমালা ।

তিস্ত্রোহঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বাণো মধ্যমা চৈক পর্ব্বিকা ।

মধ্যমাঙ্গদ্বয়ং পর্ব্বং মেরুদ্বেনোপকল্পিতম্ ॥

অনামিকার দুই পর্ব, কনিষ্ঠার তিন পর্ব, অনামিকার ও মধ্যমার অগ্রপর্বদ্বয়, তৎপরে তর্জনীর অগ্রপর্ব হইতে মূল পর্ব পর্য্যন্ত জপ করিবে।

এই রূপে জপে দশসংখ্যক জপ হয়। এইরূপ দশগুণিতরূপে যত ইচ্ছা, ততসংখ্যক জপ করা যাইতে পারে। অর্থাৎ একবার এই প্রকার জপ সমাপ্ত করিলে দশবার জপ হইল, তাহার এক সংখ্যা রাখিয়া পুনরায় ঐরূপে দশবার জপ করিলে আর একটী সংখ্যা রাখিয়া, ক্রমে যত ইচ্ছা জপ করিতে পারে। এইরূপ জপসংখ্যা ঠিক রাখিবার জন্ত যে দ্রব্য অব্যবহার্য্য বা ব্যবহার্য্য তাহার বচন নিম্নে এই—

নাঞ্চতৈহঁস্তপৰৈবৰ্ণান ধাট্ঠৈর্ন চ পুষ্পকৈঃ ।

ন চন্দনৈর্মুক্তিকয়া জপসংখ্যাস্তু কারয়েৎ ॥

( তন্ত্রসার )

চাউল, হস্তপর্ব, গাঁইট, ধাত্ত, পুষ্প, চন্দন বা মুক্তিকা দ্বারা জপ সংখ্যা করিবে না।

লাক্ষাকুণ্ডীদসিন্দূরং গোময়ঞ্চ করীষকম্ ।

বিলোভাঃ গুটিকাং কৃত্বা জপসংখ্যাঞ্চ কারয়েৎ ॥

লাক্ষা, কুণ্ডীদ, সিন্দূর, গোময় বা করীষক ( শুষ্ক গোময় ) দ্বারা গুটিকাদি প্রস্তুত করিয়া জপসংখ্যা রাখিবে।

অঙ্গুলাগ্ৰৈ চ যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলজ্ঞানে ।

পর্বসিদ্ধিয যজ্জপ্তং তৎসর্বং নিশ্ফলং ভবেৎ ॥

অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা জপ করিবে না, অর্থাৎ নখস্পর্শ না হয়।  
 যেহেতু (জপের মালার গোড়ার বৃত্তমালা এবং হস্ত জপের অঙ্গুলির  
 গোড়ার রেখা।) লজ্জন করিয়া জপ করিবে না এবং পর্বসন্ধিতে  
 অর্থাৎ রেখাগুলিতে কদাচ জপ করিবে না, করিলে জপ নিষ্ফল হয়।

যথাশক্তি জপ লেখা থাকিলে দশ, অষ্টাদশ, অষ্টাবিংশতি বা  
 অষ্টোত্তর শত কিম্বা সহস্র জপ করিতে হয়। জপের সংখ্যা নির্দিষ্ট  
 থাকিলে তাহার চারিগুণ জপ করা বিধেয়। কারণ কলিতে চারিগুণ  
 ব্যবস্থা আছে।

আটবার জপ করিতে হইলে নিম্নলিখিতক্রমে জপ করিতে হয়।  
 দশসংখ্যক জপ করিয়া তৎপরে অষ্টসংখ্যক জপেও এই নিয়ম।  
 যথা—

অনামায়ুলমারভ্য কনিষ্ঠাদিক্রমেণ তু।

তজ্জ'নীমধ্যপর্যাস্তমর্কপর্বস্তু সপ্তপেৎ ॥

অনামিকার মূলপর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে তজ্জ'নীর  
 মধ্যপর্ব পর্যাস্ত জপ করিবে।

হৃদয়ে হস্তমাধায় তিৰ্য্যক্ কৃত্বা করাজ্বলীঃ।

আচ্ছাদ্য বাসসা হস্তৌ দক্ষিণেন সদা জপেৎ ॥

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ বাতীত অঙ্গুলি সকল পরস্পর সংলগ্ন করিয়া চিৎ-  
 ভাবে হৃৎপদ্মে ঐ হাত রাখিয়া এবং বাম হাত দক্ষিণ হাতের তলদেশে ঐরূপ  
 ভাবে দিয়া অঙ্গুলিগুলি বক্রভাবে করিয়া, অঙ্গুষ্ঠের অপর্ব দ্বারা জপ করিবে।  
 জপের সময় বস্ত্রদ্বারা উভয় হস্ত আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে।

জপকালীন দেবতাকে চিন্তা করিতে করিতে মন্ত্র অতি স্পষ্টভাবে  
 যথাবিধি বিগুহ উচ্চারণ করিয়া অশ্রুতরূপে জপ করিবে ,

ইহার নাম উপাস্ত জপ। মানস জপ সর্ষাপেক্ষা প্রশস্ত। জপকালে কোনপ্রকার অঙ্গভঙ্গী, দাঁত বাহির করা, অগ্রদিকে মন দেওয়া, হাঁচি কি কাসি, কথা কহা, ক্রোধ, মোহ, নিজাকর্ষণ, গুণুফেলা, হাইতোলা প্রভৃতি নিষিদ্ধ। এরূপ অবস্থা হইলে, বিষ্ণুস্মরণপূর্বক দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া পুনরায় জপ করিতে হয়।

গায়ত্রী জপ করিতে গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ের চিন্তা। গায়ত্রী মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়—পরমব্রহ্ম, সূতরাং তাঁহার চিন্তা বা ধ্যান করা অসম্ভব, অতএব মন যাহাকে চিন্তা করিতে পারে, তাদৃশ বস্তুকে অবলম্বন করিয়া প্রাপ্তব্য সেই ব্রহ্মবস্তুকে ধরিতে হইবে। তাহা কি? সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ, অতএব সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের অবলম্বনে তাহাকে ব্রহ্মণী বৈষ্ণবী ঋত্বাণীরূপে আরাধনা করিতে হইবে। সূর্য্যমণ্ডল, ব্রহ্মবিভূতির পূর্ণ বিকাশ, সূতরাং সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়ে সেট ভাবেরই বিজ্জ্ঞান ( ইচ্ছা, বিকাশ ) হইয়া থাকে \* ।

## জপ সমর্পণ ।

জপং পুরঃ কৃত্বা গন্ধাক্ষতকুশোদকৈঃ ।

জপং সমর্পয়েদেব্যা বামহস্তে বিচক্ষণঃ ॥

দেবস্ত্য দক্ষিণে হস্তে কুশপুষ্পার্ঘ্যবারিভিঃ ॥

প্রাগুক্ত + প্রকারে জপ করিয়া গন্ধাক্ষত ও কুশোদক দ্বারা মিস্র-  
লিখিত মন্ত্র পাঠ করতঃ স্ত্রীদেবতার বাম হস্তে জপ সমর্পণ করিবে।

\* যে প্রকৃতি ও রূপ স্থিরচিত্তে ধ্যান করা যায়, জীব সেই প্রকৃতিগত ভেদঃ  
অনেকাংশে প্রাপ্ত হয়।

+ পূর্বোক্ত বা পূর্বোন্নিখিত।

আর পুরুষদেবতার দক্ষিণহস্তে কুশ, পুষ্প ও অর্ঘ্যাজল দ্বারা জপ সমর্পণ করিবে। মন্ত্র যথা—

গুহ্যতিগুহ্য গোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাম্মত্কৃতং জপং ।

সিদ্ধির্ভবতু মে দোবি ত্বংপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥

“সুরেশ্বরি” স্থলে “মহেশ্বরি” আদিও বলা যায়। আর পুরুষদেবতা হইলে “গোপ্ত্রী ত্বং” স্থলে “গোপ্তা ত্বং” “মে দেবি” স্থলে “মে দেব” “সুরেশ্বরি” স্থলে “সুরেশ্বর” “মহেশ্বর” আর বিষ্ণুব্যবয়ে “জনার্দন” বলিবে।

## প্রণামবিধি।

অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ প্রণামই দেবপূজার প্রশস্ত। পূজাস্তে এইরূপ প্রণাম করিতে হয়। পূজাকালে আসনোপবিষ্ট পূজক করযোড়ে প্রণাম করিবে।

## অষ্টাঙ্গ প্রণাম।

পদ্ম্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা ।

বচসা মনসা চৈব প্রণামোহষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥

( তন্ত্রসার )

পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃ, মস্তক, চক্ষুঃ, বাক্য ও মন এই অষ্ট অঙ্গ দ্বারা প্রণামকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলে।

## পঞ্চাঙ্গ প্রণাম।

বৃহুভ্যাংকৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা ।

পঞ্চাঙ্গোহয়ং প্রণামঃ স্রাৎ পূজাস্থ প্রবরাবিমৌ ॥

( তন্ত্রসার )

বাহুদয়, জাহুদয়, মস্তক, বাক্য ও চক্ষু: এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা প্রণামকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলে।

স্ববামে প্রণমোদ্বিসুং দক্ষিণে শক্তিশঙ্করৌ ।

প্রণমেচ্চ গুরোরগ্রে চান্ধথা নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

বিষ্ণুকে বামে, শক্তিকে এবং শঙ্করকে দক্ষিণে ও গুরুকে অগ্রে রাখিয়া প্রণাম করিবে। ইহার অন্ত্যায় প্রণাম নিষ্ফল হয়।

“জপস্ত্যাদৌ তথাচান্তে প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥”

জপ করিবার আগে এবং জপের শেষে প্রাণায়াম করিতে হয়।

## সঙ্ক্যাবিধি ।

রাত্রির শেষ একদণ্ড ও দিবার প্রথম একদণ্ড ইহাই প্রাতঃকাল আঃ দিবসের শেষ একদণ্ড ও রাত্রির প্রথম এক দণ্ড ইহাই সায়াংকাল। যথা যখন দিবসের মধ্যভাগে আসেন, তখন মধ্যাহ্নকাল। এই ত্রিকালে ত্রিসঙ্ক্যা করিতে হয়।

এইকাল অতীত হইলে, দশবার গায়ত্রী জপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, সঙ্ক্যা আচরণ করা বিধেয়। উপাসনার নাম সঙ্ক্যা।

সঙ্ক্যায়ামং পতিতায়ান্তু গায়ত্রীং দশধা জপেৎ ।

( ষোণী যান্ত্রযঙ্ক্য )

কেহ কেহ অষ্টম যুহুর্ভূই সঙ্ক্যায় প্রাপ্ত কাল বলেন। বিশেষ কোন কারণবশতঃ যদি দিবাবিহিত কর্ম পতিত হয়, তাহা হইলে রাত্রির প্রথম প্রহরে করিবে।

( রত্নাকর )

ত্রিসঙ্ক্যা গায়ত্রী পাঠ ইষ্টদেবতার নিকট শিক্ষণীয়।

## সায়ংসন্ধ্যার নিষিদ্ধ দিন ।

সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্তা, দ্বাদশী, এবং শ্রাদ্ধ দিবসে সায়ং সন্ধ্যা নিষেধ ও জননমরণাশৌচ-দিবসে সন্ধ্যা করিবে না। কিন্তু দ্বাদশী জাদিতে তান্ত্রিকী সন্ধ্যার বাধা নাই।

## জপকালে নিষিদ্ধ বিষয় ।

জপকালে কথা কহা, ক্রোধ, মোহ ( দেহাদিতে আত্মাভিমান ) হাঁচি, নিদ্রা, খুঁ ফেলা, -হাই তোলা ইত্যাদি নিষেধ। এক্রপ অবস্থা হইলে বিষ্ণু স্মরণ পূর্বক দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া পুনরায় জপ করিতে হয়। ছেঁড়া বা সেলাই করা বস্ত্র পরিধান করিয়া জপ করিতে নাই।

জপকালে পট্ট ( রেশমাদি ) বস্ত্র ব্যবহার প্রশস্ত, অভাবে শুদ্ধ অর্থাৎ কাচা কাপড়ই প্রথা।

## আসন নিয়ম ।

কম্বলাসন, পটুসূত্রনির্মিত আসন ও শাস্ত্রীয় চর্ম্মাসন জপ পূজাদি কার্য্যে প্রশস্ত, এবং সেই সকল আসন কার্য্যাসিদ্ধিপ্রদ। কাম্বা কৰ্ম্ম-সাধনে কম্বলাসন প্রশস্ত, তন্মধ্যে রক্ত কম্বল শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানসিদ্ধি কার্য্যে কুম্ভাসার ( হরিণ, মৃগ ) চর্ম্মাসন। মোক্ষ ও সম্পৎ কামনার ব্যাত্ত-চর্ম্মাসন এবং মন্ত্রসিদ্ধিকারনায় ও জপ, পূজাদি কার্য্যে কুশাসন প্রশস্ত।

( হংসমহেশ্বর )

মন্ত্রসাধক ব্যক্তি চর্ম্মোপরি বস্ত্রাসন কিম্বা কুশাসনে কোন কোমল আসন কল্পনা করিতে পারেন।

( গৌতমীয় তন্ত্র )



সধবার পক্ষে কুশ, কেশে ও তিল ব্যবহার নিষেধ । সধবা স্ত্রী কুশ বা কেশের পরিবর্তে দুর্ধ্বা এবং তিলের পরিবর্তে ধব ব্যবহার করিবে, কুশাসনে বসিবে না ।

## জপাসন পদ্ধতি ।

সাধক বিধিবিহিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া, একাগ্র চিত্তে কার্যা করিবেন । শাস্ত্রে ৩২ প্রকার আসননির্ণয় আছে, যথা—

সিদ্ধ, পদ্ম, ভদ্র, মুক্ত, বজ্র, মস্তিস্ক, সিংহ, গোমুখ, বীর, ধনু, মৃত, শুশ্রু, মৎস্ত, মৎস্তোদ্ভ, গোরক্ষ, পশ্চিমোত্তান, উৎকট, সংকট, ময়ূর, কুকুট, কূর্ম, উত্তানকূর্মক, উত্তানমণ্ডুক, বৃক্ষ, মণ্ডুক, গরুড়, বৃষ শলভ, মকর, উষ্ট্র ভৃঙ্গ এবং যোগ ।

ইহার মধ্যে আট প্রকার আসন প্রধান, এগুলে ঐ সকলের আলোচনীয় নহে, অর্থাৎ প্রয়োজন বিবেচনা করিলাম না ।

যাহা সচরাচর প্রচলিত ঐ দুইটি আসন নিয়ে রচনা করিয়া দিলাম, ইহার মধ্যে পদ্মাসনই প্রশস্ত ।

**পদ্মাসন**,—উর্ধ্বোপরি বিজ্ঞপ্ত সম্যক পদতলে উভে ।

অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবদ্রীয়াদন্তাভ্যাং ব্যংক্রমাত্ততঃ ।

পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্ ।

দক্ষিণ উরুর উপরি দক্ষিণ পাদতল বিজ্ঞপ্ত করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বামপদাঙ্গুষ্ঠ এবং বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণপদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া উপবেশন করিলে পদ্মাসন হয় ।

**স্বস্তিকাসন**,—জানুর্ধ্বোপরন্তরে সম্যক ক্রুড়া পাদতলে উভে ।

ঋদ্ধকায়ো বিশেদ যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে ।

দক্ষিণ জাম্বু ও দক্ষিণ উত্তর অভ্যন্তরে বাম পদতল এবং বাম উরু ও বাম জাম্বুর অভ্যন্তরে দক্ষিণ পাদ প্রবিষ্ট করিয়া সরলভাবে উল্বেশন করিলে স্বস্তিকাসন হয়।

প্রথমতঃ পদ প্রক্ষালনান্তে । • উত্তর বা পূর্বমুখ হইয়া আসনে উপবিষ্ট হইয়া আত্মিক পূজাদি করা কর্তব্য ।

প্রাতঃসন্ধ্যা আত্মিক পূর্বাশ্র (পূর্বমুখ) ও সাং সন্ধ্যাদি বায়ু-কোণাভিমুখ হইয়া কার্য্য করা শাস্ত্রের নিয়ম । ( পশ্চিম ও উত্তর উহার মধ্যস্থলকে বায়ুকোণ বলে )

## আত্মিক ক্রিয়া ।

আত্মিক অর্থে, দিবাকৃত্য । ক্রিয়া অর্থে সমাধি, উপায়, প্রয়োগ । প্রয়োগ অর্থে—প্রবৃত্তিদান বুঝায় । অতএব হিন্দুমাছেরই ( মন্ত্রগ্রহণে ) দিবাকৃত্য অর্থাৎ আত্মিক করা সর্বতোভাবে কর্তব্য কর্ম্ম । এই ক্রিয়ায় এমনই আকর্ষণশক্তি যে, ক্রমে ক্রমে যোগে বলীয়ান হইয়া দেহ রোগশূন্য, চিত্ত কলুষশূন্য এবং ইন্দ্রিয়াদি কামনাশূন্য হইয়া থাকে, তখন জীব ঈশ্বরভিত্তিমুখে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় । ফলতঃ ইহা পার্থিব উপায়ের পথ ।

গ্নান, সন্ধ্যা. পূজা, স্তোত্র (স্তব) পাঠ প্রভৃতি কার্য্য আত্মিক মধ্যে পরিগণিত ।

পূজা ত্রিবিধ,—মানস পূজা, আস্তর পূজা ও বাহ্য পূজা ।

মহাসিদ্ধিকারী পূজা মানসৌ মুক্তিদায়িনী ।

অন্তর্যোগান্তিকা সর্বজীবত্বপরিশোধিনী ॥

বাহ্যপূজা রাজসী চ সৰ্বসৌভাগ্যদায়িনী ।

ভুক্তিমুক্তিপ্রদা চৈব সৰ্বাপৎপরিনাশিনী ॥

সৰ্বদোষক্ষয়করী সৰ্বশত্রুবিনাশিনী ।

সৰ্বরোগক্ষয়করী সৰ্ববন্ধনমোচনী ॥

মানস পূজা মহাসিদ্ধিকরী এবং মুক্তিপ্রদায়িনী। আন্তর পূজা জীবত্পরিশোধিনী অর্থাৎ জীবভাবকে শিবভাবে পরিণতকারিণী। আর বাহ্য পূজা রাজসী পূজা,—উহা সৰ্বসৌভাগ্যদায়িনী, ভুক্তি মুক্তি প্রদা এবং সমস্ত বিপদনাশিনী, সৰ্বদোষক্ষয়কারিণী সৰ্বশত্রুবিনাশিনী ও সৰ্ববন্ধন মোচনকারিণী।

## মানস পূজা ।

বাহ্যপূজা ক্রমেণৈব ধ্যানযোগেন পূজয়েৎ ।

সংপূজ্য চিস্তয়েদেবং বচসা মনসা হৃদা ॥

তথৈব সাধকো লোকে চাস্তর্যাগপ

[( মুণ্ডমালা তন্ত্রে )]

হৃদয়ে প্রার্থনামুদ্রা স্থাপনপূর্বক বাহ্য পূজার উপচার উপকরণাদি এবং উল্লিখিত ক্রম দ্বারা মানস পূজা করিতে হয়। বাক্য, মন ও হৃদয় দ্বারা মানস পূজা করিবে।

## সংক্ষেপ সঙ্ক্যাঙ্কিক ।

কোন কারণে সঙ্ক্যাঙ্কিক করিতে অশক্ত হইলে তাহার ব্যবস্থা  
যথা—

সংক্ষেপসঙ্খ্যামথবা কুর্য্যান্মন্ত্রীহ্মশক্তিঃ ॥

সায়ং প্রাতঃশচ মধ্যাহ্নে দেবং ধ্যাত্বা মনুং জপেৎ ॥

( গৌতমীয়ে )

সঙ্খ্যায় অশক্ত হইলে আচমন, অর্ঘ্যদান, গায়ত্রীজপ ও মূলমন্ত্র জপ করিবে। তাহাতেও অসমর্থ হইলে কেবল মাত্র ধ্যান \* সহকারে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে।

## শিখাবন্ধন ।

ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রী পাঠ করতঃ এবং সকল জাতির স্ত্রী ও অপর জাতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র নিম্নের মন্ত্র পাঠ করিয়া আড়াই পাক দিয়া শিখা বন্ধন করিতে পারেন এবং ইষ্ট-দেবতার মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া সকল জাতিই শিখা বন্ধন করিতে পারেন।

“সহস্রারে ছং ফট্

ইহা বলিয়াও শিখা বন্ধন করিতে পারেন। শিখাবন্ধনের অন্তরূপ মন্ত্র যথা—

ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী মাতানি চ ।

বিষ্ণোর্নামসহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহম্ ॥

বিনা শিক্ষা বন্ধনে অপাদি করিতে নাই।

নিম্নলিখিত মন্ত্রে সকলকেই শিখা মোচন করিতে হয় যথা,—

\* সং, ক্রীং, চিন্তা, একবিষয়ক জ্ঞানধারা, অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে আশ্রয়করণের বৃত্তিপ্রবাহ। ২। ষোণাঙ্গবিশেষ, অস্ত্রাঙ্গ বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ পূর্বক নিয়ত ধ্যেয় বস্তুর চিন্তন।

গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।

তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্ ॥

## তিলক ধারণ ।

বা উর্দ্ধপুণ্ড্র, পুণ্ড্র, অর্থে ফোঁটা ।

উত্তর বা পূর্বমুখে তিলক ধারণ করিতে হয়। ব্রাহ্মণ নাসিকামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত সচ্ছিদ্র উর্দ্ধ পুণ্ড্র কবিবেন। ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড্র। বৈশ্যের অর্দ্ধচন্দ্রাকার ও শূদ্রের বর্তুলাকার অর্থাৎ গোলাকার তিলক ধারণ বিধেয়।

## শক্তিপূজা বিষয়ে তিলক ।

ললাটে বক্তচন্দন, কুঙ্কুম বা চন্দন দ্বাৰা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিনটি রেখা কবিয়া তন্মধ্যে সিন্দূরবিন্দু প্রদান করিতে হয়। এস্থলে মূলমন্ত্র উচ্চারণ কৰতঃ তিলক ধারণ করিতে হয়।

## তিলকের অন্য প্রকার নিয়ম ।

হৃদয়ে স্বেতপদ্মাকার তিলক করিয়া, তন্মধ্যে “ হং ” বীজ লেখা বিধেয় এবং উক্ত স্থানে বেণার ছায়া, অন্য স্থানে বিন্দুর ছায়া তিলক ধারণ বিধান আছে।

তিলক দ্রব্যকে ইষ্ট দেবতার পদরঞ্জোরূপে চিন্তা করিতে হইবে। তিলক করিয়া অপরের অর্দ্বীকরূপে তন্মধ্যে বীজমন্ত্র লিখিতে হয়।

## তিলক ধারণের স্থান নিরূপণ ।

ললাট, হৃদয়, কণ্ঠ, কর্ণবয়, বাহুমূলবয়, নাভি, পৃষ্ঠ, পার্শ্ববয় ও মণ্ডকাদি এই দ্বাদশ স্থানে তিলক করিতে হয়।

তিলক ধারণের সমস্ত নিয়মলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে

৯ম বর্ণা,—

ললাটে কেশবং বিদ্যাং, কণ্ঠে ত্রীপুরুষোত্তমং, বামবাহৌ বাসুদেবং,  
সর্বো দামোদরস্তথা নাভৌ নারায়ণকৈব, মাধবং হৃদয়ে তথা, গোবিন্দং  
দক্ষিণে পার্শ্বে, বামে চৈব ত্রিবিক্রমং, বিষ্ণুং বামকর্ণমূলে, দক্ষিণে  
মধুসূদনং, শিরোমধ্যে হৃষীকেশং পদ্মনাভঞ্চ পৃষ্ঠতঃ, হরের্বাদশনামানি  
পঠিত্বা তিলকানি তু যঃ কুর্যাদৈষ্যবো নিত্যাং স শ্রেয়ভক্তিমাप्नुয়াৎ ।

( পদ্মপুরাণ )

## বিষ্ণুপূজাবিষয়ে তিলক ।

বৈষ্ণবগণকে বাহুতে বংশপত্রের ত্রায়, হৃদয়ে অশ্বখপত্রের ত্রায় এবং  
অত্রাঙ্ক স্থানে তুলসীপত্রবৎ তিলক করিতে হয় । নাসিকামূল হইতে  
কেশ পর্য্যন্ত ললাটে ছিদ্রযুক্ত উর্দ্ধপুণ্ড্র করিতে হয় ।

শিবপূজাতে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করা কৰ্ত্তব্য । ত্রিপুণ্ড্র উর্দ্ধ পুণ্ড্রের সহিত  
ধারণ করিতে হয় । উহা সচ্ছিন্ন করিতেই হয় । কারণ সেই ছিদ্রই  
হরিনন্দির ।

## মতান্তরে তিলকধারণ-মন্ত্ৰ ।

কেশবাসক্ত গোবিন্দ বরাহ পুরাণোত্তম ।

পুণ্যং যশস্ত্রমায়ুষ্ণাং তিলকং মে প্রসীদতু ।

( মৎস্তসূক্তম )

## প্রকারান্তর তিলকধারণমন্ত্ৰ ।

ভালে দীপশিখাকারং বাহুভ্যাং বিল্বপত্রবৎ ।

হৃদয়ে কমলাকারং গ্রীবায়াঞ্চ সমুদ্ভিশেৎ ॥

( মৎস্তসূক্তম )

তিলক ধারণ ব্যতীত জপ, অধ্যয়ন, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি এবং পূজাদি কার্য ভঙ্গীভূত হয় ।

পিতা বর্তমানে কেবল ললাটেই তিলক করিতে হয় । ইহা সাধারণ বিধি ; কিন্তু দেবতাবিশেষে সর্ববর্ণের সাধকই বিশেষ তিলকে অধিকারী ।

## চন্দনধারণ মন্ত্র ।

কাস্তিং লক্ষ্মীং ধ্বতিং সৌখ্যং সৌভাগ্যমতুলং মম ।

দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং 'ধারণাম্যহম্ ॥

## তিলক ধারণের বিধি ।

অঙ্গুলি দ্বারা তিলকাদি করিতে হয়, কিন্তু যেন নখস্পর্শ না হয় । পুষ্টিকামী ব্যক্তি অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা, মুক্তিকামী ব্যক্তি তর্জনি দ্বারা, আয়ুষ্কামী ব্যক্তি অনামিকা দ্বারা তিলক ধারণ করিবেন ।

তিলক করিয়া পরে হস্তকুশ উভয় অনামিকা অঙ্গুলিতে দিয়া প্রকৃত উত্তরীয় হইয়া নারায়ণ সমীপে জাহ্নু মধ্যে হস্ত রাখিয়া কৃতাজ্জলিপুটে বস্ত্র ৩য়, চন্দন, গঙ্গামুক্তিকা অথবা জল দ্বারা তিলক করা যাইতে পারে । এবং কোনমতে বিষ (মতাস্তরে নিষিদ্ধ), তুলসী, পদ্ম, তমাল, নিষ, বস্ত্রীয় কাষ্ঠ ঘষিয়া অথবা রোচনা, কুঙ্কুম ও গোময় দ্বারা তিলক হইতে পারে ।

## আচমন ।

অর্থে—সং ক্লীং পূজাদি কর্মের পূর্বে বিন্দু বিন্দু জলপান পূর্বক জল দ্বারা দেহ শোধন, অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দনাদির পূর্বে হস্তদ্বারা মুখে তিনবার

জল দিয়া এবং দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, দুই চক্ষু, কণ্ঠ ও মেরুদণ্ড,  
( পিঠের শিরদাড়া ) এই অষ্টাঙ্গে হস্ত স্পর্শ করা, ইহাকেই আচমন বলে ।

( ইহার মতান্তরও দেখা যায় )

মানাদি দ্বারা শুচি ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া, ইষ্টদেবতার উপাসনা করিতেছি,  
এইরূপ দৃঢ় চিন্তা করিয়া উত্তর বা পূর্বমুখ হইয়া আচমন করিতে হয় ।

গৌকর্ণাকৃতিহস্তেন মাষমগ্নং জলং পিবেৎ ।

তন্মূনমধিকং বাপি পিবে চৈন্দ্রধিরস্তু তৎ ॥

অর্থাৎ গরুর কাণের ছায়া হাতের তেলো করিয়া একটি মাষকলাই,  
ডুবিতে পারে, এইরূপ জল গ্রহণ করিয়া আচমনের সময় তাহা পান করিতে  
হয় । ঐরূপ তিনবার ঐ পরিমাণ জল লইয়া, পান করিয়া আচমন করিতে  
হয় । অধিক বা অল্প জল না হয় অত্রথায় শোণিত পানের ফল হয় ।  
( কুশের অগ্রভাগের চারি ফোঁটা জলে এক মাষকলাই ডুবিতে পারে । )

প্রক্ষাল্য পাণিপাদৌ চ ত্রিঃ পিবেদম্মু দীক্ষিতম্ ।

সম্ভৃত্যঙ্গুষ্ঠমুলেন দ্বিঃ প্রয়জ্যাত্ততো মুখম্ ॥

সংহত্য তিস্তিভিঃ পূর্বমাস্ত্রমেবমুপস্পৃশেৎ ।

অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেিশিষ্ঠা ত্রাণং পশ্চাদনস্তরম্ ॥

অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃশ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ ।

নাভিঃ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়স্তু তলেন বৈ ॥

সর্বাভিস্ত শিরঃ পশ্চাদ্ভাহু চাগ্রৈঃ সংস্পৃশেৎ ।

এবং কৃত্বা পরঃ পীত্বা বিষ্ণুং স্মৃত্বা শুচিভেবৎ ॥

( স্মৃতিঃ )



ছই পা এবং ছই হাত ধুইয়া, হস্তে ষাষকশাই ( ডুবে ) পরিমাণ জল লইয়া তাহা দর্শন করতঃ তিনবার পান করিবে। পরে হাত ধুইয়া ফেলিয়া মস্তকে ও পদে জলের ছিটা দিবে, দক্ষিণ হস্তের বাকান অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা ছইবার মুখ সার্জন করিবে। তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী ও মধ্যমা এই তিন অঙ্গুলি মিলিত করিয়া মুখ স্পর্শ করিবে, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর দ্বারা নাসিকা স্পর্শ করিয়া তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা চক্ষুদ্বয় ও পরে কর্ণদ্বয় পুনঃ পুনঃ স্পর্শ করিবে। তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি মিলনে নাভিদেশ এবং হস্ততল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। গবে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা মস্তক এবং ঐ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহুদ্বয় স্পর্শ করতঃ বিষ্ণুস্মরণ পূর্বক শুচি হইবে।

অঙ্গুল্যাগ্রে তীর্থং দৈবং স্বপ্নাঙ্গুল্যোমূলে কায়ম্।

মধ্যেহঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলোঃ পৈত্রং মূলে হ্রঙ্গুর্দশ্চ ব্রাহ্মম্ ॥

—ইত্যমরঃ ॥

সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ বলে। কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলদেশকে কায়তীর্থ কহে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যদেশকে পৈত্র তীর্থ এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশকে ব্রাহ্মতীর্থ কহে। আচমনসময়ে এই ব্রাহ্মতীর্থ জল লইয়া আচমন করিতে হয়। আচমনের জল পানকালীন যেন কোনরূপ শব্দ না হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলিকে অঙ্গুষ্ঠ, তাহার পর অঙ্গুলিকে তর্জনী, তাহার পর অঙ্গুলিকে মধ্যমা, তাহার পর অঙ্গুলিকে অনামিকা, এবং শেষ অঙ্গুলিকে কনিষ্ঠা কহে।

## মতান্তরে আচমনবিধি ।

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণু ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা-  
পশুস্তি সূর্যঃ । দিবীং চক্ষুরাততম্ ।

এই 'মন্ত্র দ্বারা দুইবার আচমন করিতে হয় কিন্তু চাতুর্কর্ণ্যের স্ত্রী  
এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ওঁ স্থলে নমঃ বলিবেন ।

## তান্ত্রিক আচমন ।

ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা । ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা । ওঁ শিবতত্ত্বায়  
স্বাহা । এই তিন মন্ত্র তিনবার করিয়া বলিয়া ঐ তিনবারই জল  
পান করিয়া আচমন করিতে হয় ।

শাস্ত্রপ্রমাণ “ বিপ্র ” ( যিনি বেদ পাঠ করেন ) ঐ বিপ্র ভিন্ন  
অপরের প্রণব অর্থাৎ “ওঁ” “স্বধা” “স্বাহা” প্রভৃতি উচ্চারণ অবিধেয় ।  
চাতুর্কর্ণ্যের স্ত্রী ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইহারা ঐ প্রণবমন্ত্র স্থলে  
নমঃ উচ্চারণ করিবেন । কিন্তু কার্যাবিশেষে পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ  
করিতে সকলেরই অধিকার আছে ।

বিপ্র ভিন্ন চাতুর্কর্ণ্যের স্ত্রী এবং অন্যান্য জাতি সকলেই আচমনে  
দৈবতীর্থ দ্বারা অর্থাৎ সমস্ত অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা ওষ্ঠে জলের ছিটা  
দিয়া “নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ” এইরূপ বিষ্ণু স্মরণ  
পূর্বক নিম্নলিখিত পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবেন  
যথা,—

নমঃ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থায় গতোহপি বা ।

যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যভ্যন্তরে শুচিঃ ॥

নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ নমো বিষ্ণুঃ ॥

## সামবেদীয় স্বস্তিবাচন ।

স্বস্তি ( মঙ্গল ) বাচন ( উচ্চারণ ) ।

সং, ক্লীং, মঙ্গল কার্য্যারম্ভে মঙ্গলকথন ।

আচমনান্তে ঞ্জটিকতক আতপ তণ্ডুল দক্ষিণ হস্তে লইয়া “নমঃ সোমং বাজানং বরুণমগ্নিমহাবভামহে । আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাগন্ধ বৃহস্পতিম্ । নমঃ স্বস্তি, নমঃ স্বস্তি, নমঃ স্বস্তি ।”

এই মন্ত্র পাঠান্তে ঐ তণ্ডুলগুলি নিক্ষেপ করিবে । এবং কর-  
ষোড়ে নমঃ সূর্য্যঃ সোম যমঃ কালঃ সন্ধ্যা ভূতান্নহঃ ক্ষপাঃ । পবনোদিক্  
পতিভূমিরাকাশং খচবামরাঃ ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায় কল্পধুমিহসান্নিধিম্ ।  
নমঃ তৎ সং অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু ।

## দিকৃপাল ।

ইন্দ্রোবহ্নিঃ পিতৃপতি নৈঋতৌ বরুণোমরুৎ ।

কুবের ঈশঃ পতয়ঃ পূর্বাদীনাং দিশাং ক্রমাৎ ॥

অর্থ—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের, শিব, ব্রহ্মা,  
অনন্ত এই দশ ।

প্রত্যেক বার আতপ চাউল ছড়াইতে হয় ; অভাবে গজাজল ।

## যজুর্বেদীয় স্বস্তিবাচন ।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃক্ষশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ । স্বস্তি  
নস্তাক্ষ্যো অগ্নিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু । ওঁ স্বস্তি তিনবার ।

## সঙ্কল্প বিধি ।

প্রথম স্তুতিবাচন । কর্তব্যোহস্মিন্ অমুক কর্ম্মাণি ওঁ পুণ্যাহং তবস্তো  
ত্রবস্ত । ওঁ পুণ্যাহং তিনবার ।

সন্ধ্যা আঙ্গিক কালে আচমন করিয়া পর পর যাহা যাহা করিতে  
হয় তাহার প্রমাণ ।

আচম্য দ্বারদেশে তু সামান্যার্ঘ্যং সমাচরেৎ ।

লিপিস্থম্যাদিবিস্মাসো মূলেন করশোধনম্ ॥

করব্যাপকবিস্মাসং কৃত্বাঙ্গানি নসেৎ সূধীঃ ।

তালত্রয়ং দিশাং বন্ধঃ প্রাণায়ামত্রয়ং তথা ॥

ধ্যাননিষ্ঠশ্চৈবপূজা জপশ্চ কালিকার্চনম্ ।

অয়মেব বিধিঃ প্রোক্তঃ সর্বেষাং যজনক্রমঃ ॥

উপচারৈঃ ষোড়শকৈস্তদুবেৎ পূজনং মহৎ ।

নিত্যে দশোপচারৈশ্চ পঞ্চ বা কারয়েৎ সূধীঃ ॥

\* সঙ্কল্পে তিন প্রকার মাস ব্যবহৃত হয়, সৌর, মুখ্য চান্দ্র ও গৌণ চান্দ্র ।  
সংক্রান্তি হইতে অপর সংক্রান্তি পর্য্যন্ত সৌর ; শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্তা পর্য্যন্ত  
মুখ্য চান্দ্র । কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত গৌণ চান্দ্র । বিবাহাদি সংস্কার  
প্রভৃতি কাহ্যে সৌর এবং রাশ্যোন্মেষ করিতে হয় ।

সঙ্কল্পেই হরিতকীই শ্রেষ্ঠ, তাহার অভাবে রক্তা দিবে কিন্তু স্থপারি কদাচ দিবে  
না ।

অভাবে গন্ধপুষ্পাভ্যাং পুষ্পেণ তদভাবতঃ ।

তদভাবে যজ্ঞে পত্নৈস্তুগুণেন জলেন বা ॥

মানসীং তদভাবেন পূজাং ন লজ্যয়েৎ কচিৎ ।

অর্থাৎ “বাহু পূজার সাধারণ নিয়ম এই যে, নিত্য পূজায় আচমন, সামান্ধ্য, মাতৃকাস্ত্যাস, ঋষ্যাদিহাস, হস্ত শোধন, করহাস, অঙ্গহাস, দ্বিগন্ধন, প্রাণায়াম, দেবতা ধ্যান, দশোপচারে, পঞ্চোপচারে, তদভাবে গন্ধপুষ্পে, কেবলমাত্র পুষ্পে এবং নিত্যন্ত অভাবে পত্রদ্বারা, তণুল ( আতপ চাউল ) দ্বারা অথবা জল দ্বারা পূজা হইতে পারে, তাহারও একান্ত অভাবে মনে মনে পূজা করিলে । ফলতঃ পূজাকার্য্য কোন দিবসই পরিত্যাগ করা না হয় ।”

নিত্য পূজায় ঐ সকল বিষয়ের অমুষ্ঠান করিতে হয় । সৰ্ব্ব দেবতার পক্ষেই ঐ নিয়ম । অতএব ঐ অমুষ্ঠানগুলি যেরূপভাবে করিতে হয়, তাহা পর পর বিশদভাবে লিখিত হইল ।

আসন অর্থাৎ পদ্মাসনাদি উপবেশন বিজ্ঞাননিয়ম, শিখাবন্ধন, তিলক ও আচমনাদি ব্যবস্থা এই গ্রন্থে দেখিয়া লইবেন ।

## সামান্ধ্য্য ।

ত্রিকোণবৃত্তভূবিশ্বমণ্ডলং রচয়েৎ ততঃ ।

আধারশক্তিং সংপূজ্য তত্রোদারং বিনিক্ষিপেৎ ॥

অস্ত্রেণ পাত্রং সংশোধ্য হৃন্মস্ত্রেণ প্রপূরয়েৎ ।

নিক্ষিপেৎ তীর্থমাবাহ্য গন্ধাদীন্ প্রণবেন তু ॥

দর্শয়েৎ ধেনুযুজ্ঞাং বৈ সামান্ধ্য্যমিদং স্মৃতম্ ।

সামাজ্যার্থ্য স্থাপনের প্রণালী এই, নিজের সম্মুখে মাটিতে একটু জলের ছিটা দিয়া তাহার উপরে ত্রিকোণবৃত্ত ভূষিষ্ণু \* লিখিয়া “আবাহন শক্ত-হে নমঃ” এই বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা তাহার পূজা করিবে। পুষ্পের অভাবে আতপ তণ্ডুল, তদভাবে কেবল জল দ্বারা উহা পূজা করিতে হয়। পরে তাহার উপর “ফটু” এই মন্ত্রে কোশা বা অগ্নি জলপাত্রে পূজার জল রক্ষিত করিবে। এবং ধোত করিয়া স্থাপন করতঃ “নমঃ” মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাতে জল পূর্ণ করিবে। সেই জলে অঙ্কুমুদ্রা—

## জলশুদ্ধি ।

অঙ্কুমুদ্রাযোগে ( দক্ষিণ হস্তকে । মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, উহা হইতে মধ্যমাকৈ সবলভাবে ও তর্জ্জনী অঙ্গুলিকে বক্রভাবে বাহির করিবে ) ও তর্জ্জনীর অগ্র দ্বারা ঐ জল আলোড়ন অর্থাৎ নাড়াচাড়া পূর্বক,—

“গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি,  
নর্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥”

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক তীর্থ আবাহন করতঃ, তাহার পর ঐ জলে প্রণব অর্থাৎ “ওঁ” এবং সকল জাতির স্ত্রী ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র “নমঃ” মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক গন্ধপুষ্প ঐ জলে নিক্ষেপ করিয়া এবং “বং” এই মন্ত্রে ধেমুমুদ্রা দেখাটবে।

---

\*পৃথিবীর বাহ্য আকার গোলাকার, কিন্তু শাস্ত্রকারদিগের মতে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক আকার ত্রিকোণ; এই ত্রিকোণ আকারের হ্রাসবৃদ্ধি নাই। ইহা কল্লাস্তকালস্থায়ী এবং আধারশক্তি, আকর্ষণশক্তি ও জননশক্তি তাহাতেই অবস্থিত। তাহার জাপক বীজ “হং”

**ধেনুমুদ্রা**—হাত জোড় করিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলির মধ্যে মধ্যে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি প্রবেশ করাইয়া, দক্ষিণ তর্জনী বাম মধ্যমাতে এবং বাম কনিষ্ঠা, দক্ষিণ অনামিকাতে ও দক্ষিণ কনিষ্ঠা, বাম অনামিকাতে যোগ করাকে “ধেনুমুদ্রা” কহে। ঐ কোশাস্থিত জলের উপর ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া পরে,—

**মৎস্যমুদ্রা**—দক্ষিণ হস্ত অধোমুখ করিয়া তাতার পৃষ্ঠে বাম হস্তকে অধোমুখে ধরিয়া উভয় অঙ্গুষ্ঠ বাহির করিয়া রাখিবে। উহাকেই মৎস্যমুদ্রা কহে। মৎস্যমুদ্রা দ্বারা ঐ জল আচ্ছাদন করতঃ তদুপরি দশধা বা অষ্টধা প্রণব \* জপ করিয়া ঐ জল তিনবার ভূতলে ছিটাইয়া আপন মস্তকে ও সমুদয় পূজোপকরণে ছিটাইয়া দিবে।

## দ্বারদেবতাগণের পূজা।

দ্বারমর্য্যাস্থিভিঃ প্রোক্ষ্য দ্বারপূজাং সমাচরেৎ ।

উর্দ্ধোড়ম্বরকে বিষুং মহালক্ষ্মীং সরস্বতীম্ ॥

ততো দক্ষিণশাখায়াং বিষ্বং ক্ষেত্রশমন্যতঃ ।

পার্শ্বদ্বয়ে তথা গঙ্গায়মুনে পুষ্পবারিভিঃ ॥

দেহল্যামর্চয়েদস্তং প্রতিদ্বারমিতিক্রমাৎ ॥

অর্থাৎ জলে পূজাগৃহদ্বার অভ্যক্ষণ + করিয়া চতুর্দিকস্থ দ্বারদেবতাগণের পূজা করিবে। যথা,—

\* প্র—মু স্তুতিবরা + অ (অঙ্)—ন) সং, পুং, ঈশ্বরের গুঢ় নাম ওঁকার।  
 শিঃ—১ “ঈশ্বরস্ত বাচকঃ প্রণবঃ।” ২। অসীমহীকিতামাভুঃ প্রণবশ্চন্দ্রসামিবা।”  
 ২। সামবেদের অবয়ববিশেষ। ৩। বিষু।

+ —কোন বস্তুর উপর জল ছড়ান।

বিষ্ণবে নমঃ, মহালক্ষ্মী নমঃ, সরস্বতৌ নমঃ, বিদ্যায় নমঃ, ক্ষেত্রপালায়  
নমঃ, যমুনাত্মৈঃ নমঃ, অস্ত্রায় নমঃ ।

**ত্রিপুরা দেবীর পূজায়** বিভিন্নরূপ ব্যবস্থা আছে ।  
যথা—( ত্রিপুরা দেী । ) গণেশং ক্ষেত্রপালঞ্চ যোগিনীং বটুকং তথা । গজাঞ্চ  
যমুনাক্ষৈব লক্ষ্মীং বাণীং ততো যজ্ঞেৎ ।

বাঁহারা ত্রিপুরা দেবীর পূজা করিবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত দ্বারদেবতা-  
গণের পূজা করিবেন ; যথা—গণেশায় নমঃ, ক্ষেত্রপালায় নমঃ, যোগিত্মৈ  
নমঃ, বটুকায় নমঃ, গজাত্মৈ নমঃ, যমুনাত্মৈ নমঃ, লক্ষ্ম্যৈ নমঃ, সরস্বতৌ নমঃ ।

**বিষ্ণুপূজার** দ্বারদেবতা বিভিন্ন । যথা,—( বৈষ্ণবাদৌ । )  
নন্দঃ সুনন্দশচ গুপ্ত প্রচণ্ডাবল এব চ । অবলো ভদ্রনামা চ স্তভদ্রৌ  
বিষ্ণবৈষ্ণবাঃ ।

বিষ্ণুপূজা করিতে নিম্নলিখিত দ্বারদেবতাগণের পূজা করিতে হয় ।  
যথা,—

নন্দায় নমঃ, সুনন্দায় নমঃ, চণ্ডায় নমঃ, প্রচণ্ডায় নমঃ, বলায় নমঃ,  
অবলায় নমঃ, ভদ্রায় নমঃ, স্তভদ্রায় নমঃ, বিষ্ণবৈষ্ণবায় নমঃ ।

**সংক্ষেপে পূজা** করিবার প্রয়োজন হইলে সকলেই “দ্বার-  
দেবতাভ্যো নমঃ” বলিয়া দ্বারদেবতাগণের পূজা করিতে পারেন । এবং  
ইহার পর বিষ্ণু উৎসারণ করিতে হইবে ।

**বিষ্ণু উৎসারন** । অনন্তরঃ দেশিকেন্দো দিব্যদৃষ্টাব-  
লোকনৈঃ । শব্দব্যাসুৎসারয়েদ্বিগ্নানস্ত্রায়ৈত্যন্তরীক্ষগান্ । পার্শ্বিষ্ঠাতৈস্ত্রিভি  
র্ভৌমানিতি বিগ্নান্নিবারয়েৎ ॥ ততোহক্ষতান্ সমাদায় দক্ষে নারাজমুদ্রায় ।  
প্রক্ষিপেদস্তম্বেণ গৃহান্তবিষ্ণুশাস্তয়ে ॥



বিষয় উৎসারনের প্রণালী এই যে—

দিব্যদৃষ্টি দ্বারা \* উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করতঃ গৃহাকাশ অবলোকন করিয়া “অস্ত্রাশ্র ফট্” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দক্ষিণাবর্তে ( ডাইন দিকে ) মন্তকের চতুর্দিকস্থ স্বাকাশে জলধারা প্রদান পূর্বক বাম পদেব গুল্ফ অর্থাৎ গোড়ালী দ্বারা বাম দিকে ভূমিতে তিনবার আঘাত করিয়া সমস্ত বিষয় বিনিবারিত অর্থাৎ সমাক্ নিবারিত হইয়াছে, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া “ফট্” মন্ত্রে সাতবার তণ্ডুলের উপর জপ করিয়া ঐ তণ্ডুল নারায়ণ-মূর্ত্তার দ্বারা গ্রহণ পূর্বক ছড়াইয়া দিবে।

নারায়ণ মূর্ত্তা—দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী বৃদ্ধাঙ্গুলের অগ্রভাগসংযুক্ত রাখিয়া, অপর অঙ্গুলি অর্থাৎ মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই অঙ্গুলি-ত্রয় বক্রভাবে অধোমুখ রাখিবে, ইহাকেই নারায়ণ মূর্ত্তা কহে। এবং তৎসময় এই বলিবে যথা,—

অপসর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ।

যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্ত শিবাভ্যয়া।”

এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে বিকিরণ দ্রব্য ছড়াইয়া দিবে।

অত্র মতে—‘অপসর্পন্ত তে’ এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ভূমিতে তিন পদাঘাত করিয়া ও মন্তকের উপর তিনবার ফট্ মন্ত্রে করতালি দিয়া তুড়ি দ্বারা ভূতাপসারণ ও দশদিক্ বন্ধন করিতে হয়।

বিকিরণ দ্রব্য স্বাধা—

লাজচন্দনসিদ্ধার্থভস্মদুর্ব্বাক্কুরাক্ততাঃ।

বিকিরণেতি সন্দিগ্ধাঃ সর্ব্ববিঘ্নোঘনাশকাঃ ॥

\* দিব্যদৃষ্টি দেবচক্ষু দ্বারা দেখা। পলকহীন দৃষ্টি দেবদৃষ্টি।

তৈ, চন্দন, ষ্ঠেতসরিষা, তাম্র, দুর্ধ্বা ধূনা, যব, তণ্ডুল, অথবা আতপ তণ্ডুল এই সমস্ত দ্রব্য বিকিরণ নামে অভিহিত। বিদ্যাপসারণের জন্য ইহার যে কোন একটি দ্রব্য ছিটাইয়া দিতে হয়। ঐ সকল দ্রব্য অভাবে গঙ্গাজলের ছিটা দিতে হয়। বিঘ্ন উৎসারণ বা বিদ্যাপসারণ একই বিষয়।

অনন্তর আসনশুদ্ধি করিতে হয়। কেহ কেহ বিদ্যাপসারণের পূর্বেও আসনশুদ্ধি করিয়া থাকেন।

আদৌ বিদ্বান্ সমুৎসার্য্য পশ্চাদাসনকল্পনম্।

অথবা চাসনে স্থিত্বা বিদ্বানুৎসারয়েৎ স্তবীঃ ॥

আগে বিদ্যাপসারণ করিয়া আসন কল্পনা করিবে, অথবা আসন শুদ্ধির পব বিদ্যাপসারণ করিবে।

## আসন গ্রহণ বা আসনশুদ্ধি।

কুশাসন কি কঙ্কাসন অর্থাৎ যে আসনে সাধক বসিবেন, উহার একদিকে একটি ত্রিকোণমণ্ডল লিখিয়া তাহার মধ্যে “হং” এই বীজ লিখিবেন তৎপরে “হীং আধারশান্তয়ে কমলাসনায় নমঃ” এই মন্ত্রে একটি চন্দনযুক্ত পুষ্প অথবা আতপ তণ্ডুল অভাবে কেবল জল প্রক্ষেপ ( অর্থে ফেলা বা ছিটাইয়া দেওয়া ) করিবে। ( পুং দেবতা হইলে ত্রিকোণটি উর্দ্ধমুখ এবং স্ত্রীদেবতা হইলে অধোমুখ হইবে। )

তাহার পর—আসন ধরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে যথা,—

## আসন মন্ত্র।

যেকপৃষ্ঠাধিঃ সূতলং ছন্দঃ। ঐকুণ্ডো দেবতা আসনপরিগ্রহে  
( অধিষ্ঠানে উপবেশনে ) বিনিয়োগঃ।

ওঁ পৃথিবীস্থয়া ধৃত লোকা দেবিস্থং বিষ্ণুনা ধৃত।

তঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্।

পদ্মাসনে বা স্বস্তিকাসনে উপবেশন করিয়া—পুটাজলি হস্তে অর্থাৎ করজোড়ে—গুরুপঙ্ক্তির নমস্কার করিবে। যথা,—মস্তকের বামভাগে গুরুভ্যো নমঃ, পরমগুরুভ্যো নমঃ, পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, পরমেষ্ঠি-গুরুভ্যো নমঃ, \* মস্তকের দক্ষিণভাগে গণেশায় নমঃ, মস্তক মধ্যে নারায়ণায় নমঃ, ( অথবা মূল যে দেবতার পূজা করা হইবে ) বলিয়া স্থান স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে হয়। পরে করপঙ্ক্তি কবিতে হয়। যথা,—

করপঙ্ক্তি।—তদর্থে একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া ( অভাবে জল ) “ফট্” এই মন্ত্রে তাহা দুই হস্তেব তলে মর্দন করিয়া বাম দিকে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে সম্মুখে ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধে উর্দ্ধে তিমটি তালি দিয়া দক্ষিণাবর্তে ( ডাইন দিক্ হইতে ) ক্রমে পূর্বদিক্ হইতে ছোটিকা ( তুড়ি দ্বারা ) দিশদিক্ বন্ধন পূর্বক ভূতপঙ্ক্তি কবিবে। ( পূর্ব অগ্নি দক্ষিণ, নৈঋত, পশ্চিম, বায়ু উত্তর, ঈশান, উর্দ্ধ, অধঃ এ দশ ) \*স্ত শোধন বা করপঙ্ক্তি একই কথ'।—

\* গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু ও পরমেষ্ঠিগুরু অর্থে অনেকে ভাবিয়া থাকেন, গুরুর গুরু পরম গুরু—ইত্যাদি, বস্তুতঃ তাহা নহে।

মন্ত্রদাতা গুরুঃ শ্রোক্তো মন্ত্রার্থাঃ পরমো গুরুঃ।

পরাপরগুরুস্তুঃ হি পরমেষ্ঠিগুরুত্বম্। শিববাক্য।

যিনি মন্ত্রদাতা তিনি গুরু, মন্ত্রের বর্ণ সকল পরমগুরু ; শক্তি পরাপর গুরু, পরমেষ্ঠিগুরু শিব, অর্থাৎ মন্ত্রদাতা গুরু। বাঙময় মন্ত্রবর্ণ পরম গুরু, প্রকৃতি পরাপর গুরু ও পুরুষ পরমেষ্ঠিগুরু।

## সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি ।

“রং” মন্ত্রে আপনার চতুর্দিকে জলধারা দিয়া, আপনারকে বহি-  
( অগ্নি ) প্রাচীরের মধ্যবর্তী ভাবনা করিবে । পরে নাসিকাধ্বয় টিপিয়া  
ধরিয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিয়া দেবতাকে ( অর্থাৎ নিজ  
দেবতা ) ভাবনা করিলেই সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি \* হয় । মন্ত্রচতুষ্টয় যথা,—

ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ স্মৃক্ষাপথেন

জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা । ১

ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় স্বাহা । ২

ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা । ৩

ওঁ পরমশিব স্মৃক্ষাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লমোল্লস

জ্বল-জ্বল-প্রজ্বল-হংসঃ সোহহং স্বাহা । ৪

## কৃষ্ণবিষয়ক সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি ।

স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েৎ শ্রীকৃষ্ণচরণাস্মুজম্ ।

ভূতশুদ্ধিরিযং প্রোক্তা সর্বগামবিশারদৈঃ ॥

অর্থাৎ নিজ হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণদেবের চরণাস্মুজ ধ্যান করিলেই ভূতশুদ্ধি  
হয় ।

\* ক্রিতি, অপ্, তেজ, মরৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ ভূতের দ্বারা দেহ নিষ্প্রিত হইয়াছে ।  
এই পঞ্চভূতের শুদ্ধিবিধানকেই ভূতশুদ্ধি বলা হইয়া থাকে ।

## মাতৃকা ত্রাস ।

সমস্ত জীব হইতে মানুষ শ্রেষ্ঠ । সমস্ত জীবে যে শক্তি নাই, তাহা মানুষে আছে, মানুষ বাক্শক্তির অধিকারী । এই বাক্শক্তিই সাধনপথেব অবলম্বন । অত্যাগ্ৰ জীব ক্রমবিবর্তবাদের পথে মানুষ হইয়া যখন এই বাক্শক্তির অধিকারী হইবে, তখন সাধন দ্বারা মুক্তিপথের পথিক হইতে পাবিবে । অত্যাগ্ৰ জীবের যদিও শব্দশক্তি আছে তাহা অস্পষ্ট, কেবল সাক্ষেতিক ধ্বনিসাত্র । যাহা হউক, যিনি এই মনুষ্যভাষার বা মানবীয় বাক্শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যাহাবা বা যে ঐশী শক্তির অনুগ্রহে মানুষ ভাষা উচ্চারণে সমর্থ—শাস্ত্রে সেই শক্তি বা মহাদেবীকে সরস্বতী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । বর্ণময়ী মাতৃদেবীর সেই মহাশক্তি সর্বস্বতীব বিভূতিবিশেষ । মানবদেহের যেখানে যেখানে সেই বর্ণশক্তি, অর্থাৎ মাতৃকাত্রাস, সেই সেই স্থলে পাপ বিনষ্ট হইয়া শব্দশক্তির উদ্বোধন হইয়া থাকে । শাস্ত্রে আছে,—

মাতৃকাং শৃণু দেবেশি ত্রাসেৎ পাপ-নিকুল্তনীম্ ।

ঋষিব্রহ্মাশ্চ মন্ত্রস্য গায়ত্রীচ্ছন্দ উচ্যতে ॥

দেবতা মাতৃকাদেবী বীজং ব্যঞ্জনমুচ্যতে ।

শক্তয়স্তু স্বরা দেবী ষড়ঙ্গত্রাসমাচরেৎ ॥

মাতৃকাত্রাস সর্পপাপবিনাশকারী । ইহার ঋষিব্রহ্মা, ছন্দ গায়ত্রী, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মাতৃকা দেবী, বীজসমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণ এবং শক্তি স্বরবর্ণ । ইচ্ছা দ্বারা সাধক ষড়ঙ্গবিজ্ঞাস করিবে ।

ভাষা এই ত্রাসের শক্তি ও বীজ । ভাষার উপাদান ( অবলম্বন ) বর্ণ,—মাতৃকাদেবী তন্ময়ী, কাজেই বীজ ও শক্তি বর্ণসমুদয় । মাতৃকা দেবীর ধ্যানেও একথা স্পষ্ট জানিতে পারা যায় । তাহার ধ্যান এই—

পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ পদ্মধাবক্ষঃস্থসাংভান্মৌলিনিবন্ধচন্দ্রশকলা-  
মাণীনতুজন্তনীম্ ।

মুদ্রামঙ্গুগুণং সুধাচ্যকলসং বিজ্ঞাঞ্চ হস্তাষ্টকবিজ্ঞাণাং বিশদপ্রভাং  
ত্ৰিনয়নাং বাগ্দেশবতামাশ্রয়ে ॥

পঞ্চাশৎ বর্ণে মাতৃকা দেবীর মুখ, বাহু, চরণ, মধ্যকার বক্ষঃস্থল  
বিভক্ত। ইহার লগাটে 'উজ্জ্বল চন্দ্র নিবন্ধ আছে, স্তনদ্বয় অতি স্থূল,  
এং চারি হস্তে মুদ্রা, জপমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও বিজ্ঞাপাষণ করিয়াছেন,—  
এবতুতা বিশদপ্রভা ত্ৰিনয়না বাগ্দেশবতাকে আশ্রয় করি ।

এতদ্বারা বুঝিতে পারা গেল যে, মাতৃকাদেবী বর্ণময়ী বা বর্ণশক্তি  
স্বরূপিণী এবং তিনি বাক্যের দেবতা। অতএব শব্দশক্তির পূর্ণতা  
জ্ঞাত ও পূজাধিকার প্রাপ্তির জ্ঞাত ভূতশুদ্ধির পর মাতৃকান্যাসের বিধান  
প্রয়োজন। মাতৃকান্যাসের আন্তরিক অর্থ—সাধকের শরীরে শাস্ত্রোক্ত  
নিয়মে বর্ণরাশির ক্রমবিন্যাস অর্থাৎ ভাবময় বর্ণ সাজাইয়া দেওয়া ।

মাতৃকান্যাস করিতে প্রথমে ইহার ঋষ্যাদি স্মরণ করিতে হয় । তদর্থ  
হাত ঘোড় করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ ও স্মরণ করিবে । মন্ত্র যথা,—

অস্ত্র মাতৃকা মন্ত্রস্ত ব্রহ্ম ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা সর্বস্বতী দেবতাহলো  
বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ ।

অনন্তর ত্রাস করিতে হয় । তাহার প্রণালী এষ্টরূপ যে, নিম্নলিখিত  
মন্ত্র পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত বর্ণসকল নিজ দেহেব নিম্নোক্ত স্থানে পাঠ ও  
ভাবনা দ্বারা বিস্তৃত করিতে হয় । যথা,—**মাতৃকান্যাস** ।

মস্তকে—ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ ।

মুখে—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ ।

হৃদয়ে—মাতৃকাসর্বস্বতৌ দেবতায়ৈ নমঃ ।

শুভে—হলেভো বীজেভো নমঃ ।

পাদধয়ে—স্বরেভাঃ শক্তিভ্যো নমঃ ।

## করতাস ।

পর পর নিম্নলিখিত মন্ত্রে করতাস ও অঙ্গতাস করিবে । করতাসে ও অঙ্গতাসে যেখানে যে প্রকার অঙ্গুলিবিজ্ঞাস করিতে হয়, তাহা করতাস ও অঙ্গতাস বিধানে লিখিত হইল । করতাসমন্ত্রমুখা,—

অং কং খং গং দং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ।

ইং চং ছং জং ঝং ঞং টং তর্জনীভ্যাং স্বাহা ।

উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং মধ্যমাভ্যাং বম্বট্ ।

এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হং ।

ঔং পং ফং বং ভং ঞং ওং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ ।

অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং কং আঃ ।

করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অঙ্গায় ফট্ । এই মন্ত্রে করতাস হইল ।

## মতান্তরে করতাস ।

“ও অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ,” বলিয়া তর্জনী অঙ্গুলি বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর দিবে । “নং তর্জনীভ্যাং স্বাহা,” “মং মধ্যমাভ্যাং বম্বট্” “শিং অনামিকাভ্যাং হং,” “বং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্,” বলিয়া ক্রমে ক্রমে অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলির উপর দিবে । পরে “যঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অঙ্গায় ফট্,” বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী, মধ্যমাতে যোগ করতঃ বাম হস্তের পৃষ্ঠ ও তলস্পর্শ করিয়া তালি দিবে । পরে অঙ্গতাস করিবে ।

## অঙ্গন্যাস ।

আং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ ।

ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঙং শিরসে স্বাহা ।

উং টং ঠং ডং ঢং ণং উং শিখায়ৈ বযট্ ।

এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হং ।

ঔং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়া বৈষট্ ।

অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং কং

অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্ ।

## মতান্তরে অঙ্গন্যাস ।

“ওঁ হৃদয়ায় নমঃ” বলিয়া তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবে। “নং শিরসে স্বাহা” বলিয়া তর্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক, “মং শিখায়ৈ বযট্,” বলিয়া অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা শিখা, “শিং কবচায় হং” বলিয়া দক্ষিণ হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাম বাহু, এবং বাম হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ বাহু, “বাং নেত্রত্রয়ায় বৈষট্” বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা দুই চক্ষু ও নাসিকার মূলভাগ স্পর্শ করিবে। পরে “য় করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্” বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি যোগ করতঃ বাম হস্তের পৃষ্ঠ ও তলস্পর্শ করিয়া তালি দিবে।

করতাস ও কুম্ভকাসে ত্র্যম্বকগণ ও, নং, মং, শিং, বাং, যং, ইহাই বলিবেন এবং সকল আতির দ্রী ও অগর আতির উক্ত স্থানে যথাক্রমে শাং, শ্বিং, শৃং, শৈং শৌং, শঃ, বলিবেন।



“আচমা হারদেশে তু সামাজ্জার্থা সমাচরেৎ” ইত্যাদি বচনপ্রমাণের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, অন্তমাতৃকাত্মাস, বাহ্যমাতৃকাত্মাস, বর্ণ ত্মাস, ব্যাপকত্মাসাদি নিতাপূজ্য প্রচলিত নাই। মহাপূজ্য ঐ সকল আবশ্যক হয়।

## ঋষ্যাদি ন্যাস।

ঋষ্যাদি ত্মাস না করিয়া জপ পূজাদি করিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না।  
যথা,—

ঋষিচ্ছন্দোহপরিজ্ঞানাম্ মন্ত্রঃ ফলভাগ্ ভবেৎ ।

দৌর্বল্যং যাতি মন্ত্রাণাং বিনিয়োগমজ্ঞানতাম্ ॥

ঋষিচ্ছন্দ পরিজ্ঞাত না হইয়া পূজাদি করিলে মন্ত্রের ফললাভ করা যায় না আর বিনিয়োগের ( প্রবেশন বা প্রবেশকরণ ) অজ্ঞানে মন্ত্র দুর্বল হয়। ঋষিচ্ছন্দ কি তাহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

মহেশ্বরমুখাজ্ জ্ঞাত্বায়ঃ সাক্ষাত্তপসা মনুম্ ।

সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষিরীরিতঃ ।

গুরুত্বান্মন্তকে চাস্ত্য ন্যাসস্ত পরিকীর্তিতঃ

সর্বেষাং মন্ত্রতত্ত্বানাং ছাদনাচ্ছন্দ উচ্যতে ।

অক্ষরত্বাৎ পদত্বাচ্চ মুখে ছন্দঃ সমীরিতম্ ।

সর্বেষামেব জন্তুনাং ভাষণাৎ প্রেরণাস্তথা ।

ছদয়ান্তোজমধ্যস্থা দেবতা তত্র তাং ন্যসেৎ ।

যে শুদ্ধাত্মা ব্যক্তি প্রথমে মহাবোগী মহেশ্বরের বদন হইতে যে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি, এই ঋষি

আদি গুরু, কেন না তিনিই মানুষের নিকট সেই মন্ত্রের প্রকাশক,—  
অতএব মন্তকে ঋষিক্তাস করিতে হয়। বাহার দ্বারা মন্ত্রের তত্ত্ব অর্থাৎ  
রহস্য আবৃত থাকে,—গুপ্ত থাকে, তাহাই সেই মন্ত্রের ছন্দঃ। ছন্দঃ সকল  
অক্ষর ও পদবটিত, সেই অক্ষর ও পদ মুখ হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে,  
এইকন্ত মুখের ছন্দঃ ত্রাস করিতে হয়। যিনি হৃৎপদ্মে থাকিয়া ( বাকীর  
অধিষ্ঠাত্রী হইয়া ) জীবদিগকে সেবকভাবে পরিভাবিত ও কার্যে প্রবৃত্তি  
দান করেন, তিনি দেবতা ; অতএব হৃৎপদ্মে দেবতার ত্রাস করিবেন।  
এতদ্ভিন্ন গুহ্যে বীজ, পদদ্বয়ে শক্তি ও সর্বাঙ্গে কীলক \* বিন্যাস করিতে  
হয় যথা,—

ঋষিং ত্রাসেন্মূর্চ্ছিন্ দেশে ছন্দস্ত মুখপঙ্কজো ।

দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজস্ত গুহ্যদেশকে ।

শক্তিঞ্চ পাদয়োঃশ্চৈব সর্বাঙ্গে কীলকং ন্যাসেৎ ।

ঋষ্যাদিন্যাস দেবতা ও মন্ত্র ভেদে বিভিন্ন ; অতএব মূলে যে দেবতার  
পূজা করিতে হইবে, আপন আপন ইষ্ট দেবতার নিকট শিক্ষণীয়।

## সংক্ষেপ ঋষ্যাদি ত্রাস ।

“ওঁ বামনেবঞ্চবয়ে নমঃ” বলিয়া মন্তকে, ‘ওঁ পণ্ডিত্বেছন্দসে নমঃ’  
বলিয়া মুখে, “ওঁ জগানায় দেবতায়ৈ নমঃ” বলিয়া হৃদয়ে দক্ষিণ কর  
স্পর্শ করিবেন।

## প্রণায়াম ।

সরলভাবে মূলাধার হইতে মেরুদণ্ড ( পিঠের শির, দাঁড়া গুহ্য )  
ঠিক সমান রাখিয়া আসনে উপবেশন করিতে হয়। মূলাধার সঙ্কোচ

\* তত্ত্বোক্ত দেবতা, মন্ত্র বিবেচ, দেবীমাহাত্ম্য পাঠের পূর্বপাঠ্য অবশিষ্টেব।

করিয়া পূরক, কুস্তক, রেচক অর্থাৎ মুহূর্ত্তাবে শ্বাসবায়ু আকর্ষণ, রোধ ও পরিত্যাগ করিতে করিতে দেবমুষ্টি দ্বারা চিন্তা করিতে হয়।

বায়ুর গমন অর্থাৎ শ্বাসত্যাগ ও আগমন অর্থাৎ শ্বাসগ্রহণ এবং প্রাণের ধারণ, এই তিনপ্রকার কার্য্যকে যোগিগণ প্রণায়াম কহেন। প্রাণ অর্থে প্রাণবায়ু এবং আয়াম অর্থে তাহার নিরোধ, এই জন্য প্রাণায়াম অর্থে প্রাণবায়ুকে নিরোধ করা বুঝায়।

( বেদান্তসার )

প্রাণায়াম করিতে হইলে শ্বাসগ্রহণ, শ্বাসধারণ ও শ্বাসত্যাগ এই তিনটি কার্য্য করিতে হয়।

শ্বাসগ্রহণকে পূরক, শ্বাসধারণকে কুস্তক ও শ্বাসত্যাগকে রেচক কহে। সেই পূরক, কুস্তক ও রেচক বর্ণত্রয়াত্মক। সেই বর্ণত্রয় প্রণবরূপে উক্ত হইয়া থাকে, অতএব প্রাণায়াম প্রণবময়।

( গন্ধর্ব্বতন্ত্র )

প্রাণায়াম আটপ্রকার, যথা—সহিত, সূর্য্যভেদ, উজ্জয়ী, শীতলী, ভাস্কিকা, ভ্রামরী, মুচ্ছা ও কেবলী। এই আটপ্রকার প্রাণায়াম মধ্যে সহিত নামক প্রাণায়াম সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য। অন্যান্য প্রাণায়ামগুলি যোগ-সাধনের নিমিত্ত। এস্থলে কেবল সহিত নামক প্রাণায়ামের বিষয় বর্ণিত হইবে।

( ঘেরণ্ড সংহিতা )

সহিত নামক প্রাণায়াম দুইপ্রকার,—সগর্ভ ও নিগর্ভ। বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে কুস্তক করা যায়, তাহাকে সগর্ভ প্রাণায়াম এবং বীজমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যে কুস্তক করা যায়, তাহাকে নিগর্ভ প্রাণায়াম কহে। নিগর্ভ প্রাণায়াম মাত্রাহীন অর্থাৎ শক্তি অল্পমাত্রায় পূরক, কুস্তক,

ও রেচক করিলেই হয় ; কিন্তু সগর্ভ প্রাণায়াম তাহা নহে ; উহা মূল মন্ত্র অথবা প্রাণব \* সংপৃটিত করিয়া প্রাণায়াম করিতে হয় ।

পূরয়েৎ ষোড়শৈর্বাযুং ধারয়েত্তচ্চতুর্গৈঃ ।

রেচয়েৎ কুস্তকাকর্দৈন অশক্তস্তত্তুরীয়তঃ ॥

তদশক্তৌ তচ্চতুর্থ্যা এবং প্রাণস্ত সংযমঃ ।

প্রাণায়ামং বিনা মস্ত্রী পূজনে নৈতি যোগ্যতাম্ ॥

কনিষ্ঠানামিকানুষ্ঠেয়মাসাপুটধারণম্ ।

প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তজ্জনৌমধ্যমে বিনা ॥

( জ্ঞানার্গবে )

দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধারণ করতঃ বায়ুরোধ করিয়া ওঁ অথবা মূলমন্ত্র ষোড়শ ( ১৬ ) বার জপ করিতে করিতে বামনাসাপুট দিয়া বায়ু পূরণ করিয়া কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা বামনাসাপুট ধারণ করিয়া বায়ুরোধ করিয়া ওঁ বা মূলমন্ত্র প্রাথমবায়ের চতুর্গুণ অর্থাৎ চৌষট্টিবার জপ করিতে করিতে কুস্তক করিবে, তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণনাসা হইতে তুলিয়া ওঁ বা মূলমন্ত্র বত্রিশবার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা ক্রমে ক্রমে রেচন করিবে । বামহস্তের কর-  
রেখার জপের সংখ্যা রাখিতে হয় ।

এইভাবে পুনশ্চ বিপরীতক্রমে অর্থাৎ বাসত্যাগের পর ঐ দক্ষিণনাসা দ্বারাই পূর্ববৎ ওঁ অথবা মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে পূরক এবং উত্তর নাসা ধরিয়া কুস্তক ও শেষ রেচক করিতে হইবে । অতঃপর পুনরায় অবিকল প্রথম বায়ের ছায় নাসাধারণক্রমামুসারে পূরক, কুস্তক এবং

রেচক করিতে হইবে। প্রাপ্তক সংখ্যা জপ করিতে অশক্ত হইলে  
বর্ষাক্রমে ৮/৩২/১৬ অথবা ৪/১৬/৮ বার জপ করিলেও হয়।

( শিবসংহিতা )

সংখ্যা মূলমন্ত্র দ্বারা রাখিতে হয়, কিন্তু মন্ত্র দীর্ঘ হইলে মন্ত্রের প্রথম  
শব্দ মাত্র গ্রহণ করিতে হয়, অথবা প্রণব জপ করিতে হয়, এবং ঐ  
জপের সংখ্যা অর্থাৎ গণনা বাম হস্তে রাখিতে হয় ইহা পূর্বেও বলা  
হইয়াছে।

( ফেংকারিগী তন্ত্র )

প্রাণায়াম পরব্রহ্মরূপ। ইহার পৃথক অংশকে চতুর্মুখ ব্রহ্ম, কুস্তক  
অংশকে বিষ্ণু এবং রেচক অংশকে পরাংপর শিব নামে অভিহিত করা  
হইয়া থাকে।

( গীতাসার )

কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রাণায়াম  
অন্যবিধ। যথা,

একেন রেচয়েৎ কামবীজে নৈব পৃথক্ পৃথক্  
পূরয়েৎ সপ্তজপেন বিংশত্যা তেন ধারয়েৎ ॥  
সর্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু বীজেনানেন বা জপেৎ ।  
প্রাণায়ামো ভবেদেকো রেচপূরককুস্তকৈঃ ॥

সমুদয় কৃষ্ণমন্ত্রে “ক্লীং” এই কামবীজ দ্বারা অথবা মূলমন্ত্র দ্বারা  
প্রাণায়াম করিতে পাওয়া যায়।

প্রথমে বামনাসা, দক্ষিণ কনিষ্ঠা ও অনামিকার দ্বারা বন্ধ রাখিয়া,  
একবার মাত্র মন্ত্র জপ করিয়া দক্ষিণনাসার বায়ু রেচক করিতে হইবে,  
সাতবার মন্ত্র জপ করিয়া বামনাসা দ্বারা বায়ু পূরক করিতে হইবে ও

কুড়িবার মন্ত্র জপ করিয়া উত্তর নাসা বন্ধ করিয়া কুম্ভক করিবে। এইরূপ রেচক, পূরক ও কুম্ভক তিনবার করিলে একটি প্রাণায়াম হয়, এইরূপ তিনটি প্রাণায়াম করিবার বিধান আছে।

রেচক অর্থে, প্রাণায়ামকালে অন্তর হইতে প্রাণবায়ুর নিঃসারণ। পূরক অর্থে প্রাণায়ামকালে বহির্দেশ হইতে বায়ুনাসিকা দ্বারা প্রাণবায়ুকে অন্তরমধ্যে আনয়ন। আর কুম্ভক অর্থে—( কুম্ভ + কণ যোগ। অথবা কুম্ভ ক কৈধাতুজ ) সং, পুং,—প্রাণবায়ুর নিঃসারণ বা আকর্ষণ না করিয়া কেবল অন্তরে ধারণ, মুখ ও নাসাবন্ধ করিয়া নিঃশ্বাস রোধ, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নাসাপুটদ্বয় ধারণ করতঃ প্রাণায়ামাজ বায়ুস্ফুটন কার্য।

পরে—করত্বাস অঙ্গত্বাস অঘ্রাদিত্বাস করিয়া দেবতার ধ্যান পূর্বক ১০৮ বা ১০০০ হাজার মূলমন্ত্র জপ করিয়া নিজ দেবতার ও গুরুর প্রণামমন্ত্রে প্রণাম করিবে। পরে,—

## জপবিসর্জনমন্ত্র।

ওঁ গুহ্যতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাম্রংকৃতং জপং।

সিদ্ধির্ভবতু তৎসর্বং ত্বংপ্রসাদাম্রহেশ্বর॥

শক্তিমন্ত্রের জপবিসর্জনকালে “গোপ্তা” স্থলে “গোপ্ত্রী” “মহেশ্বর” স্থলে “মহেশ্বরী” আর—

বিষ্ণুমন্ত্রজপে “মহেশ্বর” স্থলে “জনাধিন” বলিবে। জপবিসর্জনকালে, পূজ্য যদি দেব হন, তবে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে এবং দেবী হইলে তাঁহার বাম হস্তে জপফল সমর্পণ করিবে।

তৎপরে—“রং” এই মন্ত্রে মন্তকে জল দিয়া করদ্বাড়ে বাম ও দক্ষিণ নেত্রপ্রান্ত এবং কপাল যথাক্রমে স্পর্শপূর্বক প্রণাম করিবে।

বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ. ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো  
নমঃ ওঁ পরমেষ্ঠীগুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, মধ্যে ওঁ অমুক  
দেবতায়ৈ ( অর্থাৎ মূল নিজ যে দেবতার পূজা করা হয় ) নমঃ ।

## পুষ্পশুদ্ধি ।

পুষ্পপাত্রে সকল পুষ্প স্পর্শ করিয়া ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে  
পুষ্পসম্ভবে পুষ্পপ্রচয়াবকীর্ণে “ হং ফট্ স্বাহা ” এ মন্ত্র পাঠ করিবে ।

## গন্ধাদির অর্চনা ।

কোন দ্রব্যের পূজা না করিয়া দেবতাকে উৎসর্গ করিতে নাই,  
তাহা অম্লরদিগের ভোগ্য হয়, দেবতার গ্রহণ করেন না । প্রথমে  
“বং এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ” বলিয়া গন্ধাদির উপর তিনবার  
জলের ছিটা দিয়া পরে গন্ধপুষ্প লইয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এত  
দধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ”  
বলিয়া এক একটি গন্ধপুষ্প প্রক্ষেপ করিবে ।

## পুনঃ আচমন ।

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা । যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাকং  
স বাহ্যভ্যন্তরং শুচিঃ ॥ নমঃ বিষ্ণুঃ নমঃ বিষ্ণুঃ নমঃ বিষ্ণুঃ ।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ ॥

## নারায়ণাদির অর্চনা ।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক একটি গন্ধপুষ্প প্রক্ষেপ করতঃ  
নারায়ণাদির অর্চনা কর্তব্য, যথা—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ত্রীশূরবে  
নমঃ,—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদিমবগ্রহভোজ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে  
ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো। নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যো  
নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্কেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে  
ওঁ সর্কাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।

## গণেশ পূজা ।

যথার্থজি দশ বা পঞ্চ উপচারে, অভাবে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা  
করিতে হয়, বিশেষ অভাব হইলে গঙ্গাজলেও হইতে পারে। স্ত্রী-  
জাতি এবং অস্থান্য জাতিতে শুদ্ধ গঙ্গাজলে পূজা করিতে পারেন।

প্রথমতঃ “গাং গীং গুং গৈং গোং গঃ” করদন্তাস \* করিয়া কুর্ম-  
মুদ্রাবোধে, কুর্মমুদ্রা যথা—

বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠাতে দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী এবং বাম হস্তের তর্জ্জনী  
দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি সংযোগ করিবে ; পরে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ উন্নত  
করিয়া মধ্যমা ও অনামিকা বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্য দিয়া  
বক্র করিয়া রাখিবে। পরে বাম হস্তের মধ্যমা, অনামিকা এবং  
কনিষ্ঠাঙ্গুলী দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠে বক্র করিয়া দিবে এবং দক্ষিণ হস্তকে  
কুর্মাভূতি করিবে। ঠিকাকৈ কুর্মমুদ্রা কহে।

ঐ কুর্মমুদ্রাবোধে একটি পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন। গণেশেশ্বর  
প্র্যান যথা,—

ওঁ ধর্মং সুলভত্বং গজেন্দ্রবদনং লবোদরং সুলবনং, প্রতন্দ্রদপঙ্ক-  
লুঙ্গমধুপব্যালোল-গওস্থলম্। দস্তাঘাতবিদারিতারিষ্ণুধিরৈঃ সিন্দূরশোভা-  
করম্। বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদং ॥

\* পূর্বে লিখিত হইরাছে।



এইরূপে ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে পুষ্পটি দিয়া মানসপূজা সম্পাদন পূর্বক করঙ্গতাস ( করঙ্গতাস তৈতঃপুর্বে বলা হইয়াছে ) ও ধ্যানান্তে পুষ্প প্রক্ষেপ করিবেন ও নিম্নমত পূজা করিবেন ।

যথা—এষ গন্ধঃ ঔ গণেশায় নমঃ, এতৎ পুষ্পং ঔ গণেশায় নমঃ. এষ ধূপঃ ঔ গণেশায় নমঃ, এষ দীপঃ ঔ গণেশায় নমঃ, এতন্মৈবেতৎ ঔ গণেশায় নমঃ, পরে “ঔ গণেশায় নমঃ,” এই মন্ত্র দশ বা অষ্টোত্তরশত বার অর্থাৎ একশত আটবার জপ করিয়া, “গুহ্যতিগুহ্য” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জপ সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিবেন ।

## গণেশের প্রণামমন্ত্র ।

ঔ দেবেন্দ্রমোলিনন্দারমকরন্দকণাকুণাঃ । বিঘ্নং হরন্তু হেবশ্চ চরণাশুভ  
রেণবঃ । পরে “ঔ শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ” এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া সূর্য্যপূজা করিবে ।

## সূর্য্যপূজা ।

গণেশপূজার নিয়মে যথা—এষ গন্ধঃ ঔ সূর্য্যায় নমঃ, এতৎ পুষ্পং ঔ সূর্য্যায় নমঃ, এষ ধূপঃ ঔ সূর্য্যায় নমঃ, এষ দীপঃ ঔ সূর্য্যায় নমঃ, এতন্মৈবেতৎ ঔ সূর্য্যায় নমঃ, পরে “ঔ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ” এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয় ।

## সূর্য্যের ধ্যান ।

ধ্যানঃ যথা—রক্তাশুভ্রাসনমশেষগুণৈকসিদ্ধং, ভাষ্কং সমস্তজগতান্বিধিং  
ভজামি । পদ্মদ্বয়াভরবরান্ দধতং করাজৈর্মার্গিক্যমোলিনকণাকুণাভিঃ  
ত্রিনেত্রং পরে সূর্য্যার্ঘ্য যথা,—

কুশিতে অর্ঘ্য লইয়া,—নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে ।  
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কশ্বদায়িনে । “ওঁ এহি সূর্য্যাসহস্রাংশো  
তেজোরামে জগৎপতে । অমুক্ক্ষ্যায় মাং ভক্তং গৃহাণাৰ্ঘ্যং দিবা কর ॥”

অর্থাৎ—হে সহস্রকিরণ তেজোময় জগৎপতি সূর্য্য ! আমি আপনার  
ভক্ত, আমার প্রতি কৃপা করিয়া এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন । এই মন্ত্রে  
অর্ঘ্যদান করিয়া পরে ইদমর্ঘ্যং নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ বলিয়া  
কুশিতে জল লইয়া তিনবার সূর্য্যোদ্দেশে জল প্রদান করিবেন ।

## সূর্য্যের প্রণাম ।

নমঃ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্চপেয়ং মহাত্ম্যতিম্ ।  
ধ্বাস্তারিং সৰ্ব্বপাপয়ং প্রণতোহস্মি দিবা করম্ ।

## বিষ্ণু ( নারায়ণ ) পূজা ।

এষ গন্ধঃ ঐ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ পুষ্পং ঐ বিষ্ণবে নমঃ, এষ ধূপঃ ঐ  
বিষ্ণবে নমঃ, এষ দীপঃ ঐ বিষ্ণবে নমঃ, এতন্নৈবেদ্যঃ ঐ বিষ্ণবে নমঃ পরে  
ঐ বিষ্ণবে নমঃ । এই মন্ত্রে বিষ্ণুপূজা করিয়া ধ্যান করিবে,  
ধ্যানং যথা,—

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী, নারায়ণঃ সরসি জাসন সন্নিবিষ্টঃ ।  
কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী হিরণ্যবপুধ্বতলচ্ছত্রকঃ । পূজান্তে  
“ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবতায়” মন্ত্রে প্রণাম করিবে ।

শ্রীকৃষ্ণ পূজা ও মন্ত্র অর্থাৎ পূজাপদ্ধতি বৈষ্ণবাচরন ও প্রাতঃকৃত্যাদি  
তত্ত্বতাস্তা বিষ্ণুপূজোক্ত প্রণালীতে সম্পন্ন করিতে হয় । প্রথমতঃ—

কৃতাজ্জলি হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ সর্বসত্ত্ব হৃদিস্থিতে । সর্বত্র  
সর্বগ ব্রহ্মন্ কৃপয়া সরিষী ভব ॥

১০ অ গোতিমীর তন্ত্র ।

হে মহাযোগি কৃষ্ণ । আপনি সকল জীবের হৃদয়স্থ ও সর্বগত ।  
আপনি কৃপা করিয়া এইস্থানে ( সরিষানে ) অবস্থিতি করুন, অর্থাৎ  
নিকটে আসিয়া অবস্থিতি করুন, আমি আপনার পূজা করি ।

## শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ।

ওঁ কুলেন্দীবরকান্তিমিন্দুবনং বর্হাবতংসশ্রিয়ঃ শ্রীবৎসাক্ষমুদারকোস্তভ-  
ধরং পীতাঙ্করং সূন্দরং । গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিততমুং গোগোপসজ্জা-  
বৃত্তং গোবিন্দং কলবেণ্ণাদনপবং দিব্যাক্তভূষণং ভজে ॥

প্রথম ধ্যানান্তে নিজ মস্তকে পুষ্প দিয়া মানস পূজাদি করতঃ পুনর্ধ্যান  
করিয়া পাছাদিসহ পূজা করিবে । যথা—

এতৎ পাছং ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা । এই  
মন্ত্রে পূজা ও জপাদি করিতে হইবে ।

## শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম ।

ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে ।

প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

## ব্রাহ্মিকার ধ্যান ।

ওঁ অমলকমলকান্তিঃ নীলবস্ত্রাঃ স্নকেশীঃ \*

শশধরসমবক্ৰাঃ খঞ্জনাঙ্গীঃ মনোজ্ঞাঃ ।

স্তনযুগগজমুক্তাদামদীপ্তাং কিশোরীং  
ব্রজপতিস্বতকাস্তাং রাধিকামাশ্রয়েহং ॥

## রাধিকার প্রণাম ।

ওঁ রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং কনককুণ্ডলমণ্ডিতাং । রবতামুসুতাং দেবীং  
তাং নমামি হরিপ্রিয়াম্ ॥

সকল পূজার পূর্বে কৃতাজলি হইয়া বলিতে হয় ।—

## পুংদেবতা বিষয় ।

তাবেয়ং মহিমা যুর্তিস্তম্ভাং স্বাং সর্বগং প্রভো ।

ভক্তিস্নেহসমাকৃষ্টং দীপবং স্থাপয়াম্যহম্ ॥

স্বীদেবতা অর্থাৎ শক্তিবিশয় ।

দেবেশি ভক্তিস্থলভে পরিবারসমস্থিতে ।

যাবস্ত্বাং পূজয়িম্যামি তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব ॥

এই মন্ত্র পাঠ পূর্বক আবাহনাদি পঞ্চ মুদ্রাপ্রদর্শন করিবে । ( শিব  
পূজাস্থানে দ্রষ্টব্য )

যে পূজায় আবাহনাদি আছে ( নৈমিত্তিক ও কাম্য পূজায় ) সেই  
স্থানে এইরূপ কৃতাজলি ও আবাহনাদি করিবে ।

শালগ্রামে শিবে চাম্পু বহৌ গন্যমিহাদ্যকৈ ।

এষু চাবাহনং নাস্তি দেবতানাং সদাশিবহি ॥

বৃহত্তন্ত্রায় ।

শালগ্রাম শিলায়, স্থাপিত শিবলিঙ্গে, জলে, অগ্নিতে, মানসে এবং পুষ্পে এই কয়টি স্থানে দেবতাদিগের আবাহন ও বিসর্জন নাই। কারণ, এই কয় স্থানে দেবতাগণ সর্বদা অবস্থান করেন।

### উপচার সম্প্রদান।

( পূজার উপচার, নৈবেদ্যের উপকরণ প্রভৃতি )

“ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদান্যে অমুকদেবতারৈ নমঃ ” .

( অমুক দেবতা অর্থে যে দেবতার পূজা করা হইবে )

সকল উপচারেরই এই একমাত্র সম্প্রদানের মন্ত্র অর্থাৎ যে দেবতার পূজা করিবে, সেই দেবতার নামোল্লেখপূর্বক গন্ধপুষ্প দ্বারা সম্প্রদান ( বাহাকে কোন বস্তু দান করা যায় ) করিবে।

কালিকার ধ্যান। এই গ্রন্থে দেবতার ধ্যান মধ্যে দ্রষ্টব্য।

কালীর প্রণাম। এই গ্রন্থে দেবতার ধ্যান মধ্যে দ্রষ্টব্য।

### দশমহাবিদ্যার শ্লোক।

কালী তারা মহাবিদ্যা ঘোড়শী ভুবনেশ্বরী ।

ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা ॥

বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাগ্নিকা ।

এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

চামুণ্ডাতন্ত্র ॥

অথ বক্ষ্যাম্যহং যা যা মহাবিদ্যা মহীতলে ।

দোষজালৈবসং শূচ্যস্তাঃ সর্বাহি ফলেঃ সহ ॥

কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা ।  
 বাখাদিনী চাম্পূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ ॥  
 কাগাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী ।  
 ইত্যাद्याঃ সকলা বিद्याঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ ॥  
 সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ ।  
 অথ চৈতা মহাবিद्याঃ কলিদোষাম বাধিতা ॥

মালিনীবিজয়তন্ত্র ॥

## অষ্টাদশ স্তোত্র ।

কালী তারা ছিন্নমস্তা ভুবনা মহিষমর্দিনী ।  
 ত্রিপুটা ত্বরিতা দুর্গা বিদ্যা প্রত্যঙ্গিরা তথা ॥  
 কালী কুলং সমাখ্যাতাং শ্রীকুলঞ্চ ততঃ পরং ।  
 স্তম্বরী ভৈরবী বালা বগলা কমলাপি চ ॥  
 ধুমাবতী চ মাতঙ্গী বিদ্যা স্বপ্নাবতী প্রিয়ে ।  
 মধুমতী মহাবিদ্যা শ্রীকুলং পরিভাষিতং ॥

তন্ত্র ॥

## বিষ্ণুর চরণামৃতপান-মন্ত্র ।

অকালমৃত্যুহরণং সর্বব্যাদিবিনাশনং ।  
 বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারণাম্যহং ।

নিজ নিজ ইষ্টদেবের পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি গুরুদেবের নিকট শিক্ষণীয় ।

## পাৰ্থিব শিবপূজা ।

বিনা ভাস্মত্ৰিপুণ্ড্রং বিনা রুদ্রাক্ষমালয়া ।

বিনা মালুরপত্রেণ নার্কস্নেহেং পাৰ্থিবং শিবম্ ॥

পাৰ্থিব শিবপূজা কৰিতে হইলে ভাস্ম দ্বাৰা ললাটে ত্ৰিপুণ্ড্র (বক্ৰরেখা) কৰিতে হয়; রুদ্রাক্ষের মাণ্য ধারণ কৰিতে হয়। আর বিবপন্ন দ্বাৰা পূজা কৰিতে হয়। ভাস্ম-ত্ৰিপুণ্ড্র যজ্ঞাবশেষভাস্ম দ্বাৰা অথবা বুৰগোময় দ্বাৰা কৰা কৰ্ত্তব্য। অনেক স্থলে ভাস্মের পরিবৰ্ত্তে বিভূতির বাবহার প্রচলিত আছে।

“ রুদ্রাক্ষং শিবলিঙ্গঞ্চ স্কূলাং স্কূলং প্রশস্যতে । ”

রুদ্রাক্ষ এবং শিবলিঙ্গ (শিবের মূৰ্ত্তি বিশেষ) যত স্কূল হইবে ততই ভাল। শিবলিঙ্গ গঠনার্থে যে মূৰ্ত্তিকা লইতে হইবে, তাহা অস্তুতঃ দুই তোলাৰ কম না হয়। পরিস্কৃত আঁটাল মাটি দ্বাৰা পরিকারৰূপে প্রস্তুত কৰিতে হইবে, যেন না ফাটে, (কাটিলে বিশেষ দোষ হয়) নিজ অঙ্গুষ্ঠের ১ম পৰ্ব্বপ্রমাণ লিঙ্গটী গড়িতে হইবে। উহা যত সূশ্রী সূদৃশ হইবে, তত ফল বেশী ইহা শাস্ত্র-উক্তি।

প্রথমে শুদ্ধাসনে উপবেশন পূৰ্ব্বক আচমন কৰিয়া সূৰ্য্যার্ঘ্য প্রদান করতঃ পূৰ্ব্ববৎ সামাচ্ছৰ্ঘ্য স্থাপন কৰিবে, তৎপরে “ওঁ হরায় নমঃ” মন্ত্ৰে মূৰ্ত্তিকা হরণ ও “ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ” মন্ত্ৰে লিঙ্গ সাজ্জন কৰিয়া অথও বিবপত্রোপরি উত্তরাভিমুখে লিঙ্গ স্থাপন কৰিবে।

তৎপরে “ওঁ শূলপাণে ইহ প্রতিষ্ঠিতো ভব” মন্ত্ৰে লিঙ্গোপরি আতপ ভণ্ডুল (আল্ চাউল) দিয়া প্রতিষ্ঠা কৰিবে। তৎপরে “শাং হৃদয়ায়

নমঃ শীং শিরসে স্বাহা ” ইত্যাদি ক্রমে ষড়ঙ্গস্তাস \* করিয়া—কুর্শ্মমুদ্রা  
যোগে পুষ্প গ্রহণ করতঃ ধ্যান করিবে ।—( কুর্শ্ম মুদ্রা গণেশপূজায় দেখ )

### \* অঙ্গন্যাস ও ষড়ঙ্গন্যাস ।

\* হৃদয়াঃ মধ্যমীমাতজ্জনীভিঃ স্মৃকঃ শিরঃ । মধ্যমাতজ্জনীভ্যাং স্তাদঙ্গুষ্ঠেন শিখা  
মুতা । দশভিঃ কবচং প্রোক্তং তিস্রিভি নেত্রেনীরিতম্ । প্রোক্তাঙ্গুলিত্যামত্রঃ  
স্তাদঙ্গকরকপ্তিরিয়ং মতা । তজ্জনীমধ্যমানামাপ্রোক্তা নেত্রত্রয়ে ক্রমাৎ । যদি  
নেত্রদ্বয়ং প্রোক্তং তদা তজ্জনীমধ্যমে । তত্ত্বদার

\* মধ্যমা, অনামিকা ও তজ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা হৃদয়ে ; মধ্যমা ও তজ্জনী দ্বারা  
মস্তকে ; অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখায় ; সর্বাঙ্গুলি দ্বারা কবচে ; তজ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা  
এই তিন অঙ্গুলি দ্বারা নেত্র এবং তজ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা করতলে স্তাস করিবে । যদি  
আরাক্ষ দেবতার দুই নেত্র হয়, সে হলে তজ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা নেত্রস্তাস করিবে ।  
ইহা ষড়ঙ্গস্তাস ।

অঙ্গুষ্ঠা ঋজবো হস্তশাখা ভবেদ্বুজ্জা হৃদয়ে শীর্ষকেহপি ।

অধোঙ্গুষ্ঠা ধলু মুষ্টিঃ শিখায়াং করষদ্বাঙ্গুলয়োধর্শ্বগিহ্যঃ ।

নারাচমুষ্ঠাক্কৃত বাহয়ুগকাক্কুষ্ঠতজ্জগুদিতো ধনিস্ত ।

বিবাগিশক্তা কথিতান্নমুদ্রা বত্রাক্ষিণী তজ্জনী মধ্যমে চ ।

বিকু বিষয়ে অঙ্গুষ্ঠহীন সকল হস্তশাখা দ্বারা হৃদয়ে ও মস্তকে স্তাস করিবে এবং  
অঙ্গুষ্ঠমধ্যাগত মুষ্টি দ্বারা শিখা, উভয় হস্তের সর্বাঙ্গুলি দ্বারা কবচ ও তজ্জনী এবং  
মধ্যমা দ্বারা নেত্রে স্তাস করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তজ্জনী দ্বারা করতলধ্বনি করিবে ।

### অঙ্গন্যাস ক্রম ।

জুঃ হৃদয়ায় নমঃ । ঐঃ শিরসে স্বাহা । উঃ শিখায়ৈ বস্ট । ঐঃ কবচায় হং ।  
ওঃ নেত্রভ্যাং বৌষট্ । ( দেবতা ত্রিনেত্র হইলে “ ওঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ” বলিতে  
হইবে । ) অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্তায় ফট্ । ( তজ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাহুহস্তের  
তলদেশ বেটন করিয়া করতল ধ্বনি করিবে )

যে হলে পর্কজস্তাসের ব্যবস্থা, সে হলে নেত্র পরিত্যাগ করতঃ অপর পক্ষ অঙ্গে স্তাস  
করিবে । বিকু বিষয়ের ব্যবস্থা পূর্বে বলা হইয়াছে ।



## মহেশের ধ্যান যথা ।

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং ।  
 রত্নাকল্লোজ্জ্বলংসং পরশুমুগুবরাভীতিহন্ত্যং প্রসন্নম্ ।  
 পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তুতমমরগণৈর্ব্যাস্রকৃষ্টিং বসানং  
 বিশ্বাত্তং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥

ধ্যানান্তে মানসপূজা করিয়া আবাহন করিবে, যথা—

( শিবপূজার শেষে টীকার যে আবাহন মুদ্রা আছে সেই প্রণালীতে  
 এই স্থানে আবাহন করিবে । )

ওঁ পিনাকধ্বক্ ইহাগচ্ছাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি, ইহঃ সন্নিধাশ্ব,  
 অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ ইত্যাদি মন্ত্রে আবাহন করিয়া করযোড়ে  
 “ স্বাং স্বীং হিরো ভব, যাবৎ পূজাং করোম্যহং ” এই প্রার্থনা করিয়া  
 “ ইদং স্নানীয়ং ওঁ পশুপতয়ে নমঃ ” মন্ত্রে স্নান করাইবে ।

তারপরে “ এতৎ পাণ্ডং ওঁ শিবায় নমঃ ” এই মন্ত্রে অর্চনা করিবে ।  
 তদনন্তর শিবের অষ্ট মূর্তির পূজা করিবে যথা—

পূর্বদিকে এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বায ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ, ঈশানে ওঁ  
 ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ, উত্তরে ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ, বায়ুকোণে ওঁ  
 উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ, পশ্চিমে ওঁ ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ,  
 নৈঋতে ওঁ পশুপতয়ে যজ্ঞমানমূর্তয়ে নমঃ, দক্ষিণে ওঁ মহাদেবায়  
 সৌমমূর্তয়ে নমঃ, অগ্নিকোণে ওঁ ঈশানায় সূর্য্যামূর্তয়ে নমঃ, মধ্য  
 ওঁ নন্দিনে নমঃ, ওঁ ভূদ্বিপে নমঃ, ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ বাহুদেবায়  
 নমঃ । এইরূপে পূজা করিয়া মূলমন্ত্র জপ পূর্বক “ ওঁ শুভাতিশুক্-

গোপ্তা স্বং গৃহাণাস্বংকৃতং জপং । সিদ্ধিৰ্ভবতু মে দেব তৎপ্রসাদান্নহেত্বর ॥”  
এই মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিতে হয় ।

তৎপরে ঐ নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিবাচক্ষুষে নমঃ পিনাকহস্তায়  
বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ॥”

এই মন্ত্রে প্রণাম করিবেন । পরে স্তবাদি পাঠ করিবেন । তদনন্তর—  
মুখবান্ধ করিবেন অর্থাৎ “বম্ বম্ বম্” শব্দে মুখবাদ্য করিয়া ক্রমা প্রার্থনা  
করিবেন । তৎপরে—ঈশান কোণে ( উত্তর পূর্ব মধ্য—ঈশান কোণ )  
ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া সংহারমুদ্রা যোগে—

সংহার মুদ্রা<sup>\*</sup> বধা, বামহস্ত অধোমুখ করতঃ তদুপরি  
দক্ষিণ হস্ত উর্দ্ধভাবে রাখিবে এবং কনিষ্ঠা অবশিষ্ট সকল অঙ্গুলির  
মধ্যে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া পরস্পর বন্ধন করতঃ ঘূরাইয়া সম্মুখে  
লইবে । পরে বক্ষঃসম্বিহিত পথে আস্তে আস্তে অধঃ হইতে উর্দ্ধ  
মুখের নিকট আনিয়া, উভয় তর্জ্জিগ্ৰা একদা নিষ্কাশ্য করিবে  
ইহাকেই সংহার মুদ্রা কহে এবং উহা দ্বারা পূজাধার হইতে একটি  
নিশ্চালা লইয়া আভ্রাণ করতঃ মণ্ডলে স্থাপন পূর্বক “ঐ চণ্ডেশ্বরায়  
নমঃ” মন্ত্রে পূজন ও কিঞ্চিৎ নৈবেদ্যাদি দিবে । তৎপরে “ঐ  
আবাহনং • ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্ । বিসর্জনং ন জানামি  
কমত্ম পরমেশ্বর ॥” ইত্যাদি পাঠ করতঃ “ঐ মহাদেব কমত্ম” বলিয়া  
বিসর্জন করিয়া শিবটীকে সমানভাবে রাখিতে হয় । পরে পাদোদকনিশ্চালা  
গ্রহণ করিতে হয় ।

\* আবাহনী ( পঞ্চ ) মুদ্রা । অঙ্গুলি করিয়া, দুই হস্তের অঙ্গুলি উভয় হস্তের  
অনারিক। মূলে সংযোগ করিলে পঞ্চ মুদ্রা হয় ।

সকল পূজাতেই এইরূপ আবাহন করিতে হয় ।

## শিবরাত্রি ব্রত ।

মাঘমাসস্ত শেষে বা প্রথমে ফাল্গুনস্ত চ ।

কৃষ্ণা চতুর্দশী সা তু শিবরাত্রি চতুর্দশী ॥

কান্দে ।

মাঘ মাসের শেষে অথবা ফাল্গুন মাসের প্রথমে যে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, তাহাকেই শিবরাত্রি বলিয়া জানিবে । অর্থাৎ মাঘী পূর্ণিমার পরের চতুর্দশীই শিবরাত্রি চতুর্দশী ।

প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রি চতুর্দশী ।

স্মৃতিঃ ।

পূর্ণদিনে মহানিশাতে চতুর্দশীর অশ্রাভ হইলে, যদি পরদিনে প্রদোষ সময়ে চতুর্দশীর প্রাপ্তি হয়, তবে পরদিনেই শিবরাত্রিব্রত হইবে ।

ন স্নানেন ন বস্ত্রেন ন ধূপেন ন চার্চয়্য ।

ভুয্যামি ন তথা পুষ্পৈযথা তত্রোপবাসতঃ ॥

ইতি শিববাক্যম্ ॥

তন্ত্রে শ্রীসদাশিব বলিরাছেন, শিবরাত্রিতে উপবাসই প্রধান কার্য্য । স্নান, বস্ত্র, ধূপ, বা পুষ্প আদি দ্বারা অর্চনা করিলে আমি যেরূপ সন্তুষ্ট হই, একমাত্র উপবাসে ততোহধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকি ।

ব্রতপদ্ধতি, নিত্যাক্রিয়াদি সমাধানান্তে স্মৃতিবাচনাদি করিয়া সঙ্কর করিবে যথা,—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্ত কাস্তনে মাসি কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীতিথৌ অমুক-  
গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শিবপ্রীতিকারঃ শিবরহস্তোক্তশিবরাত্রিব্রতমহঃ

করিলে। অপর জাতি হইলে এই গ্রন্থের জ্ঞানের যে সকল বিধি আছে  
উহা দ্রষ্টব্য।

সকলমুখ্যাদি পাঠান্তে কৃতাজলি হইয়া পাঠ করিবে,—

শিবরাত্রিতং হেতং করিয়েচ্ছং মহাকলম্। নির্বিলম্বমে চাত্ত  
ত্বংপ্রসাদাজ্জগৎপতে ॥ চতুর্দশাং নিরাহারো তুত্বা চৈবা পরেহহনি।  
ভোক্ষ্যেহং ভুক্তিমুক্তার্থং শরণং মে ভবেশ্বর ॥

অনন্তর সামান্যার্থ্য স্থাপন করতঃ গণেশাদিদেবতার পূজা করিয়া,  
শিবপূজা করিবে। প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ পূজা করিতে হইলে আবাহন,  
প্রাণপ্রতিষ্ঠা, বিসর্জন আদি নাই। মৃত্তিকা দ্বারা গড়িয়া পূজা করিতে  
হইলে, পার্থিব শিবপূজার ক্রমে পূজা করিবে। চারি প্রহরে চারিবার  
পূজা এবং চারি প্রহরে বিভিন্নবস্তুরে জ্ঞান বরাইতে হয়, কেবল অর্ধ্যমস্ত্র  
পৃথক্। চারি প্রহরে “ওঁ পশুপতয়ে নমঃ”—বলিয়া প্রথমে জলদ্বারা  
জ্ঞান করাইয়া পরে বিশেষ দ্রব্যে বিশেষ মন্ত্রে জ্ঞান করাইবে।

প্রথম প্রহরে,—ওঁ হোং জ্ঞানায় নমঃ। এই মন্ত্রে দ্রুত দ্বারা জ্ঞান  
করাইবে।

অর্ধ্যমস্ত্র,—ওঁ শিবরাত্রিতং দেবপূজাজগপরাগণঃ ॥ করোমি বিধিবদ্ধতং  
গৃহাণার্থ্যং মহেশ্বর ॥ ইদমর্ধ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ॥

দ্বিতীয় প্রহরে,—ওঁ হোং অধোরাগ নমঃ।—এই মন্ত্রে দধি দ্বারা জ্ঞান  
করাইবে।

অর্ধ্যমস্ত্র,—ওঁ নমঃ শিবায় শাস্ত্রায় সর্বপাপহরায় চ। শিবরাত্রৌ  
দদার্ব্যং প্রসীদ উময়া সহ ॥ ইদমর্ধ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ॥

তৃতীয় প্রহরে,—ওঁ—হোং বাসুদেবায় নমঃ। এই মন্ত্রে স্কৃত দ্বারা জ্ঞান  
করাইবে।

অর্ঘ্যমন্ত্র,—ওঁ হুঃখদারিত্র্যশোকেন দগ্ধোহহং পার্শ্বতীত্বর। শিবরাত্রৌ  
দদামাৰ্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে ॥ ইদমৰ্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ ॥

চতুর্থ প্রহরে,—ওঁ হৌং সদোজাতায় নমঃ। এই বলিয়া মধু দ্বারা  
স্নান করাষ্টবে।

অর্ঘ্যমন্ত্র,—ওঁ ময়া কৃতান্তনেকানি পাপানি হর শঙ্কর। শিবরাত্রৌ  
দদামাৰ্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে ॥ ইদমৰ্ঘ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।

পূজা শেষ করিয়া কথা শ্রবণ ও স্তবাদি পাঠ এবং রাত্রি জাগরণ  
করিবে। পরদিন স্নানাদি করিয়া শিবপূজা ও স্তব পাঠ করতঃ ব্রাহ্মণকে  
পারিণ করাইয়া নিজে পারিণ করিবে। পারিণের জলপান মন্ত্র——

“ওঁ সংসারক্লেদধ্বস্ত ব্রতেনানেন শঙ্কর। প্রসীদ জুমুখো নাথ  
জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো তব ।”

## ব্রত-কথা ।

ওঁ পুরা কৈলাসশিখরে সৰ্ব্বরত্নবিভূষিতে। দেবদানবগন্ধৰ্বসিদ্ধচারণ  
সেবিতে। অম্পরোভিঃ পরিবৃতে নৃত্যস্তীভিরিতস্ততঃ। সৰ্ব্বৰ্ত্তু কুম্ভমাকীর্ণে  
সৰ্ব্বৰ্ত্তু ফলশোভিতে। স্থিরচ্ছায়দ্রুমাকীর্ণে সন্তানকবনাবৃতে। পারিজাত-  
কান্থনোথ-গন্ধামোদিতদিগ্ভুখে। আকাশগঙ্গাসলিলতরঙ্গগগনাদিতে। ত্রৈলোক্য-  
ললিতৈশ্চাকরমুদিতিকপবীজিতে। ব্রহ্মর্ষিবদনোদ্ভূত-বেদধ্বনিনির্নাদিতে।  
উবাস সুরিরং প্রীতো ভবো গিরিজয়া সহ। সুখোষিতা কদাচিত্তু দেবী  
পপ্রচ্ছ শঙ্করম্।

দেব্যুবাচ। কর্ণণা কেন ভগবন্ ব্রতেন তপসাপি বা।  
ঈশ্বার্য্যকামমোকশাণাং হেতুস্ত্বং পরিতুষ্যসি ॥ ইতি দেব্যাঃ বচঃ শ্রুত্বা  
ভগবান্ শঙ্করোহব্রবীৎ।

**শঙ্কর উবাচ ।** ফল্গুনে কৃষ্ণপক্ষস্য ষাতিথিঃ শ্রাচ্চতুর্দশী ।

তস্তাং বা তামসী রাত্রিঃ সোচ্যতে শিবরাত্রিকা ॥ তত্রোপবাসং  
কুর্স্বাপঃ প্রসাদয়তি মাং ধ্রুবম্ ॥ ন জ্ঞানেন ন বজ্রেন ন  
ধূপেন ন চার্চয়া । তুষ্যামি ন তথা পুষ্পৈর্যথা তত্রোপবাসতঃ ।  
ত্রয়োদশাং কৃতমানো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ । নিরামিষং হবিষাং বা  
সকুন্ডভূঞ্জীত নাত্রথা ॥ ময়্যম সংস্মরন্ রাত্রৌ শরীত স্থণ্ডিলে কুশে ।  
রাত্রিশেষে সমুখায় কুর্যাদাবশ্যকং ততঃ । সঙ্ক্যামুপাস্ত্র বিধিনা বিধিপত্রাণ্যু-  
পার্জয়েৎ । ততো নিত্যক্রিয়াং কৃৎস্বা সঙ্ক্যাক্ষোপাস্ত্র পশ্চিমাং । নত্বাদৌ  
স্থণ্ডিলে বাপি লিঙ্গে বা স্থাবরেহপি চ । বিধিপত্রৈর্কিমুজ্যাত লিঙ্গপীঠং  
প্রযত্নতঃ ॥ একতঃ সর্বপুষ্পং শ্রাৎ বিধিপত্রং তথৈকত । মণিমুক্তা প্রবালৈশ্চ  
স্বর্ণ পুষ্পাদিভিস্তথা । ন তথা জায়তে প্রীতিবিধিপত্রৈর্যথা মম  
প্রহরে প্রহরে জ্ঞানং পূজাক্ষেপ বিশেষতঃ । কুর্বাঁত মম গন্ধাষ্টভঃ  
পুষ্পধুপাদিভিস্তথা । ছফ্লেন প্রথমং জ্ঞানং দ্বাদ্বাচৈব দ্বিতীয়কম  
তৃতীয়ে তু তথা জ্যোত চতুর্থ্যে মধুনা তথা ॥ পঞ্চরাত্রবিধানেন মূলমন্ত্রেণ  
চৈব হি । পুঞ্জয়েন্মাং যথাশক্তি নৃত্যগীতাদিভিনীরঃ । অপবেহ্যস্ততো  
বিপ্রান্ মম ভক্তান্ শুভব্রতান্ । ভোজয়িত্বা তথাভার্চ্য পারণং স্বরমাচরেৎ ।  
এতসেতদব্রতং দেবি মম প্রীতিকরং পরম্ ॥ যজ্ঞদানতপাংস্তস্মৈ কলাং  
নার্হস্তি বোড়শীম্ । এতদ্ব্রতপ্রভাবেণ গাণপত্যবাপুয়াং । সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ  
পৃথুয়াং জায়তে কামচারবান্ ॥ তিথেরস্তাশ্চ মাহাত্ম্যং কথ্যমানং ময়া  
শৃণু ॥ অস্তি বারাগমী নাম পুরী সর্বশুভৈর্ঘূর্তা । ব্যাধস্তত্রাবসদ্ ঘোরঃ  
সর্বদা প্রাণিহিংসকঃ । বাগুরাপাশলাদি-প্রপূরিতগৃহাস্তরঃ ॥ স একদা  
বনং গচ্ছা হত্বা চ বিধিধান্ পশুন্ । মাংসভারং বহন্ গেহং স্বকীরং  
গন্তুমুদতঃ ॥ সোহসমর্থস্ত তং ভারং বোঢ়ং প্রাক্ষো বনাস্তরৈঃ । বিপ্রান্নহেতোঃ  
সুখাপ মূলে বৈ কস্তচিত্তমোঃ ॥ অখান্তমগমং সূর্য্যো নিশাভূৎ স্তবপ্রদা ।

তত উখায় সোহপশ্রয় কিঞ্চিতিমিরাবৃত্তম ॥ হস্তামর্শবশান্ত্র বৃক্ষে  
 ত্রীফলগঞ্জকে । লতাপাশৈর্কর্কহবিধৈর্মাসভারং ববন্ধ সঃ ॥ তমেব  
 বৃক্ষোক্তাহৌ মূলে স্বাপদভীতিতঃ ॥ শীতার্শ্চক্ষুর্বাশ্চক্ষু কম্পাঘিতকলেবরঃ ।  
 জজাগার তদা রাত্রৌ প্লুতো নীহারবারিণী ॥ দৈবযোগাচ্চ তন্মূলে লিঙ্গং  
 তিষ্ঠতি মামকম্ । শিবরাত্রিতিথিঃ সা চ নিরাহারশ্চ লুঙ্ককঃ ॥ অথ  
 তদেহসংসর্গাৎ হিমপাতো মমোপরি । জজ্ঞে তদা বরারোহে ভগ্নপত্রচ্যুতিঃ  
 কণাৎ ॥ তন্তু তেনৈব ভাবেন মম তোষো মহানভূৎ । তিথিম্মহাশ্রাতো  
 দেবি বিবপত্রস্ত চেষ্মরি ॥ ন স্নানং ন তথা পূজা ন নৈবেদ্যাদিসম্ভবঃ ।  
 তথাপি তিথিমাহাশ্রাত্ত্ব মেহচ্চ মহাকলা ॥ অথ প্রভাতে বিমলে  
 গতহসৌ নিগমন্দিরম্ ॥ কদাচিদায়ুষঃ শেষে যমদূতস্তমভ্যাগাৎ । বন্ধুকামস্ত  
 তং দূতং পাশেন বিধিধেন চ ॥ পুরুষো বারম্যামাস মদৌষো মন্নিয়োগতঃ ।  
 অথোভয়োর্ক্সাধহেতোঃ কলহঃ স্তমহানভূৎ । অথাহতো মদৌয়েন দূতেন  
 যমকিঙ্করঃ । যমং সমানম্যামাস মৎপুরদ্বারমুজ্জলম্ ॥ দৃষ্ট্ৱা চ নন্দিনং  
 তত্র সর্কামকথয়ৎ কথাম্ । ব্যাধস্ত চ কুরুক্ষ্মৎ যাবজ্জীবং হুরাশ্রতাং  
 তৎ শ্রদ্ধা তন্তু সর্কজ্ঞো বচনং নন্দিকেশ্বরঃ । ব্যাধস্ত তদ্দিনে কর্ম  
 শ্রাবম্যামাস তং যমম্ ॥ এবমেব ন সন্দেহো যাবজ্জীবং হুরাশ্রতাং ।  
 পাপমেবাকরোদ্ ব্যাধো ধর্মরাজ তথাপ্যসৌ । শিবরাত্রিপ্রভাবেণ নীতঃ  
 সর্কেশসন্নিধিম্ ॥ ততোহসৌ বিশ্বরাবিষ্টৌ বন্দিহা নন্দিনং যমঃ । দূতান্বিতো  
 যযৌ গেহং স্বকীয়ং শিবভাবতঃ ॥ এবমন্ত প্রভাবং তে ব্রতস্ত বরবর্ণিনি ।  
 অবোচং তব ভাবেন কিমন্তং কথয়ামি তে ॥ তৎ শ্রদ্ধা ভগবদ্বাক্যং  
 বিস্মিতা হিমশৈলজা । শ্রশণংস সদৈবৈতৎ শিবরাত্রিব্রতং সুদা ॥  
 বাক্বেভ্যোহপ্যকথয়ৎ ব্রতমেতৎ পতিব্রতা ॥ তৈশ্চাপি কথিতং পৃথ্ব্যাং  
 রাজভ্যো ভক্তিভাবতঃ । এবমেতদ্ ব্রতং পৃথ্ব্যাং প্রকাশমুপপাদিতম্ ॥

ভূতেশ্বরাদিহ পরোহস্তি ন পূজনীয়ো, নৈবাশ্বমেধসদৃশঃ ক্রতুরস্মি লোকে ।  
 গদাসমং ত্রিভুবনে ন চ তীর্থমস্তি, নান্দ্রব্রতং হি শিবরাত্রিসমং তথাস্তি ॥  
 ইতি শিবরহস্তে ঐশিবরাত্রিব্রতকথা সমাপ্তা ।

## শিবের প্রণাম ।

ওঁ নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে ।  
 নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ॥১॥  
 নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে ।  
 নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ ॥২॥  
 ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়;  
 জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায় ।  
 কপূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায়,  
 দারিদ্ৰ্য্যহুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥৩॥  
 ওঁ নমঃ শিবায় শাস্ত্রায় কারণত্রয়হেতবে ।  
 নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ ॥৪॥

৪। কারণত্রয়হেতু শাস্ত্র শিবের নিকট আমি আত্মনিবেদন  
 করিতেছি, হে পরমেশ্বর। তুমিই আমার গতি ।

অনন্তর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ হস্তে আঘাত  
 করতঃ তিনবার বোম্ বোম্ শব্দে মুখবাণ ও দক্ষিণ হস্তের কুণ্ডল  
 দ্বারা কক্ষবাণ \*করিবে । \* পরে—

---

\* ইহার নাম প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা । দক্ষিণ হস্ত চিৎ করিয়া প্রাণার বাহাদি পঞ্চমুদ্রে  
 পঞ্চমুদ্রা দেখাইয়া, দেবতার সম্মুখে পঞ্চবার আনন্দিকবৎ ঘুরাইবে ।



## আত্মসমর্পণ ও ক্ষমা প্রার্থনা ।

বিশেষার্থ্যপাত্রস্থিত জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া “ইতঃ পূর্বং প্রাণ-  
বুদ্ধ-দেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তাবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং  
পদ্মায়াদরেণ শিলা যৎ স্থিতং যত্কৃতং যৎকৃতং তৎসর্বং ত্রীশিবায় স্বাহা ।  
মাং মদীয়ং সকলং সম্যাক্ ত্রীশিবচরণে সমর্পয়ে ।”

ইহা পাঠ করিয়া শিবলিঙ্গোপরি ঐ জল অর্পণ করিবে। পরে  
ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জ্ঞানামি পূজনং ।

বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর ।

পরে সংহারমূদ্রার দ্বারা একটী নির্মালা লইয়া আত্মাণ্ডান্তে “নহাদেব  
ক্ষমস্ব” বলিয়া বিসর্জ্জন পূর্বক শিবের মাথায় একটু জল দিয়া শিবকে  
কাৎ করিয়া রাখিবে।

## শিবার্যক স্তব ।

প্রভুমীশ-মনীশ-মশেষগুণঃ, গুণহীন-মহীশ-গণাতরুণ ।

রণ-নির্জ্জিত-দুর্জ্জয়-দৈত্যপুং, প্রণয়ামি শিবং

শিবকল্পতরুং ॥ ১

গিরিরাজ-সুচাষিত-বামতমুং,-তন্মুনিন্দিত-রাজিত

ভূমিধরম্

বিধিবিষ্ণু-শিরোহর্চ্চিত-পাদযুগং, প্রণয়ামি শিবং

শিবকল্পতরুং ॥ ২

শশলাঙ্গন-রঞ্জিত-সন্মুকুটং, কটিলম্বিত-সুন্দর-কৃতিপটম্ ।

স্বরশৈবলিনী-কৃতপূত-জটং, প্রণমামি শিবং

শিবকল্পতরুম্ ॥ ৩

নয়নত্রয়ভূষিত-চারুমুখং, মুখপদ্ম-বিরাজিত-কোটিবিধুং ।

বিধুখণ্ডবিমণ্ডিত-ভালতটং, প্রণমামি শিবং

শিবকল্পতরুম্ ॥ ৪

বৃষরাজ-নিকেতন-মাদিগুরুং, গরলাশন-মার্তিবিনাশকরং ।

প্রথমাধিপ-সেবক-রঞ্জনকং, প্রণমামি শিবং

শিবকল্পতরুম্ ॥ ৫

মকরধ্বজ-মত্ত-মাতঙ্গহরং, করিচন্দ্রবিলাস-বিশেষকরং ।

বরদাভয়-শূল-বিষাণধরং, প্রণমামি শিবং

শিবকল্পতরুম্ ॥ ৬

জগদুদ্ভব-পালন-নাশকরং, করুণেশ-গুণত্রয়রূপধরং ।

প্রিয়মাধব-সাধুজনৈকগতিং, প্রণমামি শিবং

শিবকল্পতরুং ॥ ৭

ন দত্তং পুষ্পং সদা পাপচিত্তং, পুনর্জন্মদুঃখাৎ পরিত্রাহি

শস্তো ।

ভজতোহখিল-দুঃখসমুদ্ভিহরং, প্রণমামি শিবং

শিবকল্পতরুম্ ॥ ৮

ଯଜ୍ଞିକା ଅଥବା ଜଳ ଦ୍ଵାରା ତିଳକ କରିয়া ହସ୍ତକୁଶ ଉତ୍ତମ ଅନାମିକା  
ଅବୁଲିତେ ଦିଆ ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତରୀୟ ହଟିୟା ନାରାୟଣ ସମୀପେ ଜାହୁର୍ମଧ୍ୟେ ହସ୍ତ ରାଧିୟା  
ରୁତାଞ୍ଜଳୀପୁଟେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ । ଯଥା,

ଆଚମନ—ଅପବିତ୍ରଃ ପବିତ୍ରୋ ବା ସର୍ବ୍ବାବସ୍ଥାଂ ଗତୋହିମି ବା । ଯଃ ସ୍ମରେଂ  
ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷଂ ସ ବାହାଭାସ୍ତରଂ ଶୁଚିଃ । ନମଃ ବିଷ୍ଣୁଃ, ନମଃ ବିଷ୍ଣୁଃ, ନମଃ ବିଷ୍ଣୁଃ ।

ସର୍ବ୍ବମଙ୍ଗଳମଙ୍ଗଲ୍ୟାଂ ବରେନ୍ୟାଂ ବରଦଂ ଶୁଭଂ ।

ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ସର୍ବ୍ବକର୍ମାଣି କାରୟେଂ ॥

ଗୁରୁପୂଜା ।

ଏତଂ ପାଠଂ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ଏତଂ ଅର୍ଘ୍ୟଂ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ଏଷ ଗନ୍ଧଃ  
ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ଇଦଂ ପୁଷ୍ପଂ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ଏତନୈବେଦଂ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ  
ପାର୍ଥାର୍ଘଜଳଂ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ଆଚମନାର୍ଘଜଳଂ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ।

ପୁଂ ଗୁରୁର ଧ୍ୟାନ ।

ଶିରସି ସହସ୍ରଦଳକମଳାବସ୍ଥିତଂ ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣଂ ଦ୍ଵିଭୂଜଂ ବରାଧରକରଂ ଶ୍ଵେତ-  
ମାଳାମୁଳେପନଂ ସ୍ଵପ୍ରକାଶସ୍ଵରୂପଂ ସମୀର୍ଣ୍ଣସ୍ଵରକ୍ତକଣ୍ଠ୍ୟା ସ୍ଵପ୍ରକାଶ ସ୍ଵରୂପମ୍ନା  
ସହିତଂ ଶୁକ୍ଳଂ ଧ୍ୟାୟେଂ ।

ଶ୍ରୀଗୁରୁର ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରଣାମ, ସାଧକ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥେ ଦେଖିବା  
ଲଭିବେନ ।

ପୁଂ ଗୁରୁପ୍ରଣାମ ।

ଅଧଃପଦ୍ମଂ ଗୁଳାକାରଂ ବ୍ୟାଘ୍ରଂ ଯେନ ଚରାଚରଂ ।

ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ ତତ୍ତ୍ଵେ ଶ୍ରୀଗୁରବେ ନମଃ ॥

অজ্ঞানতিমিরাক্ষয় জ্ঞানাজ্ঞানশলাকয়া ।

চক্ষুরশ্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

গুরুব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

নমোহস্ত গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে ।

যস্য বাক্যামৃতং হস্তি বিষং সংসারসংজিতম্ ॥

অর্থ—সম্পূর্ণ মণ্ডলাকার এই স্থাবরজঙ্গমায়ক জগৎ যিনি ব্যাপিয়া  
আছেন, সেই পরব্রহ্মের তত্ত্ব যিনি আমার বোধগম্য করাইয়াছেন, সেই  
গুরুদেবকে প্রণাম করি ।

## গুরুস্তোত্রম্ ।

( স্তব )

ওঁ নমস্তভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে ।

ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদুঃখতারণে ॥

অতিসৌম্যায় দিব্যায় ধীরায়াজ্ঞানহারিণে ।

নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলীন্যদায়িনে ॥

শিবতত্ত্বপ্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে ।

নমস্তে গুরবে ভূভ্যং সাধকাভয়দায়িনে ॥

অনাচারানুষ্ঠানভাববোধায় ভাবহেতবে ।

ভাবাভাববিনিমুক্তমুক্তিপাত্রে নমোনমঃ ॥

নমোস্তু সন্তবে ভূত্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে ।

জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমোনমঃ ॥

শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে ।

কামরূপায় কামায় কামকৈলিকলাত্মনে ॥

কুলপূজোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে ।

আরক্তনিজতচ্ছক্তি-সমভাগবিভূতয়ে ॥

নমস্তেহস্ত মহেশায় নমস্তেহস্ত নমোনমঃ ।

ইদং স্তোত্রং পঠেমিত্যং সাধকো গুরুদিগ্ভুখঃ ॥

প্রাতরুথায় দেবেশি ততো বিদ্যা প্রসাদতি ।

ইতি কুজিকাতদ্রোক্তং গুরুস্তোত্রম্ ॥

## স্ট্রী গুরুস্তোত্রম্ ।

( স্তব )

নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে হরপূজিতে ।

ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপায়ৈ তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥

অজ্ঞানতিমিরাক্ষস্য জ্ঞানাজ্ঞনশলাকয়া ।

যয়া চক্ষুরুন্মীলিতং তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥

ভববন্ধনপাশস্য তারিণী জননী পরা ।

জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যং তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ

শ্রীনাথবামভাগস্থা সদয়া সুরপূজিতা ।  
 সদা বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥  
 সহস্রারে মহাপদ্মে সদানন্দস্বরূপিণী ।  
 মহামোক্ষপ্রদা দেবী তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥  
 ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপা চ মহারুদ্রস্বরূপিণী ।  
 ত্রিগুণাত্মস্বরূপা চ তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥  
 চন্দ্রসূর্য্যাম্বিরূপা চ মহাঘূর্ণিতলোচনা ।  
 স্বনাথঞ্চ সমালিন্ধ্য তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥  
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাদি জীবন্মুক্তিপ্রদায়িনী ।  
 জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্মৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥  
 ইদং স্তোত্রং মহেশানি যঃ পঠেদ্ ভক্তিসংযুতঃ ।  
 স সিদ্ধিং লভতে নিত্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥  
 প্রাতঃকালে পঠেদ্ যস্ত গুরুপূজাং পুরঃসরং ।  
 স এব ধন্যা লোকেষু দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ ॥  
 ইতি মাতৃকাস্তোত্রস্তে ত্রীপুরোঃ স্তোত্রম্ ।

## বটুক-ভৈরবস্তোত্রম্ ।

কৈলাশশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুম্ ।  
 শঙ্করং পরিপূজ্য পার্শ্বতী পরমেশ্বরম্ ॥

### ଶ୍ରୀପାର୍ବତ୍ୟୁବାଚ ।

ଭଗବନ୍ ସର୍ବଧର୍ମଞ୍ଜ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରାଗମାଦିଷୁ ।  
 ଆପହୁଞ୍ଚାରଣଂ ମନ୍ତ୍ରଂ ସର୍ବସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାୟକମ୍ ॥  
 ସର୍ବେଷାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠଂ ହୃତାନାଂ ହିତାର୍ଥଂ ବାଞ୍ଛିତଂ ମୟା ।  
 ବିଶେଷତସ୍ତୁ ରାଜ୍ୟାଂ ବୈ ଶାନ୍ତିପୁଷ୍ଟିପ୍ରସାଧନମ୍ ॥  
 ଅଜ୍ଞନ୍ୟାସ-କରନ୍ୟାସ-ବୌଦ୍ଧନ୍ୟାସ-ସମନ୍ବିତଂ ।  
 ବକ୍ତୁ ମହିମା ଦେବେଶ ମମ ହର୍ଷବିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ॥

### ଶ୍ରୀଭଗବାନୁବାଚ ।

ଶୃଣୁ ଦେବି ମହାମନ୍ତ୍ର-ଆପହୁଞ୍ଚାର-ହେତୁକଂ ।  
 ସର୍ବଦୁଃଖପ୍ରଶମନଂ ସର୍ବଶକ୍ତ୍ୟନିବର୍ହଣଂ ॥  
 ଅପନ୍ୟାସ-ରୋଗାଣାଂ ହ୍ରାଦୀନାଂ ବିଶେଷତଃ ।  
 ନାଶନଂ ଶ୍ରୁତିମାତ୍ରେଣ ମନ୍ତ୍ରରାଜ୍ୟମିମଂ ପ୍ରିୟେ ॥  
 ଶ୍ରୀହରାଜଭୟାନାଂ ନାଶନଂ ସ୍ୱର୍ଥବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ।  
 ସ୍ନେହାହଂକ୍ୟାମି ତେ ମନ୍ତ୍ରଂ ସର୍ବସାରମିମଂ ପ୍ରିୟେ ॥  
 ସର୍ବକାମାର୍ଥଦଂ ମନ୍ତ୍ରଂ ରାଜ୍ୟତୋଗପ୍ରଦଂ ନୃଣାମ୍ ।  
 ପ୍ରଣବଂ ପୂର୍ବସୁଚ୍ୟାୟ ଦେବୀପ୍ରଣବସୁଦ୍ଧରେଂ ॥  
 ବଟୁକାୟେତି ବୈ ପଞ୍ଚାଦାପହୁଞ୍ଚାରଣାୟ ଚ ।  
 କୁରୁ ହ୍ରୟଂ ତତଃ ପଞ୍ଚାଦ୍ବଟୁକାୟ ପୁନଃ କ୍ରିପେଂ ॥

ଦେବୀପ୍ରଣବଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧାରମିମଂ ପ୍ରିୟେ ।  
 ମନ୍ତ୍ରୋଦ୍ଧାରମିମଂ ଦେବି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟସ୍ଥାପି ଦୁର୍ଲଭଂ ॥  
 ଅପ୍ରକାଶ୍ଚାମିମଂ ମନ୍ତ୍ରଂ ସର୍ବଶକ୍ତିସମସ୍ଥିତଂ ।  
 ସ୍ମରଣାଦେବ ମନ୍ତ୍ରଂ ଭୂତପ୍ରେତପିଶାଚକାଃ ॥  
 ବିଦ୍ରବନ୍ତି ଭୟାର୍ତ୍ତା ବୈ କାଳରୁଦ୍ରାଦିବ ପ୍ରଜାଃ ।  
 ପଠେନ୍ନା ପାଠୟେନ୍ନାପି ପୂଜୟେନ୍ନାପି ପୁଞ୍ଚକଂ ॥  
 ନାଗ୍ନିଚୌରଭୟଂ ବାପି ଗ୍ରହରାଜଭୟସ୍ତଥା ।  
 ନ ଚ ମାରୀଭୟଂ ତସ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ଶ୍ଵଧାନ୍ ଭବେଂ ॥  
 ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟମୈଶ୍ଵର୍ଯ୍ୟଂ ପୁତ୍ର-ପୌତ୍ରାଦି-ସମ୍ପଦଃ ।  
 ଭବନ୍ତି ସତତଃକାମ୍ୟା ପୁଞ୍ଚକମ୍ୟାପି ପୂଜନାଂ ॥

### ଶ୍ରୀପାର୍ବତ୍ୟୁବାଚ ।

ଯ ଏଷ ଶୈରବୋନାମ ଆପଦୁଦ୍ଧାର-ହେତୁକଃ ।  
 ଶ୍ଵୟା ଚ କଥିତୋ ଦେବ ଶୈରବଃ କଲ୍ମ-ଉତ୍ତମଃ ॥  
 ତସ୍ୟ ନାମ-ସହସ୍ରାଣି ଅୟତାଶ୍ଚର୍ବୁଦାନି ଚ ।  
 ମାରଯୁକ୍ତ୍ୟ ତେଷାଂ ବୈ ନାମାଷ୍ଟଶତକଂ ବଦ ॥

### ଶ୍ରୀଭଗବାନୁବାଚ ।

ଯସ୍ତୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତୟେଦେତଂ ସର୍ବଦୁଃଖନିବର୍ହଣଂ ।  
 ସର୍ବାନ୍ କାମାନାବାପ୍ନୋତି ସାଧକଃ ସିଦ୍ଧିମେବ ଚ ॥



শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাস্থানঃ ।

আপছুষ্কারকস্যেহ নামাষ্টশতমুত্তমম্ ॥

সর্বপাপহরং পুণ্যং সৰ্বাপদ্বিনিবারকং ।

সর্বকামার্থদং দেবি সাধকানাং স্থাবহম্ ॥

দেহাঙ্গন্যাসকৈব পূৰ্বং কুর্যাৎ সমাহিতঃ ।

ভৈরবং যুদ্ধি বিন্যস্য ললাটে ভীমদৰ্শনম্ ॥

অক্ষৌৰ্ভূতাশ্রয়ং ন্যস্য বদনে তীক্ষ্ণদৰ্শনম্ ।

ক্ষেত্রপং কর্ণয়োর্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ন্যসেৎ ॥

ক্ষেত্রাত্ম্যং নাভিদেহে শু কট্যাং সৰ্বাঘনাসনং ।

ত্রিনেত্রমূৰ্বে বিন্যস্য জজ্ঞয়ো রক্তপাণিকম্ ॥

পাদয়োৰ্দ্ধেব-দেবেশং সৰ্বাঙ্গে বটুকং ন্যসেৎ ।

এবং ন্যাসবিধিং কৃৎবা তদনন্তরমুত্তমম্ ॥

নামাষ্টশতকস্তাপি ছন্দোহমুচ্চু বৃন্দাহতং ।

বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিষ্চ পরিকীর্তিতঃ ॥

দেবতা কথিতা চেহ সস্তিবটুক-ভৈরবঃ ।

ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

ভৈরবো হৃতনাথশ্চ হৃতাত্মা হৃতভাবনঃ ।

ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজঃ ক্ষেত্রিয়ো বিরাট্ ॥

শ্মশানবাসী মাংসানী খর্পরানী মথাস্তকৃৎ ।  
 রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ ॥  
 করালঃ কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাতমুঃ কবিঃ ।  
 ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ তথা পিঙ্গললোচনঃ ॥  
 শূলপাণিঃ খড়্গপাণিঃ কঙ্কালী ধূত্ৰলোচনঃ ।  
 অভীরুর্ভৈরবো ভীরুভূতপো যোগিনী-পতিঃ ॥  
 ধনদো ধনহারী চ ধনপঃ প্রতিভাববান্ ।  
 নাগহারো নাগকেশো ব্যোমকেশঃ কপালভূৎ ॥  
 কালঃ কপালমালী চ কমনীষঃ কলানিধিঃ ।  
 ত্রিলোচনো জ্বলমৈত্রজ্জিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ ॥  
 ত্রিবৃন্দনয়নো ভিস্তঃ শাস্তঃ শাস্তজনপ্রিয়ঃ ।  
 বটুকো বটুকেশশ্চ খটাকবর-ধারকঃ ॥  
 ভূতাত্যকঃ পশুপতির্ভিক্ষুকঃ পরিচায়কঃ ।  
 ধূর্তো দিগম্বরঃ শৌরিহরিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ ॥  
 প্রশান্তঃ শাস্তিদঃ শুদ্ধঃ শকরঃ প্রিয়বাক্তবঃ !  
 অক্ৰমুর্তির্নিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ৰস্তুপোময়ঃ ॥  
 অক্কাধারঃ কলাধারঃ সর্পযুক্তঃ শশিশিখঃ ।  
 ভূধরো ভূধরাধীশো ভূপতির্ভূধরাক্তকঃ ॥

কঙ্কালধারী যুগ্মী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্ ।  
 জুস্তগো মোহনঃ স্তম্ভী মারণঃ ক্লেভগস্তথা  
 শুদ্ধো নীলাঞ্জন-প্রথ্যো দৈত্যহা যুগুভূষিতঃ ।  
 বলিভুগ্ বলিভূতাত্মা কামী কামপরাক্রমঃ ॥  
 সর্বাপত্তারকো দুর্গো দুষ্কৃতনিষেবিতঃ ।  
 কালী কলানিধিঃ কাস্তুঃ কামিনীবশকৃৎশী ॥  
 সর্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্ ।  
 অষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্য মহাত্মনঃ ॥  
 ময়া তে কথিতং দেবি রহস্যং সর্বকামদং ।  
 য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমম্ ॥  
 ন তস্য ছুরিতং কিঞ্চিন্ন রোগেভ্যো ভয়স্তথা ।  
 ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্তবান্ মানবঃ কচিৎ ॥  
 পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্রমশ্রুধীঃ ।  
 মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চোরাগিজে ভয়ে ॥  
 ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা হুঃস্বপ্নদর্শনে ।  
 বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ ॥  
 সর্বৈ প্রশমনং যাস্তি ভয়াদ্ভৈরবকীর্তনাৎ ।  
 একাদশ-সহস্রস্ত পুণ্ড্রচরণমিধ্যতে ॥

ত্রিসঙ্খ্যং য পঠেদ্দেবি সংবৎসরমতস্ক্রিতঃ ।

স সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াদিষ্টাং ছলভামপি মামুষঃ ॥

যগ্নাসান্ ভূমিকামস্ত স জপ্ত্বা লভতে মহীম্ ।

রাজশত্রুবিনাশায় জপেন্মাসার্ককং পুনঃ ॥

রাত্রৌ বারত্ৰয়কৈব নশয়ত্যেব শত্রুকাম্ ।

জপেন্মাসত্ৰয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ ॥

ধনার্থো চ স্তুতার্থো চ দারার্থো যস্ত মানবঃ ।

পঠেদ্বারত্ৰয়ং যদ্বা বারমেকং তথা নিশি ॥

ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ প্রাপ্নুয়ামাত্র সংশয়ঃ ।

রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বন্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥

জীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ

যান্ যান্ সমীহতে কামাংস্তাংস্তানাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥

অপ্রকাশমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কশ্চিৎ ।

স্বকুলীনায় শাস্তায় ঋজবে দস্তবর্জিতে ॥

দদ্যাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্বকামকলপ্রদং ।

ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যাওয়া পঠেদ্বারঃ ॥

শুদ্ধস্মৃতিসংকাশং সহস্রাদিত্যবর্চসম্ ।

অষ্ট-বাহুং ত্রিনয়নং চতুর্বাহুং দ্বিবাহুকম্ ॥

ভূজঙ্গমেখলং দেবমগ্নিবর্ণশিরোরুহম্ ।

দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলম্ ॥

খট্টাসিচাপশূলাং দধানঞ্চ তথা পুনঃ ।

ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভূজগন্তথা ॥

নীলজীমূতসংকাশং নীলাঞ্জনচয়প্রভম্ ।

দংষ্ট্রাকরালবদনং নুপুরাঙ্গদসঙ্কুলম্ ॥

আত্মবর্ণসমোপেভ সারমেয়সমম্বিতম্ ।

ধ্যাত্বা জপেৎ স্তসংহৃষ্টঃ সর্বান্ কামানবাঞ্ছয়াৎ ॥

এতৎ শ্রুত্বা ততো দেবী নামাক্তশতমুক্তমম্ ।

ভৈরবায় প্রহৃষ্টাভূৎ স্বয়ংৈব মহেশ্বরী ॥

করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণিস্তরুণ-

তিমিরনীলব্যালযজ্ঞোপবীতী ।

ক্রমসময়সপৰ্য্যা বিম্ববিচ্ছেদহেতুর্জয়তি

বটুকনাথঃ সিদ্ধিদঃ সাধকানাম্ ॥

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে আপহৃদ্ধারকল্পে বটুকভৈরবস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ ।

**অপরাজিতা-স্তোত্রম্ ।**

ওঁ শুক্লক্ষটিকসংকাশাং চন্দ্রকোটীস্থশীতলাম্ ।

অভয়বরদহস্তাং শুক্লবস্ত্রৈরলঙ্কিতাম্ ॥

ନାନାଭରଣସଂଯୁକ୍ତାଂ ଚକ୍ରବାକୈଶ୍ଚ ବେଷ୍ଟିତାମ୍ ।

ଏବଂ ଧ୍ୟାୟେଽ ସମାସୀନୋ ଦେବୀଂ ତାମପରାଜିତାମ୍ ॥

ଅପରାଜିତାମନ୍ତ୍ରଣ ନାରଦ ( ବେଦବାସ ) ଶ୍ଵିରହୁଣ୍ଟୁ ପୂଜନଃ ଶ୍ରୀଅପରାଜିତା  
ଦେବତା ଓଂ ବୀଜଂ ହ୍ରୀଂ ଶକ୍ତି ଯମ ଶର୍ବାଭିଷିକ୍ତସ୍ତେ ଜପେ ବିନିରୋଗଃ ।

ମାର୍କଞ୍ଜେୟ ଉବାଚ ।

ଶୃଂଖ୍ଵଂ ଯୁନୟଃ ସର୍ବେ ସର୍ବକାମାର୍ଥସିଦ୍ଧିଦାମ୍ ।

ଅସିଦ୍ଧସାଧିନୀଂ ଦେବୀଂ ବୈଷ୍ଣବୀମପରାଜିତାମ୍ ॥

ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାର ନମୋନ୍ତୁ ନନ୍ତାର ସହସ୍ରଶିଖାର କ୍ଳୀରୋଦାର୍ପବ-  
ଧାରିନେ ଶେଷଭୋଗପର୍ଯ୍ୟାଙ୍କାର ଗରୁଡ଼ବାହନାର ଅଜାର ଅଜିତାର ଅମିତାର  
ଅପରାଜିତାର ପୀତବାସସେ ବାସୁଦେବ-ସଂକର୍ଷଣ-ପ୍ରହ୍ଲାନ୍ନାନିରୁଦ୍ଧାର ହରୀଶ୍ରୀବ-  
ନହାବରାହାଚ୍ୟୁତ-ନୃସିଂହ-ବାସନ-ଦ୍ଵିବିକ୍ରମ-ରାମ-ରାମ-ମଂସ-କୁର୍ମ-ବରପ୍ରାଦ ନମୋନ୍ତୁ  
ତେ ସ୍ଵାହା । ଓଁ ଅମୃତଦୈତ୍ୟାଦାନବନାଗ-ଗନ୍ଧର୍ବବନ୍ଧ-ରାକ୍ଷସ-ଭୂତ-ପ୍ରେତ-  
ପିଶାଚକୁରାଘ-ସିଦ୍ଧଯୋଗିନୀ-ଡାକିନୀବନ୍ଧ-ପୁରୋଗାନ୍ ଗ୍ରହ-ନକ୍ଷତ୍ରଦୋଷାନ୍ ଗ୍ରହାଂ-  
ଶକ୍ତାନ୍ ହନ ହନ ଦହ ଦହ ପଚ ପଚ ଋଷ ମଧ ବିଧବଂସର ବିଧବଂସର ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ  
ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ରାବର ବିଦ୍ରାବର ଶଞ୍ଜେନ ଚକ୍ରେଣ ବଞ୍ଜେଣ ଧଞ୍ଜେନ ଶୂଳେନ ଗଦୟା  
ସୁଧ୍ଵଳେନ ହଳେନ ଦାମୋଦର ଡାକ୍ଷୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ଵାହା ।

ଓଁ ସହସ୍ରବାହୋ ସହସ୍ରପ୍ରହରଣାୟୁଧ ଜୟ ଜୟ ବିଜୟ ଅଜିତ ଅଜିତ  
ଅମିତ ଅମିତ ଅପରାଜିତ ଅପ୍ରତିହତ-ସହସ୍ରନେତ୍ରେ ଜ୍ଵଳ ଜ୍ଵଳ ଶ୍ରଜ୍ଵଳ ବିରୁପ  
ବିଧରୁପ ବହରୁପ ଋଧୁନ୍ଦନ ମହାବରାହାଚ୍ୟୁତ ନୃସିଂହ ମହାପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ  
ବୈକୁଣ୍ଠ ନାରାୟଣ ପ୍ରହ୍ଲାନ୍ନାନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦାମୋଦର ହୃଦାକେଶ କେଶବ  
ବାସନ ସର୍ବାନ୍ତରୋଽସାଦନ ସର୍ବଭୂତଭୟହର ସର୍ବଶକ୍ତପ୍ରାଦମନ ସର୍ବବିଦ୍ଵାନ୍ପ୍ରୋତ୍ତମ  
ସର୍ବରୋଗପ୍ରାଣାନ୍ତନ ସର୍ବନାଶପ୍ରାୟଦନ ସର୍ବଦେବସହେଷ୍ଠର ସର୍ବଭୂତଶକ୍ତର ସର୍ବବନ୍ଧ-

বিমোক্ষণ সৰ্বহিতপ্রদর্শন সৰ্বহিংস্রপ্রদমন সৰ্বজ্ঞপ্রকাশন সৰ্বগ্রহ-  
নিবারণ সৰ্বপাপপ্রদর্শন সৰ্বভূঃস্বপ্ননাশন ডাকিনীবিধ্বংসন জনার্দন  
নমোহস্ত তে স্বাহা ।

য ইমামপরাজিতাঃ পরমবৈষ্ণবীং পঠতি বিদ্যাং অরতি সিদ্ধাং  
মহাবিদ্যাং জপতি অরতি শৃণোতি আরয়তি ধারয়তি কৌতুহলিতি বাচয়তি  
বা গৃহীত্বা হস্তে পপি গচ্ছতি বা ভক্ত্যা লিখিত্বা গৃহে স্থাপয়তি বা তন্তু  
নাগ্নিবাযুবজ্রোপলাশনিতয়ং ন বর্ষভয়ং ন শক্রভয়ং ন চৌরভয়ং ন  
গ্রহভয়ং ন সর্পভয়ং ন স্থাপদভয়ং ন সমুদ্রভয়ং ন রাজভয়ং বা ভবেৎ ।

কচিং রাত্রাক্ষকার-স্রী-রাজকুল-বিধোপবিষ ( গরল )-গরদ-দহন  
বশীকরণবিদেষণোচ্চাটন-বধ-বন্ধন-ভয়ং বা ভবেৎ । এতিমুস্ত্রৈরুদাহৃতৈঃ  
সিদ্ধৈঃ সংসিদ্ধপুঞ্জিতৈঃ ।

তদ্ যথা—ওঁ নমস্তেহস্ত অভয়ে অনঘে অজিতে অনিতে অপরে  
অপরাজিতে পঠতি সিদ্ধে ( বিদ্যে ) অরতি সিদ্ধে মহাবিদ্যে একানংশে  
উমে ধ্রুবে অক্ষরুতি সাবিত্রি গায়ত্রি জাতবেদসি মানস্তুকে সরস্বতী ধমনি  
ধামনি রমণি রামণি ধরণি তপনি তাপিনি সৌদামিনি অদিতে দিতে  
বিনতে গৌরি শৌরি গান্ধারি শবরি কিরাতি মাতঙ্গি কৃষ্ণে বশোদে  
সত্যবাদিনি ব্রহ্মবাদিনি কালি কপালিনি করালিনি করালনেত্রে  
ভীমনাদিনি বিকরালনেত্রে সন্তোষঘাতনকরি সন্তোষচয়কারিণি মাতঃ  
সর্ববাচনবরদে শুভদে অর্থদে সাধিনি অপমৃত্যুং নাশয় নাশয় পাপং হর  
হর জলগতং স্থলগতং অন্তরীকগতং মাং রক্ষ সর্বভূতসর্বোপজ্জবেত্যা  
মহাভূতেভ্যঃ স্বাহা ।

ওঁ যস্তাঃ প্রণশ্রুতে পুষ্পং গর্ভো বা পততে যদি । ত্রিয়স্তে বালকা  
যস্তা কাকবক্ষা চ মা ভবেৎ ॥ ভূর্জপত্রে দ্বিমাং বিদ্যাং লিখিত্বা ধারয়েদ্  
যদি । একিদ্দোষৈর্ন লিপ্যেত স্তুতগা পুত্রিনী ভবেৎ ॥ ভূর্জপত্রে কুঙ্কমেন

লিখিতা ধারয়েন্তু যঃ রণে রাজকূলে দ্যুতে সংগ্রামে রিপুসংকূলে ।  
অগ্নিচৌরভয়ে ঘোরে নিত্যং তন্তু জয়ো ভবেৎ ॥

শস্ত্রধ্বংসকারী সমরে কান্দধারিণী গুল্মশূলান্ধি রোগানাং ক্ষিপ্তাঃ  
নাশয়তে ব্যথাম্ শিরোরোগজরাণ্যধি নাশিনীঃ সর্বদেহিনাম্ ॥ তদ্  
যথা । একাহিক দ্বাহিক ত্রাহিক চাতুর্থিক মাসিক দ্বৈমাসিক  
ত্রৈমাসিক চাতুর্দশমাসিক ষাণ্মাসিক মোহুর্তিক বাতিক পৈত্তিক শ্লেষ্মিক  
সান্নিপাতিক আমজর সততজ্বর বিষমজ্বর গ্রহনক্ষত্র দোষান্ গ্রহাং  
শচাছান্ হর হর কালি শর শর গৌরি ধম ধম বিষ্ঠে আলো নালে তালে  
গন্ধে ( বন্ধে ) পচ পচ বিষ্ঠে মথ মথ বিষ্ঠে শাসয় নাশয় পাপং হর হর  
হুঃস্বপ্নং বিশ্বংসয় বিশ্ববিনাশিনি অরিনাশিনি রক্তনি সন্ধ্যে হৃন্দুভিনাদে  
মর্দয় মর্দয় মানন্তোকে মানসবেগে শঙ্খিনি চক্রিণি বজ্রিণি গদিনি  
( চাপিনি ) শূলিনি অপমৃত্যুবিনাশিনি বিশ্বেশ্বরী দ্রাবিড়ী দ্রাবিড়ী কেশব-  
দয়িতে পশুপতিসহিতে হুঃস্বপ্নরন্তে হৃন্দুভিনাদে ভীমমর্দ্দিনী দমনী দামনি  
শবরি ক্রিরাতি মাতঙ্গি রাহেশ্বরী ইন্দ্রাণি ব্রহ্মাণি বারাহি রাহেশ্বরি  
কোমারি চণ্ডি চামুণ্ডে নমোহস্ত তে ওঁ হ্রা হ্রীং হং হ্রৈ হ্রৌং হ্রঃ ক্রৌং গ্রুং  
তুর্ক স্বাহা ।

যে মাং দ্বিষন্তি প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা তান্ সর্বান্ হন হন দম দম  
পচ পচ মর্দয় মর্দয় তাপয় তাপয় শোষয় শোষয় উৎসাদয় উৎসাদয়  
ব্রহ্মাণি রাহেশ্বরী বারাহি কোমারী বৈনাগরী বৈষ্ণবী ত্রৈলোক্যেশ্বরী  
চণ্ডি চামুণ্ডে কারুণি বায়ব্যা সর্বকামফলপ্রদে রক্ষ রক্ষ প্রচণ্ডবিষ্ঠে  
ইন্দ্রোপেন্দ্রভগিনি জয়ে বিজয়ে শান্তি স্বান্তি পুষ্টি তুষ্টী কীর্ত্তি ( ধৃতি )  
বিবর্দ্ধিনি কামাক্ষ্যে কামহুধে সর্বকামবরপ্রদে সর্বভূতেষু মাং প্রিয়ং  
কর কুর স্বাহা ।



ও হ্রা হ্রীং হ্রং হ্রঃ ও আকর্ষিণি আবোশনি জালাং স্তমালিনি রমণি  
 রামণি ধমনি ধামনি ধরণি তপনি তাপনি মদোন্মাদিনি সংশোধিনি  
 সম্মোহিনি মহাকালি মহানীলে নীলপতাকে মহারাত্রি মহাগৌরি মহামায়ে  
 মহাপ্রিয়ে মহাচান্দি মহাসৌরি মহাময়ূরি আদিত্যরশ্মি জাহ্নবি যমঘণ্টে  
 ও আং কিলি কিলি চিন্তামণি শ্রুতি শ্রুতোরংপয়ে সর্বকামহৃদে  
 যথাভিলষিতং কার্যং তস্মৈ সিদ্ধতু স্বাহা ।

ও অজিতে স্বাহা ও অপরাজিতে স্বাহা ও ভূঃ স্বাহা । ও ভুবঃ স্বাহা ।  
 ও অঃ স্বাহা । ও ভূ ভূবঃ অঃ স্বাহা । ও যত এবাগতং পাপং তত্রৈব  
 প্রতিগচ্ছতু স্বাহা । ও বলে বলে মহাবলে অসিদ্ধসাধিনি স্বাহা ।

ইতি বিষ্ণুধর্মোত্তরে ত্রৈলোক্যবিজয়াপরাজিতা-স্তোত্রম্ ।

## হরিনাম-স্তোত্রম্ ।

ঐগোবিন্দায় নমঃ

গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপালং গোপীবল্লভং ।

গোবর্দ্ধনোদ্ধরং ধীরং বন্দে গোমতীপ্রিয়ম্ ॥

নারায়ণং নিরাকারং নরবীরং নরোত্তমং ।

নৃসিংহং নাগনাথঞ্চ তং বন্দে নরকাস্তকং ॥

পীতাম্বরং পদ্মনাভং পদ্মাকং পুরুষোত্তমং ।

পবিত্রং পরমানন্দং তং বন্দে পরমেশ্বরম্ ॥

রাঘবং রামচন্দ্রঞ্চ রাবণারিং রম্যপতিং ।

রাজীবলোচনং রামং তং বন্দে রঘুনন্দনম্ ॥

ବାମନଃ ବିଶ୍ୱରୂପଃ ବାସୁଦେବଃ ବିହ୍ୱଳଃ ।  
 ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୋ ବିଶ୍ୱଦେବଃ ତଂ ବନ୍ଦେ ଦେବବଲ୍ଲଭଃ ॥  
 ଦାମୋଦରଃ ଦିବ୍ୟାସିଂହଃ ଦୟାଳୁଃ ଦୀନନାୟକଃ ।  
 ଦୈତ୍ୟାରିଃ ଦେବଦେବେଶଃ ତଂ ବନ୍ଦେ ଦେବକୀସୁତମ୍ ॥  
 ମୁରାରିଃ ମାଧବଃ ମଂଥ୍ରଃ ମୁକୁନ୍ଦଃ ମୁଷ୍ଟିର୍ମର୍ଦନଃ ।  
 ମୁଖକେଶଃ ମହାବାହୁଃ ତଂ ବନ୍ଦେ ମଧୁସୂଦନମ୍ ॥  
 କେଶବଃ କମଳାକାନ୍ତିଃ କାୟେଶଃ କୌସ୍ତୁଭପ୍ରିୟଃ ।  
 କୌମୋଦକଧ୍ୱଃ କୃଷ୍ଣଃ ତଂ ବନ୍ଦେ କୌରବାସ୍ତକଂ ॥  
 ଭୂଧରଃ ଭୁବନାନନ୍ଦଃ ଭୂତେଶଃ ଭୂତନାୟକଃ ।  
 ଭାବନୈକଃ ଭୂଜଞ୍ଜେଶଃ ତଂ ବନ୍ଦେ ଭବନାଶନଂ ॥  
 ଜନାର୍ଦ୍ଦନଃ ଜଗନ୍ନାଥଃ ଜଗଜ୍ଜାତ୍ୟବିନାଶକଃ ।  
 ଜାମଦଗ୍ନିବରଃ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ଠଃ ବନ୍ଦେ ଜଳଶାୟିନଂ ॥  
 ଚତୁର୍ଭୁଜଃ ଚିଦାନନ୍ଦଃ ଯଲ୍ଲଚାନୁରମର୍ଦନଃ ।  
 ଚରାଚରଗତଃ ଦେବଃ ତଂ ବନ୍ଦେ ଚକ୍ରପାଣିମ୍ ॥  
 ତ୍ରିୟଃକରଃ ତ୍ରିୟୋନାଥଃ, ଶ୍ରୀଧରଃ ଶ୍ରୀବରପ୍ରଦଃ ।  
 ଶ୍ରୀବଂସଲଧରଃ ସୌମ୍ୟଃ ତଂ ବନ୍ଦେ ଶ୍ରୀକ୍ଷ୍ମରେଶ୍ୱରଂ ॥  
 ଯୋଗୀଶ୍ୱରଃ ଯଜ୍ଞପତିଃ ଯଶୋଦାନନ୍ଦଦାୟକଃ ।  
 ଯଯୁନାଜଳକଲ୍ଲୋଳଃ ତଂ ବନ୍ଦେ ଯଯୁନାୟକଂ ॥

শালগ্রামশিলাশুদ্ধং শঙ্খচক্রোপশোভিতং ।  
 সুরাসুরৈঃ সদা সেব্যং তং বন্দে সাধুবল্লভং ॥  
 ত্রিবিক্রমং তপোমুক্তিঃ ত্রিবিধাঘোষনাশনং ।  
 ত্রিশূলং তীর্থরাজেন্দ্রং তঁং বন্দে তুলসীপ্রিয়ং ॥  
 অনন্তমাদিপুরুষ মচ্যুতঞ্চ বরপ্রদং ।  
 আনন্দঞ্চ সদানন্দং তং বন্দে চাঘনাশনং ॥  
 লীলয়া ধৃতভূভারং লোকসংজ্ঞকবন্দিতং ।  
 লোকেশ্বরঞ্চ শ্রীকান্তং তং বন্দে লক্ষ্মণপ্রিয়ং ॥  
 হরিঞ্চ হরিণাক্ষঞ্চ হরিনাথং হরিপ্রিয়ং ।  
 হলায়ুধসহায়ঞ্চ তং বন্দে হনুমৎপতিং ॥  
 হরিনামাকৃতা মালা পবিত্রা পাপনাশিনী ।  
 বলিরাজেন্দ্রেণ চোক্তা কণ্ঠে ধার্য্যা প্রযত্নতঃ ॥  
 ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং হরিনামমালাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ।

### শ্রীকৃষ্ণ-স্তোত্রম্ ।

গর্গ উবাচ ।

হে কৃষ্ণ জগতাং নাথ ভক্তানাং ভয়ভঞ্জন ।  
 প্রসন্নো ভব মামীশ দেহি দাস্যং পদান্বজে ॥  
 হুংপিত্রা মে ধনং দত্তং তেন কিং মে প্রয়োজনম্ ।  
 দেহি মে নিশ্চলাং ভক্তিং ভক্তানামভয়প্রদাম্ ॥

অগ্নিমাদিষু সিদ্ধিষু যোগেষু যুক্তিষু প্রভো ।  
 জ্ঞানতত্ত্বেহ তত্ত্বে বা কিক্ষিপাস্তি স্পৃহা মম ॥  
 ইন্দ্রে বা মনুজে বা স্বর্গভোগং ফলং চিরম্ ।  
 নাস্তি মে মনসো বাঙ্খ্য ত্বৎপাদসেবনং বিনা ॥  
 সালোক্য সাষ্টি-সামীপ্য-সাক্ষৈপ্যেকত্বমীপ্সিতম্ ।  
 নাহং গৃহ্যামি তে ব্রহ্মংস্ত্বং পাদসেবনং বিনা ॥  
 গোলোকে বাপি পাতালে বাসে তুল্যং মনোরথম্ ।  
 কিস্তু তে চরণাস্তোজে সততং স্মৃতিরস্তু মে ॥  
 বেদাঙ্কং শঙ্করাৎ প্রাপ্য কতি জন্মফলোদয়াৎ ।  
 সর্বস্তোহং সর্বদর্শী সর্বত্র গতিরাস্তি মে ॥  
 কৃপাং কুরু কৃপাসিক্কা দীনবন্ধো পদাম্বুজে ।  
 রক্ষ মাযভয়ং দত্তা যত্ন্যর্থে কিং করিষ্যতি ॥  
 সর্বেষামীশ্বরঃ শর্বস্ত্বং পাদাস্তোজসেবয়া ।  
 যত্ন্যজ্ঞয়োহস্তকারশ্চ বভূব যোগিনাং গুরুঃ ॥  
 ব্রহ্মা বিধাতা জগতাং তৎপাদাস্তোজসেবয়া ।  
 যশ্চৈকদিবসে ব্রহ্মাণঃ পতন্তীম্ভাশ্চতুর্দশ ॥  
 ত্বৎপাদসেবয়া ধর্ম্যঃ সাক্ষী চ সর্বকর্মণাম্ ।  
 পাতা চ কলদাতা চ জিহ্বা কালং স্তূহুর্জয়ম্ ॥

ସହସ୍ରବଦନଃ ଶେଷୋ ଯତ୍ପାଦପଦ୍ମାସେବୟା ।  
 ଧତ୍ତେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଦ୍ଵିଧ୍ଵଂ ଶିରସା ଚୈବ ମେଦିନୀଂ ॥  
 ସର୍ବସମ୍ପଦ୍ଵିଧାତ୍ରୀ ଚ ଯା ଦେବୀ ଯତ୍ ପରାଂପରା ।  
 କରୋତି ସତତଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଶେନ୍ଦ୍ରପଦମାର୍ଜ୍ଜନଂ ॥  
 ପ୍ରକୃତିବୀଜରୂପା ସା ସର୍ବେଷାଂ ଶକ୍ତିରୂପିଣୀ ।  
 ସ୍ଵାରଂ ସ୍ଵାରଂ ତତ୍ପଦାଞ୍ଜଂ ବଭୂବ ହ୍ରତ୍ପରାଂପରା ॥  
 ପାର୍ବତୀ ସର୍ବଦେବୀ ସା ସର୍ବେଷାଂ ବୁଦ୍ଧିରୂପିଣୀ ।  
 ହ୍ରତ୍ପାଦସେବୟା କାନ୍ତଂ ଲଳାତ ଶିବମୀଶ୍ଵରଂ ॥  
 ବିଦ୍ୟାଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ବା ଜ୍ଞାନମାତା ସରସ୍ଵତୀ ।  
 ପୂଜ୍ୟା ବଭୂବ ସର୍ବେଷାଂ ହ୍ରତ୍ପାଦାନ୍ତୋଞ୍ଜସେବୟା ॥  
 ସାବିତ୍ରୀ ବେଦମାତା ଚ ପୁନାତି ଭୁବନତ୍ରୟଂ ।  
 ବ୍ରହ୍ମଣୋ ବ୍ରହ୍ମଣାଂ ଗତିସ୍ତଂ ପାଦସେବୟା ॥  
 କ୍ଷମା ଜଗଦ୍ବିଧର୍ତ୍ତୁଂ ଧୃତ୍ଵା ରତ୍ନଗର୍ଭା ବସୁନ୍ଧରା ।  
 ପ୍ରସୂତା ସର୍ବଶସ୍ତ୍ରାଣାଂ ହ୍ରତ୍ପାଦପଦ୍ମାସେବୟା ॥  
 ରାଧା ବାମାଂଗସମ୍ଭୂତା ତବ ତୁଲ୍ୟା ଚ ତେଜସା ।  
 ହିଂସା ବନ୍ଧସି ତେ ପାଦଂ ସେବ୍ୟତେହଂଗୁତ୍ସ୍ଵ କା କଥା ॥  
 ଯଥା ଶର୍ବ୍ଵାନୟୋ ଦେବା ଦେବ୍ୟଃ ପଦ୍ମାଦୟୋ ଯଥା ।  
 ତତ୍ସମଂ ନାଥ କୁରୁ ଯାମୀଶ୍ଵରଂ ସମା କୃପା ॥

ন যাস্থামি গৃহং নাথ ন গৃহ্নামি ধনং তব ।  
 কৃতা মাং রক্ষ পাদাক্ষে সেবায়াং সেবকরতম্ ॥  
 ইত্যুক্ত্বা চ সাক্ষাৎনেত্রঃ পপাত চরণং হরেঃ ।  
 রুরোদ চ ভূশং ভক্ত্যা পুলকাক্ষিতবিগ্রহঃ ॥  
 গর্গস্য বচনং শ্রুত্বা জহাস ভক্তবৎসলঃ ।  
 উবাচ তং স্বয়ং কৃষ্ণ ময়ি তে ভক্তিরাস্ত্যুতি ॥  
 ইদং গর্গকৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ ।  
 দৃঢ়াং ভক্তিং হরের্দাস্যং স্মৃতিঞ্চ লভতে ধ্রুবম্ ॥  
 জন্মমৃত্যুজরারোগশোকমোহাতিসঙ্কটাৎ ।  
 তীর্ণো ভবতি শ্রীকৃষ্ণদাসঃ সেবনতৎপরঃ ॥  
 কৃষ্ণস্য ভবনং কালে কৃষ্ণসার্কং প্রমোদতে ।  
 কদাপি ন ভবেত্তস্য বিচ্ছেদো হরিণা সহ ॥  
 ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে মহাপুরাণে গর্গকৃতশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্

## হরিহর-স্তোত্রম্ ।

গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ হরে যুরারে ।  
 শম্ভো শিবেশ শশিশেখর শূলপাণে ॥  
 দামোদরাচ্যুত জনার্দন বাসুদেব ।  
 ত্যজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনস্তি ॥

গঙ্গাধরাস্করিরিপো হর নীলকণ্ঠ ।  
 বৈকুণ্ঠ কৈটভরিরিপো কমঠাঙ্গপাণে ॥  
 ভূতেশখণ্ডপরশো মৃড় চণ্ডিকেশ ।  
 ত্যজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনস্তি ॥  
 বিষ্ণো নৃসিংহ মধুসূদন চক্রপাণে ।  
 গৌরীপতে গিরিশ শঙ্কর চন্দ্রচূড় ॥  
 নারায়ণাস্বরনিবহ'ণ শাস্ত্র'পাণে ।  
 ত্যজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনস্তি ॥  
 মৃত্যুঞ্জয়োত্রবিষমেক্ষণ কামশত্রো ।  
 শ্রীকান্ত পীতবসনাস্বদনীল শৌরে ॥  
 ঈশান কৃতিবসন ত্রিদশৈকনাথ ।  
 ত্যজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনস্তি ॥  
 লক্ষ্মীপতে মধুরিপো পুরুষোত্তমাদ্য ।  
 শ্রীকণ্ঠ দিব্যমন শাস্ত্র পিনাকপাণে ॥  
 আনন্দকন্দ ধরণীধর পদ্মনাভ ।  
 ত্যজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনস্তি ॥  
 সর্বেশ্বর ত্রিপুরসূদন দেব দেব ।  
 ব্রহ্মণ্যদেব গরুড়ধ্বজ শাস্ত্রপাণে ॥

তাক্কেঁরিগাভরণ বালমৃগাক্রমৌলে ।

ত্যাঁজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনস্তি ॥

শ্রীরাম রাঘব বামেশ্বর রাবণারে ।

ভূতেশ মন্যধরিপৌ প্রমথাধিনাথ ॥

চানুরমর্দন হুঘীকপতে মুরারে ।

ত্যাঁজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনস্তি ॥

শূলিন্ গিরীশং রজনীশকলাবতংস ।

কংসপ্রনাশন সনাতন কেশিনাশ ॥

ভর্গ ত্রিনেত্র ভব ভূতপতে পুরারে ।

ত্যাঁজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনস্তি ॥

গোপীপতে যদুপতে বসুদেবসূনো ।

কপূরগৌর বৃষভধ্বজ ভালনেত্র ॥

গোবর্কনোদ্ধরণ ধর্ম্মধুরিন্ গোপ ।

ত্যাঁজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনস্তি ॥

স্বাণো ত্রিলোচন পিনাকধর স্মরারে !

কৃষ্ণানিরুদ্ধ কমলাকর কল্যাষারে ॥

নিঃশেষর ত্রিপথগার্জ্জকটাকলাপ !

ত্যাঁজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনস্তি ॥



অষ্টোত্তরাধিকশতেন স্মচারণান্মাং ।

সন্দশিতাং ললিতরত্ন কদম্বকেন ॥

সম্মায়কাং দৃঢ়গুণাং নিজকণ্ঠগাং যঃ ।

কুৰ্ঘ্যাদিমাং স্রজমহো স যমং ন পশ্যেৎ ॥

যো ধৰ্ম্মরাজরচিতাং ললিতপ্রবন্ধাং ।

নামাবলীং সকলকল্মষবীজহন্ত্রীং ॥

ধীরোহত্র কৌন্তভভূতঃ শশিভূষণস্ত্র ।

নিত্যং জপেৎ স্তনরসং ন পিবেৎ স মাতুঃ ॥

উক্তি শ্রীকল পুরাণে ধৰ্ম্মরাজ বিবচিত হরিহরাষ্টোত্তরশতনামাবলি-  
সমাপ্তম্ ।

ভাবার্থ । যিনি হরিহরের অষ্টোত্তবাধিক একশত নামের এই মালা  
কর্ত্ত্ব করিবেন, এবং প্রত্যহ পাঠ করিবেন তাঁহাকে আর যমযজ্ঞণা সহ  
করিতে হইবে না অর্থাৎ পুনর্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না । এই  
নামমালা সাক্ষাৎ ধৰ্ম্মবাজ নিজ দূতগণকে দিবার জন্য স্বয়ং গ্রহণ করেন ।  
আরও তাহাদের বলিয়াছেন যে, গোবিন্দ বিষ্ণুর এই সকল নাম বাহারা  
সদা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদিগকে তোমরা ভ্যাগ করিবে ।

বিষ্ণুর স্তোত্র ।

জয় জয় জগৎপতি জয় নারায়ণ । .

নমস্তে মাধব নমো গোপিকামোহন ॥

নমো অনাথের বন্ধু ছরিতভঞ্জন ।

নমঃ শঙ্খবিনাশক গজেন্দ্রমোক্ষণ ॥

তুমি সর্বদেবরূপ অনাদি কারণ ।

ছাদশ আদিত্য প্রভু তোমার কিরণ ॥

একাদশ রুদ্র তুমি চতুর্দশ যম ।

ভুবনবিজয়ী রূপগুণ অনুপম ॥

হে জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় বৈকুণ্ঠনামধ্বক্ ।

জয় দেব কৃপাসিন্ধো জয় লক্ষ্মীপতে প্রভো ॥

জয় নীলাশ্ব জশ্যাম নীলজীমূতসম্মিত ।

জয় পদ্মাধরিত্রীভ্যাং নিষেবিতপদাশ্বজ ॥

জনার্দন জগদ্বন্ধো শরণাগতপালক ।

ত্বদা সদা সদা সানাং দাসত্বং দেহি মে প্রভো ॥

ত্রিভঙ্গললিতরূপ শ্যামকলেবর ।

কনককিরীট দিব্য মস্তক উপর ॥

পীতবাসপরিধান রাজীবলোচন ।

শঙ্খচক্র গদাপিদ্বাশ্রীবৎসশোভন ॥

মকরকুণ্ডল-আদি বলয় কঙ্কণ ।

ভুলসী মঞ্জরী আর কমল ভূষণ ॥

( ১৩৮ )

চারু চতুর্ভুজরূপ মোহনমুরতি ।  
অস্তিত্বে এ হরিদাসে দিও হে নিষ্কৃতি ॥

সত্য যুগ—

তারক ব্রহ্ম, নাম ।

নারায়ণপরা বেদা নারায়ণপরাঙ্করাঃ ।  
নারায়ণপরা মুক্তি নারায়ণপরা গতিঃ ॥  
( কুরুক্ষেত্র তীর্থ )

ত্রেতাযুগ—

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন ।  
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥  
( পুরুষতীর্থ )

দ্বাপরযুগ—

হরে মুরারে মধুকৈটভারে ।  
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে ।  
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥  
( নৈমিষারণ্য তীর্থ )

কলিযুগ ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥  
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ॥  
( গঙ্গাতীর্থ )

হরেন্নাম হরেন্নাম হরেন্নামৈব কেবলম্ ।  
 কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥  
 হরিনাম মহামন্ত্র, সর্বমন্ত্রসার ।  
 হরিনাম জপ সদা, পাইবে নিস্তার ॥

## যজ্ঞসূত্র বা পৈতা ।

কার্পাসসম্ভবং সূত্রং ধর্ম্যকামার্ধমোক্শদম্ ।

তচ্চ বিশ্রেন্দ্রকণ্ময়া নিশ্চিন্তঞ্চ স্মশোভনম্ ॥

ব্রাহ্মণকন্তার কৃত কার্পাসসূত্রে প্রস্তুত যজ্ঞোপবীত-ধারণে  
 ধর্ম্মার্থকামমোক্শ চাতুর্বার্গ্য ফল লাভ হইয়া থাকে ।

কার্পাসমুপবীতং স্মাদ্ বিপ্রশ্রোদ্ধিবৃতং ত্রিবৃতং ।

শগসূত্রময়ং রাজ্ঞাং বৈশ্যস্মাবিক সৌত্রিকম্ ॥

ব্রাহ্মণ কার্পাসসূত্রবিনিশ্চিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন । ক্ষত্রিয়  
 শগসূত্রনিশ্চিত এবং বৈশ্য মেঘলোমনিশ্চিত যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন ।

ঋক্‌সামযজুর্মাঠৈব বেদভেদেন লক্ষণম্ ।

ঋক্কে সূত্রং সমাদায় নাভেরুর্দ্ধং স্তনাদধঃ ॥

ঋচামেতদ্ধি যজুর্মাং নাভিমাত্রং তথৈব চ ।

সান্নাং মূলান্ধামবাহোর্দক্ষিণারত্নিমানিতম্ ॥

ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ ভেদে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞোপবীতের পরিমাণের  
 পৃথক্‌ত্ব আছে । ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ বাসবক হইতে নাভির উর্দ্ধ এবং  
 স্তনের অধোভাগ পর্যন্ত পরিমাণ উপবীত ধারণ করিবে ।

যজুর্বেদীয়গণের উপবীতের পরিমাণ নাভি পর্য্যন্ত এবং সামবেদীয়-গণের বামবাহুর মূলদেশ হইতে দক্ষিণ হস্তের অরন্ধ্রদেশ পর্য্যন্ত পরিমাণ উপবীত ধারণ করিবে।

**সামবেদীক—**যজ্ঞোপবীতগ্রহিষ্মত্ব।

ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্ত যোপবীতে নোপনেহামি।

**যজুর্বেদীক—**ওঁ ঋগ্বেদীয় মন্ত্র।

ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং বৃহস্পতেৰ্যং আয়ুৰ্য্যমজং প্রতিমুঞ্চ  
গুত্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্ত তেজঃ।

ঋগ্বেদীয় ও যজুর্বেদীয়গণের মন্ত্র এক, সুতরাং তাহা আর পৃথক্ লিখিত হইল না।

ব্রহ্মগ্রহি জানা না থাকিলে, গায়ত্রী পাঠ করিয়া প্রবরসংখ্যার গ্রহি দেওয়া হয়। ইহা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

## প্রবর।

শাণ্ডিল্য গোত্র—শাণ্ডিল্য, আসিত দেবল। বাৎস্তগোত্র,—ওর্ক, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্সুবৎ। (সাবর্ণ গোত্রেরও এই প্রবর)।

(প্রবর অর্থে—পুং, গোত্রপ্রবর্তক মুনি ইত্যাদি)

ভরদ্বাজ গোত্র,—ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বাহস্পত্য।

কাশ্যপ গোত্র,—কাশ্যপ, অপ্সার, নৈষক্ৰব।

## যজ্ঞোপবীত ধারণবিধি।

যজ্ঞোপবীতে ছে ধার্য্যে দৈবে পৈত্রে চ ধৃশ্মণি।

তৃতীয়কোন্তরীয়ার্থে বস্ত্রাভাবে চতুষ্ঠমম্ ॥

যজ্ঞোপবীত চারিটা ত্রিদত্তী ধারণ করিবে। চারি ত্রিদত্তী ধারণ করিবার কারণ এই যে, দৈব ও পৈত্রকর্মের জন্য দুইটা, উত্তরীয়ার্থে একটা ও বস্ত্রাভাব জন্য একটা।

উপবীতং যজ্ঞসূত্রং প্রোক্তৃতে দক্ষিণে করে।

প্রাচীনাবীতমশ্ম শ্মিষ্মিবীতং কণ্ঠলম্বিতং ॥

বামহস্তে স্থাপিত যজ্ঞোপবীতের নাম উপবীত; দক্ষিণহস্তস্থিত যজ্ঞোপবীতের নাম প্রাচীনাবীত এবং কণ্ঠলম্বিত যজ্ঞোপবীতের নাম নিবীত।

## গায়ত্রী শাপোদ্ধার ।

গায়ত্র্যা ব্রহ্মশাপবিমোচনমন্ত্রস্ত ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্ম ( বা বকণো ) দেবতা ব্রহ্মশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ যদ্বক্ষ্যেতি ব্রহ্মবিদোবিদুস্ত্বাং পশ্যন্তি ধীরাঃ ।

সুমনসো বা গায়ত্রি ত্বং ব্রহ্মশাপাৎ বিমুক্তা ভব ।

বশিষ্ঠশাপবিমোচনমন্ত্রস্ত বশিষ্ঠঋষির্বশিষ্ঠো দেবতা বশিষ্ঠশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ ।

ওঁ অর্কজ্যোতিরহং ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্যোতিরহং শিবঃ ।

শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণুর্বিষ্ণুজ্যোতিঃ শিবঃ পরঃ ।

গায়ত্রি ত্বং বশিষ্ঠশাপাৎ বিমুক্তা ভব ।

বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনমন্ত্রস্ত বিশ্বামিত্রঋষিরাষ্ট্রা দেবতা বিশ্বামিত্রশাপ-বিমোচনে বিনিয়োগঃ ।

ଓଁ ଅହୋ ଦେବି ମହାଦେବି ଦିବ୍ୟେ ସନ୍ତୋୟେ ସରସ୍ବତୀ ।  
ଅଜ୍ଞରେ ଅମରେ ଚୈବ ବ୍ରହ୍ମଯୋନି ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ।  
ଗାୟତ୍ରି ହ୍ରାଂ ବିଶ୍ଵାମିତ୍ରଶାପାଂ ବିମୁକ୍ତା ତବ ।

---

## বৈদিক সন্ধ্যাবিধি ।

সন্ধ্যাহীনোহশুচিভূত্বা কৃষে বা বিমুখো যদি ।

স এব ব্রাহ্মণাভাষো বিষহীনো যথোরগঃ ॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণ ।

সন্ধ্যাহীন, অশুচিদেহী এবং কৃষ্ণবিমুখ ব্রাহ্মণ বিষহীন সর্পের  
ভ্রায় অকর্ষণ্য ।

সন্ধ্যাকালব্যতীতে তু যদি সন্ধ্যা কৃত্য ভবেৎ ।

গায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা পুনঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ ॥

বিশিষ্ট কারণ জন্ত যদি সন্ধ্যাকাল অতীত করিয়া সন্ধ্যা করিতে  
হয়, তবে দশ বার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যা করিতে হয় ।

সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে ।

সায়ংসন্ধ্যা ন কুবরীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ ॥

সংক্রান্তি, অমাবস্তা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও শ্রাদ্ধদিনে সায়ংসন্ধ্যা করিবে  
না, করিলে পিতৃহত্যার পাতক হয় । ইহা বৈদিক সন্ধ্যাবিষয়ে জানিবে ।  
জন্মমরণার্শোচেও বৈদিক সন্ধ্যা করিতে নাই ।

বা সন্ধ্যা সা তু গায়ত্রী দ্বিধা ভূত্বা প্রতিষ্ঠিতা ।

সন্ধ্যা চোপাসীতা যেন তেন বিষ্ণুরুপাসীতঃ ॥

স চ সূর্য্যসমো বিপ্রস্তেজসা ভপসা সদা ।

তৎপাদপদ্মরজসা সত্ত্বঃপূতা বহ্নন্ধরা ॥

জীবন্তুতঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতো হি যো দ্বিজঃ ।



যিনি সন্ধ্যা, তিনিই গায়ত্রী, দ্বিধা মুক্তিতে একই। যিনি সন্ধ্যা উপাসনা করেন, তাঁহার বিষ্ণু-উপাসনা করা হয়। আজীবন যে বিপ্র সন্ধ্যা উপাসনা করেন, তিনি তেজ ও তপশ্যায় সূর্য্যের স্থায় দীপ্তিমান এবং তৎপাদরজঃ দ্বারা বসুন্ধরা পবিত্রা হইবেন। সন্ধ্যাপূত তেজস্বী দ্বিজ জীবন্তুঃ।

## সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি ।

প্রথমে যথাবিধি আচমন করিয়া মার্জ্জন করিবে। মার্জ্জন—ওঁ শন্ন আপো ধঘত্বাঃ শম্ নঃ সন্তনুপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শম্ নঃ সন্ত কুপ্যাঃ ॥ ওঁ ত্রপদাদিব মুমুচানঃ শ্বিন্নঃ স্নাতো স্নাদিব। পূতং পবিত্রেণোবাজ্যমাণঃ শুক্লত্ব মৈনসঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠা স্নোভূবন্তা ন উর্জ্জৈ দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমোরসস্তস্ত জাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তস্মা অরক্ষমাম বো যস্য ক্ষয়ান জিহ্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চা-ভীকান্তপসোহধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়তঃ ততঃ সমুদ্রো হর্গবঃ। ওঁ সনুদ্রাদর্গবাদধি সংবৎসবো অজায়ত। অহোরাাত্রাণি বিনধদ্ বিশ্বস্ত মিষতো বশী। ওঁ সূর্য্যাচক্রমসৌ ধাতা যথাপূর্কমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথোষঃ।

এই মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া মার্জ্জন করিবে, অর্থাৎ মন্ত্র পাঠ করিতে কুশার অগ্রভাগ দ্বারা বিন্দু বিন্দু জল ধীবে ধীরে ক্রমে ক্রমে স্বীয় মস্তকে, ভ্রুমিতে, তৎপরে শূত্রদেশে সেক অর্থাৎ জল প্রক্ষেপ করিবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিতে হয়। কুশের অভাশে অঙ্গুলি দ্বারাও মার্জ্জন করা যাইতে পারে। অনন্তর প্রাণায়াম করিতে হয়। প্রাণায়ামের পূর্বে তত্ত্বগম্যের ঋষ্যাদি স্মরণ করিবে। বদ্ধাঙ্গলি হইয়া পাঠ করিবে।

ঋষাদি স্মরণ,—ওঁকারস্ত ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহমিদেবতা সর্বাংকশ্রীরাশ্তে  
বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবাদি সপ্তব্যাহতীনাং প্রজাপতিঋষির্গায়ত্র্যক্ষিগমুঠু  
ব্ বৃহতীপংক্তিত্রিষ্টুব্ জগত্যাচ্ছন্দাংসি অগ্নিবাযুর্ধ্যাবরুণবৃহস্পতীন্ম-  
বিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যাবিশ্বামিত্রঋষির্গায়-  
ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতি-  
ঋষির্ব্রহ্মবাবুর্মিত্র্য্যাস্ততশ্চো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

অনন্তর প্রাণায়াম করিবে। নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করতঃ নাভিদেলে  
ব্রহ্মার ধ্যান করিয়া পূরক প্রাণায়াম করিবে। মন্ত্র যথা,—

প্রথমং নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্ভুজং দ্বিভুজং অক্ষয়ত্রয়মণ্ডলকং  
হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং নাভিদেলে ধ্যানন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ  
ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং। ওঁ তৎসবিতুর্করৈণ্যং ভর্গো  
দেবস্ত ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোহমৃতং  
ব্রহ্ম ভূভুবঃ স্বরোম্।

নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া হৃদয়দেশে বিষ্ণুচিন্তা করতঃ কুস্তক  
প্রাণায়াম করিবে। যথা,—

হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপাশহস্তং গরুড়াকৃৎ  
কেশবং ধ্যানন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ  
ওঁ সত্যং। ওঁ তৎ সবিতুর্করৈণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো  
য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতী রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূভুবঃ  
স্বরোম্।

নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করতঃ ললাটে শঙ্কর ধ্যান করিয়া রেচক  
প্রাণায়াম করিবে।

ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরং অর্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিলোকে  
শিবভাকৃৎ শঙ্করং ধ্যানন্। ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ

ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং । ওঁ তৎসবিতুর্ভরগোং ভর্গো দেবত ধীমহি ।  
 ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ । ওঁ আপো জ্যোতী রসোহমৃতং ব্রহ্ম ভূত্বং  
 ববোম্ ।

অনন্তর আচমন করিয়া ( প্রাতঃ; মধ্যাহ্ন ও সাংক্ৰান্তীকালীন আচমনের  
 মন্ত্র পৃথক্ পৃথক্ ) যে সময়ে সন্ধ্যা করিতে হয়, সেই সময়ের আচমন  
 মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে ।

প্রাতঃকালের আচমনমন্ত্র সূর্য্যাস্ত মেতিমন্ত্ৰস্ত ব্রহ্মধিঃ প্রকৃতিচ্ছন্দ  
 আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ সূর্য্যাস্ত মা মনু্যাস্ত মনু্যপত্যস্ত  
 মনু্যকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো ব্রহ্মভ্যাং । যদ্রাক্ষিমা পাপমকারিষ্যঃ মনসা বাচা  
 হস্তাভ্যাং পদভ্যামুদরেণ শিশ্না রাক্ষিস্তদবলুপ্তত্বং যৎকিঞ্চিদুরিতং ময়ি ।  
 ইদমহমাপোহমৃতবোনৌ সূর্য্যো জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা ।

মধ্যাহ্নকালের আচমনমন্ত্র,—আপঃ পুনস্ত্বিত্রিমন্ত্ৰস্ত বিষ্ণুধিঃ ধিরনুষ্ঠপচ্ছন্দ  
 আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ আপঃ পুনস্ত্ব পৃথিবীঃ পৃথ্বী  
 পুতী পুনাতু ঝাং । পুনস্ত্ব ব্রহ্মণস্পতিব্রহ্ম পুতী পুনাতু ঝাম্ । বহুচ্ছিষ্টম-  
 ভোজ্যঞ্চ যদাহুশ্চরিতং মম । সৰ্ব্বং পুনস্ত্ব মামাপোহসত্যঞ্চ প্রতি  
 গ্রহং স্বাহা ।

সাংক্ৰান্তীকালের আচমনমন্ত্র —অগ্নিস্ত মেতি মন্ত্ৰস্ত রুদ্রধিঃ প্রকৃতিচ্ছন্দ  
 আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্নিস্ত মা ব্রহ্মাস্ত মনু্যপত্যস্ত  
 মনু্যকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো ব্রহ্মভ্যাং । যদহা পাপমকারিষ্যঃ মনসা বাচা  
 হস্তাভ্যাং পদভ্যামুদরেণ শিশ্না রাক্ষিস্তদবলুপ্তত্বং যৎকিঞ্চিদুরিতং ময়ি ।  
 ইদমহমাপোহমৃতবোনৌ সত্যো জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা ।

প্রাপ্তক \* রত্নে জলগণ্ডবজয় পান করিয়া যথাবিধি আচমন করন্তঃ  
 পূৰ্ব্বং জলের ছিটী দিয়া পায়ত্রী পাঠপূৰ্ব্বক পুনর্স্নান করিবে ।  
 পুনর্স্নান মন্ত্র—

আপো হিষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়স্ত্র সিন্ধুদীপঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা  
মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আপো হিষ্ঠা ময়োভুবন্তা ন উর্জ্জে  
দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে। ওঁ যো বঃ শিবতমোরসস্ত্র ভাঙ্করতেহ  
নঃ। উশতীরিব মাতরঃ। ওঁ তুম্মা অরক্ষমাম বো যস্ত্র ক্ষমায় ঙ্গিষথ।  
আপো জনয়থা চ নঃ।

অনন্তর জলগণ্ডুষ নাসিকায় আরোপণ \* করিয়া অঘর্ষণ করিবে  
অঘর্ষণ † মন্ত্র যথা,—

ঋতমিত্রাত্মাঘর্ষণ ঋষিরমুঠপ্‌চ্ছন্দো ভাববৃন্তো দেবতা অশ্বমেধাবহুধে  
বিনিয়োগঃ। ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীক্কাত্তপসোহিধাক্ষারত ততো রাত্রাজায়ত  
ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ। ওঁ সমুদ্রাদর্গবাদধি সংবৎসরো অক্ষারত অহোরাত্রাণি  
বিদধদ্ বিশ্বস্ত্র মিসতো বশী। ওঁ সূর্য্যাচক্সমসৌ ধাতা যধাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।  
দিঘঞ্চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বাম নাসিকার দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণ  
নাসিকা দ্বারা পাপপুরুষের সতিত সেই বায়ু নিঃসরণ করতঃ কলিত-শিলা  
পৃষ্ঠে বামহস্ততলে নিক্ষেপ করিবে। এইপ্রকার বারত্ৰয় করিবে।  
তৎপরে হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক আচমন করিয়া গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক  
সূর্য্যোদ্দেশে প্রাতে অঞ্জলিত্ৰয়, মধ্যাহ্নে একাঞ্জলি ও সায়াংসন্ধ্যায় অঞ্জলিত্ৰয়  
জল দিবে।

## সূর্য্যোপস্থান

সূর্য্যোপস্থান অর্থে সূর্য্যোপাসনা। সূর্য্যামণ্ডলে ঐশ্বরিক বিভূতির  
সমধিক বিকাশ, তাই সূর্য্যামণ্ডলোপহিত চৈতন্তের উপাসনা করিতে হয়।

\* স্তাস সংস্থাপন।

† বে অঘ নাশ করে, অঘ অর্থে পাপ।

ହିଂସା ଚୈତନ୍ତ୍ରର ଉପାସନା, ଛଡ଼ ପଦାର୍ଥର ନହେ । ଛଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଅବଲମ୍ବନ  
ବାତୀତ ଚୈତନ୍ତ୍ରର ଉପାସନା ହେତେ ପାରେନା, ତାହି ଛଡ଼ ବସ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିয়া  
ତାହାକେ ଉପସନା କରିତେ ହୁଏ ।

ପ୍ରାତଃକାଳେ ନିଶ୍ଚୟମାନ ହେୟା ଶୃଙ୍ଖଳ ( ଗୋଡ଼ାଳୀ ) ଉତ୍ତୋଳନ ପୁଷ୍ପକ  
ହୃଦ୍ଧାତ୍ମିୟୁକ୍ତେ କୃତାଞ୍ଜଳି ହେୟା ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ଶୃଙ୍ଖଳ ନିଶ୍ଚୟମାନ ଓ ଉର୍ଜ୍ଜ୍ୱାହ ହେୟା  
ଏବଂ ସାୟଂକାଳେ ଉପେବନ ପୂର୍ବକ କୃତାଞ୍ଜଳି ହେୟା ହୃଦ୍ଧାତ୍ମିୟୁକ୍ତେ କରିବେ ।

ଉଦ୍ଧୃତାମିତ୍ୟନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପ୍ରାଣୀଚ୍ଛନ୍ଦଃ ହୃଦ୍ଧାତ୍ମିୟୁକ୍ତେ ଦେବତା ହୃଦ୍ଧାତ୍ମିୟୁକ୍ତେ  
ବିନିଯୋଗଃ ଓ ଉଦ୍ଧୃତାଂ ଜାତବେଦମଂ ଦେବଂ ବହସ୍ତି କେତବଃ ଦୃଶେ ବିଦ୍ୟାମ୍ ହୃଦ୍ଧାତ୍ମିୟୁକ୍ତେ ।  
ଚିତ୍ରମିତ୍ୟନ୍ତ୍ର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତଃ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପ୍ରାଣୀଚ୍ଛନ୍ଦଃ ହୃଦ୍ଧାତ୍ମିୟୁକ୍ତେ ଦେବତା ହୃଦ୍ଧାତ୍ମିୟୁକ୍ତେ  
ବିନିଯୋଗଃ ଓ ଚିତ୍ରଂ ଦେବାନାମୁଦଗାଦନୀକଂ ଚକ୍ଷୁର୍ଯ୍ୟନ୍ତ୍ର ବରୁଣଶ୍ରୀଃ । ଆତ୍ମା ତ୍ୱାବାପୃଥିବୀ  
ଅନ୍ତରିକ୍ଷଂ ହୃଦ୍ଧାତ୍ମିୟୁକ୍ତେ ଜଗତଃସ୍ତୁତ୍ୱଂ ।

ଅତଃପର ନିମ୍ନଲିଖିତ ୧୧ଟି ମନ୍ତ୍ରର ଓକ୍ତ ଓକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ଓକ୍ତ  
ଓକ୍ତ ଓକ୍ତ ଓକ୍ତ ଦିବେ ।

ଓଁ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣେ । ୧ । ଓଁ ନମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣେଭ୍ୟଃ । ୨ ।

ଓଁ ନମୋ ଆଚାର୍ଯ୍ୟେଭ୍ୟଃ । ୩ । ଓଁ ନମୋ ଶାସ୍ତ୍ରୀଭ୍ୟଃ । ୪ ।

ଓଁ ନମୋ ଦେବେଭ୍ୟଃ । ୫ । ଓଁ ନମୋ ଦେବେଭ୍ୟୋ ନମଃ । ୬ ।

ଓଁ ନମୋ ବାୟବେ । ୭ । ଓଁ ନମୋ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ । ୮ ।

ଓଁ ନମୋ ବିଷ୍ଣୁଭ୍ୟଃ । ୯ । ଓଁ ନମୋ ବୈଶ୍ଣବେଭ୍ୟଃ, ବା ଓଁ

ପ୍ରଜାପତୟେ ନମଃ । ୧୦ । ଓଁ ନମୋ ଉପମାୟ । ୧୧ ।

ପରେ ତର୍ପଣ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଓକ୍ତ କରିବେ । ଅର୍ଥ—ଉଦ୍ଧୃତାଂ ହିତାଦି ମନ୍ତ୍ରର  
ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପ୍ରାଣୀଚ୍ଛନ୍ଦଃ, ହୃଦ୍ଧାତ୍ମିୟୁକ୍ତେ ଦେବତା ଏବଂ ହୃଦ୍ଧାତ୍ମିୟୁକ୍ତେ ଶ୍ରୀଯୋଗ । ଅଗ୍ନିଂ ଶ୍ରୀ  
ତେଜଃସମ୍ପନ୍ନ ମେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୃଦ୍ଧାତ୍ମିୟୁକ୍ତେ ତଦ୍ଭାବିତ୍ତ୍ୱମ୍ଭୁ ଓକ୍ତେ ଧାରଣ କରିବା

রাখিয়াছে অর্থাৎ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে বা আকর্ষণ শক্তিদ্বারা সূর্য্যমণ্ডল শূন্যে অবস্থিতি করিতেছে। সেই জন্ত সকলের দর্শনকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে অর্থাৎ প্রকাশিত হইতেছে।

“ চিত্রমিত্যাদি ” মস্তের ঋষি কৌৎস ছন্দঃ ত্রিষ্টপ্ সূর্য্যদেবতা এবং সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগ। দেবগণের আশ্চর্য্যকর তেজঃপুঞ্জস্বরূপ সূর্য্য উদ্ভিত হইয়াছেন। ইনি মিত্র, বরুণ এবং অগ্নির প্রকাশক। ইনি উদ্ভিত হইয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশকে স্বীয় তেজের দ্বারা আপূরিত করিতেছেন। এই সূর্য্য স্থাবরজঙ্গমাগ্নক জগতের আত্মস্বরূপ।

## গায়ত্রীর আবাহন।

ওঁ ভূভূবঃস্বঃ তৎসবিতুর্বারেণ্যং ভর্গো দেবশ্চ ধীমহি ।  
ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

ওম্—সর্বব্যাপক পরমাত্মা যিনি সমস্ত চরাচরের রক্ষক তিনি ঙ্কার-পদবাচ্য, অব ধাতু রক্ষা অর্থে অবতি রক্ষতি সর্বং অথবা যিনি উপাসকের সমস্তকাৰ্য্যনা পূর্ণ করেন। আপ ধাতু প্রাপ্তি অর্থে আপ্রোনি সর্বান্ কৰ্ম্মান্।

“ ভুরিতি বৈ প্রাণঃ ভুবরিত্যপানঃ, স্বরিতি ব্যানঃ ॥

যঃ প্রাণয়তি চরাচরং জগৎ স ভূঃ স্বরভূরীশ্বরঃ। যঃ সর্বং হৃৎখমপানয়তি দূরীকরোতি সোপানঃ পরমেশ্বরঃ। যো বিবিধং জগৎ ব্যানয়তি ব্যাপ্রোতি স ব্যানঃ ঈশ্বরঃ ॥ ১। “ ভুরিতি বৈ প্রাণঃ ” যঃ প্রাণয়তি চরাচরং জগৎ স ভূঃ স্বরভূরীশ্বরঃ যিনি সমস্ত জগতের জীবন ও আশ্রয় এবং প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর এবং যিনি স্বরভূ স্বেই প্রাণবাচক ‘ভূঃ’ পরমেশ্বরের নাম। “ ভুবরিত্য পানঃ ” যঃ সর্বং হৃৎখমপানয়তি

সোপানঃ, যিনি স্বয়ং সৰ্বস্বত্ববহিত এবং যাহার সঙ্গবশতঃ জীবৈব সমস্ত  
 হুঃখ দূৰীভূত হয় সেই পবনেশ্বরের নাম 'ভুবঃ' । "স্বরিত্তি ব্যানঃ", যো  
 বিবিধং জগৎ ব্যানয়তি ব্যাপ্নোতি স ব্যানঃ যিনি নানাবিধ জগতে ব্যাপক  
 হইয়া সমস্ত ধাবণ করেন উক্ত পবনেশ্বরের 'স্বঃ' নাম হইয়াছে ।  
 অথবা ভূঃ যিনি সংস্করণ, ভুবঃ যিনি চৈতন্যস্বরূপ, স্বঃ যিনি আনন্দ-  
 স্বরূপ যিনি সচিদানন্দস্বরূপ—ভূঃ সত্ত্বায়াম্ ভুবঃ চিত্তায়াম্ স্বঃ সূক্ষ্মস্বরূপ  
 ( 'সবিতুঃ' ) যঃ স্মনোতি উৎপাদয়তি সৰ্বং জগৎ স সবিতা, তস্মাৎ ।  
 ( যিনি সমস্ত জগতের উৎপাদক এবং সৰ্বস্বত্বাদাতা হইলেন ) । 'দেবস্ত'  
 যো দীব্যতি দীব্যতে বা স দেবঃ তস্মাৎ । ( যিনি সৰ্বস্বত্বাদাতা এবং সকলে  
 যাহাব প্রাপ্তি কামনা করে সেই পরমাত্মার ) ববেণং 'বৰ্ত্তনুহম্ অর্থাৎ  
 ( স্বীকরণযোগ্য অতি শ্রেষ্ঠ ) 'ভর্গঃ' শুদ্ধস্বরূপম্ অর্থাৎ ( শুদ্ধস্বরূপ এবং  
 পবিত্রকাব্যী )—চৈতন্যময় ব্রহ্মস্বরূপ । 'তৎ' সেই পরমাত্মার স্বরূপকে  
 আমরা, "দীমহি" ধরেমহি চিন্তয়ামি বা অর্থাৎ ( ধাবণ বা চিন্তা কবি ) ॥  
 সেই ব্রহ্মস্বরূপ ধারণ করিবার প্রয়োজন এই যে, 'যঃ' 'জগদীশ্বরঃ' যিনি  
 সেই সবিতা দেব পবনাত্মা, ( নঃ ) "অস্মাকং" আমাদেরিগেব ( ধিয়ঃ )  
 "বুদ্ধী" বুদ্ধিকে 'প্রচোদয়াৎ' "প্রেরয়েৎ" প্রেরণা কবেন অর্থাৎ  
 অসংকার্য পবিত্রাণ করাইয়া সংকার্যে প্রবৃত্ত কবেন ॥ সেই জন্ত  
 সেই পরমাত্মস্বরূপকে উপাসক আমরা নিত্য ধ্যান করিতেছি ।

২। হে পবনেশ্বর ! হে সচিদানন্দস্বরূপ ! হে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-  
 মুক্ত-স্বভাব ! হে অজনিরঞ্জননির্বিকার ! হে সৰ্বস্বত্বধামিনী ! হে  
 সৰ্বাদায়ক ! হে জগৎপতি ! হে সকলজগৎপাদক ! হে অনাদে !  
 হে নিখিলময় ! হে সৰ্বব্যাপিনী ! হে করুণামুতবারিধে !

দ্বিতীয় অংশ । ( সবিতুর্দেবস্ত তব যদ্ ভূভুবঃ স্বর্করৈগ্যাং ভর্গেহস্তি  
 তদ্ বরং দীমহি দধীমহি ধরেমহি ধ্যামেম কঠৈশ্চ প্রয়োজনায় ইত্যাদি, হে

ভগবন্ নঃ যঃ সবিতা দেবঃ পরমেশ্ববো ভবান্ অস্মাকং ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ  
স এব অস্মাকং পূজ্যাইষ্টদেবো ভবতু নাতোহস্তং ভবতু লাং ভবতোহধিকং  
কক্ষিৎ কদাচিন্ মন্তামহে ॥

কৃতাজলি হইয়া—আয়াহীতস্ত শিখামিত্রাষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা  
অপোপনয়নে বিনিয়োগঃ । “ওঁ আয়াহি বরদে দেবিত্রাক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি ।  
গায়ত্রি চন্দসাং মাতব্রক্ষণোনি নমোহস্ত তে ।”

এই বলিয়া গায়ত্রীর আবাহন করিয়া অঙ্গস্ত্রাস করিবে ।

## অঙ্গস্ত্রাস ।

“ওঁ হৃদয়ায় নমঃ” বলিয়া তর্জনী, মধ্যমা ও অনামা অঙ্গুলির অগ্রভাগ  
দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে ।

“ভূঃ শিরসে স্বাহা” বলিয়া তর্জনী ও মধ্যমাব অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক  
স্পর্শ করিবে ।

“ভুবঃ শিখাঠৈ বযট্” বলিয়া অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা শিখা  
স্পর্শ করিবে ।

“স্বঃ কবচার হুং” বলিয়া দক্ষিণ হস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগ  
দ্বারা বাম বাহু এবং বামহস্তের পঞ্চ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ বাহু  
স্পর্শ করিবে ।

“ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অঙ্গায় ফট্” বলিয়া তর্জনী ও  
মধ্যমা অঙ্গুলি যোগ করিয়া, বামহস্তের পৃষ্ঠ ও তলস্পর্শ করিয়া তালি দিবে ।  
এইরূপে অঙ্গস্ত্রাস তিনবার করিবে । পরে তিন বেলায় গায়ত্রীর তিনরূপ  
ধ্যান করিবে ।



ও হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি অঙ্গস্থান ধ্যানের পরও তিনবেলা করিতে হইবে।

## ঋষ্যাদি ।

করযোড়ে—গায়ত্রী বিখ্যাত ঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা  
জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ ।

প্রাতঃকালের ধ্যান,—ও কুমাবীমুখেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং  
বিচিস্তয়েৎ । হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্ ॥

মধ্যাহ্নকালের ধ্যান,—ও সাবিত্রীং বিষ্ণুরূপাঞ্চ  
তাক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীম্ । শুব্রতীঞ্চ যজুৰ্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্ ॥

সাহ্যাহ্নকালের ধ্যান,—ও সবস্বতীং শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং  
ব্রহ্মবাহিনীম্ । সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদসমাবৃত্তাম্ ॥

প্রভাতে দুই হস্ত উর্দ্ধ ও চিত্তাবে রাখিয়া, মধ্যাহ্নে তদবস্থায় বক্রভাবে রাখিয়া এবং সন্ধ্যাকালে উপবিষ্ট হইয়া হস্তদ্বয় অধোমুখে রাখিয়া অনামিকা অঙ্গুলির মধ্যপর্ব্ব, ও মূলপর্ব্ব কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্রপর্ব্ব, অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলির অগ্রপর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর তিন পর্ব্ব এই দশপর্ব্বের মন্ত্রাদি ও ধ্যেয় বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গায়ত্রী জপ করিবে । দশবার আটবার বা সহস্রবার জপ করিবে । কিন্তু কলিতে চারিগুণ জপ করিতে হয় ।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করতঃ এক অঞ্জলি জলত্যাগ পূর্ব্বক  
জপ বিসর্জন করিবে । মন্ত্র যন্ত্রা,

ও মহেশবদনোৎপন্ন বিষ্ণুহৃদয়সন্তুবা ।

ব্রহ্মণা সমনুজ্জাতা গচ্ছ দেবি যথেষ্টয়া ॥

নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করতঃ একবার জলাঞ্জলি ত্যাগ করিবে, ওঁ অনেন  
জপেন ভগবন্তাদিত্যশুক্লো প্রীয়েতাম্ । ওঁ আদিত্যশুক্লাভ্যাং নমঃ ।

আত্মরক্ষা—যজ্ঞোপবীতেব সহিত দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বাৰা দক্ষিণ  
কর্ণের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করতঃ মন্ত্র পাঠ করিবে ।

জাতবেদস ইত্যশ্ব কশ্যপঋষিস্তিষ্ঠুপ্, ছন্দোহৃষিদেবতা আত্মরক্ষায়াং  
জপে বিনিয়োগঃ । ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়াতো নি দহাতি  
বেদঃ । স নঃ পরিবদতি তুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং ত্বরিতাতাঘিঃ ।

অতঃপর কুতাজলি হইয়া পাঠ করিবে,—

ঋতমিত্যশ্ব কালাগ্নিকুদ্ৰঋষিরমুষ্ঠুপ্, ছন্দো রুদ্রো দেবতা রুদ্রোপস্থানে  
বিনিয়োগঃ । ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিতৃলম্ ॥

উদ্ধালিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ ॥

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রত্যেককে জলাঞ্জলি দান করিবে, যথা,—

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ অস্ত্রে নমঃ, ওঁ বরুণায় নমঃ, ওঁ শিবাগ নমঃ,  
ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ ওঁ দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ,  
ওঁ প্রজাপত্যে নমঃ, ওঁ রুদ্রায় নমঃ, ওঁ সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ  
সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ ।

অতঃপর—সূর্য্যার্চাদান করিয়া সূর্য্যের প্রণাম করিবে । সূর্য্যার্চাদান  
মন্ত্র যথা,—

ওঁ নমো বিশ্বস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেষ্ণুসে জগৎসবিত্রে শুচয়ে  
সবিত্রে কৰ্ম্মদায়িনে ॥ ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ।

সূর্য্যোন্ন প্রণামমন্ত্র যথা,—

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্রুতিম্ ।

ধ্বাস্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্ ॥

অনন্তর পূর্বাশ্র হইয়া পদ্মাসনে উপবেশন পূর্বক বামহস্তে কুশ ধারণ করিয়া তদুপরি দক্ষিণহস্ত অধোমুখে রাখিয়া এবং বামপদের উপর দক্ষিণ পদ স্থাপন করিয়া তিনবার গায়ত্রী পাঠ করিয়া বেদাদি মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিবে, ইহাকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলে । যথা,—

অগ্নিমীড় ইতস্ত মধুচ্ছন্দাঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা ব্রহ্মযজ্ঞরূপে  
 বিনিয়োগঃ ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্তদেবমৃ ভুজং । হোতাং  
 রজ্জ্বধাতমম্ ইষে ত্বেতাশ্র যাজ্ঞবল্ক্যঋষিরুক্ষিচ্ছন্দো বায়ুর্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞরূপে  
 বিনিয়োগঃ ওঁ ইষে ত্বোজ্জ্বৈ ত্বা বায়বঃ স্ব দেবো বঃ সবিতা ।  
 প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে । অগ্ন আরাহীতশ্র গোতমঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহ-  
 গ্নিদেবতা ব্রহ্মযজ্ঞরূপে বিনিয়োগঃ । ওঁ অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে গৃণাণো  
 হবাদাতয়ে । নি হোতা সংসি বর্হিষি । শন্নো দেবীরিত্যশ্র পিপ্পলাদ  
 ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞরূপে বিনিয়োগঃ । ওঁ শন্নো  
 দেবীরিতিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে । শং যোরতিশ্রবন্তু নঃ ।

## যজুর্বেদীয় সন্ধ্যা পদ্ধতি ।

সামবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি অনুসারে আপোমার্জ্জন, প্রাণায়াম আচমন, পুনর্মার্জ্জন, অবগর্ষণ প্রভৃতি সমস্ত করিয়া সূর্যোপস্থান করিবে, যথা—

ওঁ উহত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ । দৃশে বিশ্বায়  
 সূর্যাম্ । ওঁ চিত্রং দেবীনামুদগাদনীকং চক্ষুর্শ্রিতশ্র বরুণস্তায়েঃ । আপ্রা  
 ত্বাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতন্তু সূর্য্যশ্চ ॥ ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং  
 পুরস্তাচ্চক্রযুক্তরং । পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং শৃণু্যম  
 শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ শ্রাম শরদঃ শতং ভূষাম্  
 শরদঃ শতাং ॥

পরে কৃতাজ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আবাহন করিবে।  
 ওঁ তেজোহসি শুক্রমশ্রুতম্বসি ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাশ্রুৎ  
 দেবযজ্ঞনমসি। আরাহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি। গায়ত্রি  
 ছন্দসাং মাতব্রক্ষ্যোনি নমোহস্ত তে।

অনন্তর—সামবেদীয় পদ্ধতি অনুসারে অঙ্গভাস করিয়া প্রাতর্মধ্যাহ্ন  
 ও সায়াহ্ন এই তিন বেলায় তিন প্রকাব গায়ত্রীর ধ্যান করিবে।

প্রাতর্ধ্যান—ওঁ গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা রক্তবর্ণা দ্বিভূজা অঙ্গশূত্র-  
 কমণ্ডলুধরা হংসাসনাক্রুতা ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহতা  
 ধোয়া ।

মধ্যাহ্ন ধ্যান—ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা কৃষ্ণবর্ণা চতুভূজা  
 ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা সুবতী গরুড়াক্রুতা বৈষ্ণবী বিষ্ণুদৈবত্যা  
 যজুর্বেদোদাহতা ধোয়া ।

সায়াহ্নে ধ্যান—ও সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা শুক্রবর্ণা চতুভূজা  
 ত্রিশূলডমরুধরা বৃষভাসনাক্রুতা বৃদ্ধা রুদ্রাণী রুদ্রদৈবত্যা সামবেদোদাহতা  
 ধোয়া ।

ধ্যানপাঠান্তে সামবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতিক্রমে ঋষাদিস্মরণ করিয়া  
 গায়ত্রী বিসর্জন করিবে। মন্ত্র যথা,—

উত্তরে শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্বতবাসিনি ।

ব্রহ্মণা সমনুজ্জাতা গচ্ছ দেবি যথেষ্টয়া ॥

অনন্তর—মন্ত্রলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্বক—ব্রহ্মযজ্ঞ সমাধা করিয়া  
 তর্পণাধিকারী ব্যক্তিগণ তর্পণ করিবে।

সামবেদীয় পদ্ধতি অনুসারে উপবেশনাদি পূর্বক গায়ত্রী পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। “

ঋগ্বেদাদি মন্ত্রস্ত মধুচ্ছন্দা ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা স্বাধ্যায়ে  
বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিমৌড়ে পুরোহিতঃ যজ্ঞস্ত দেবমৃত্বিজং হোতারং—  
রত্নধাতমম্।

যজুর্বেদাদি মন্ত্রস্য পরমেষ্ঠী ঋষিঃ শাখাবৎসগাবো দেবতাঃ  
শাখাচ্ছন্দনসন্নরনবৎসোপস্পর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইষে ত্বোজ্জৈ ত্বা  
বায়বঃ স্ত দেবো বঃ সবিতা। প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কশ্মণে।

সামবেদাদি মন্ত্রস্ত—গৌতমঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোহগ্নিদেবতা ব্রহ্মযজ্ঞরূপে  
বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃগানো হব্যদাতয়ে। নি গোতা  
সংসি বর্হিষি।

অথর্ববেদাদিমন্ত্রস্ত দধাঙ্ঙাথর্বণ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আপো দেবতা  
শাস্ত্রিকরণে বিনিয়োগঃ। ওঁ শন্নো দেবৌরভিষ্টয় ন্যাপো ভবন্ত পীতয়ে।  
শং যৌরভিস্রবন্ত নঃ।

অতঃপর সূর্য্যার্চাদান করিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিবে। সূর্য্যার্চা  
ও প্রণাম মন্ত্র সমস্তই সামবেদীয়ের আশ্রয়, কেবল ইদমর্থ্যং স্থলে “এষোহর্থঃ”  
বলিবে।

## ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি।

সামবেদীয় সন্ধ্যাপদ্ধতি অনুসারে “ওঁ শন্ন আপো” মন্ত্রটী আত্মোপাস্ত  
পাঠ করিয়া ষথাবিধি মার্জ্জন করিবে। তৎপরে জল ছুরা শিরোবেষ্টন  
পূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া ঋগ্বেদাদি স্মরণ করিয়া প্রাণীয়া  
করিবে। ষথা,—

ওঁকারস্ত ব্রহ্মঋষিরগ্নিদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সৰ্বকৰ্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ ।  
 ভূরাদি সপ্তব্যাহতীনাং বিশ্বামিত্র-ভৃগু-ভরদ্বাজবশিষ্ঠগৌতমকাত্যায়নস-  
 ঋষয়ঃ অগ্নি বায়ুদিত্যবৃহস্পতিবরুণেশ্রবিশ্বেদেবা দেবতা গায়ত্র্যাক্ষগমুষ্ণুব্-  
 বৃহতীপঙক্তি ত্রিষ্টুপ্ জগত্যচ্ছন্দাঃসি প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ । গায়ত্র্যা  
 বিশ্বামিত্রঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ।  
 গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতিঋষিব্রহ্মবায়ুগ্নিহৃদ্যাশ্চতস্রোদেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ  
 প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ।

অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট ধরিয়া নাভিদেশে ব্রহ্মাকে চিন্তা  
 করিয়া পূরক প্রাণায়াম করিবে ।

প্রাণায়াম—ওঁ হংসহং দ্বিভুজং রক্তসাক্ষ্যত্রকমণ্ডলুম্ । চতুশ্চুখমহং  
 বন্দে ব্রহ্মাণং নাভিমণ্ডলে ॥ ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ  
 ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং । ওঁ তৎসবিতুর্ভরগো ভর্গো দেবত ধীরহি । ধিয়ো  
 যো নঃ প্রচোদয়াৎ । ওঁ আপোজ্যোতিরিত্যাदि ।

অতঃপর দক্ষিণ নাসিকা হইতে বুদ্ধাঙ্গুলি উদ্ধোলন করিয়া ললাট-  
 দেশে শব্দকে ধ্যান করিয়া রেচক প্রাণায়াম করিবে ।

ওঁ শ্বেতং ত্রিশূলডমরুकरमर्द्धেন্দুভূষিতম্ । ত্রিলোচনং ব্যাজ্জচর্ম্মপরিধানং  
 বৃষাসনম্ । ললাটে চিন্তয়েদ্ দেবদেবং ভুজগভূষম্ । ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ  
 ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং । ওঁ তৎসবিতুর্ভরগো  
 ভর্গো দেবত ধীরহি । ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ । ওঁ আপো  
 জ্যোতিরিত্যাदि ।

পরে ঋষ্যাদিস্মরণ পূরক প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায়, এই তিন  
 বেলার তিনপ্রকার মন্ত্রে আচমন করিবে ।

ପ୍ରାତଃକାଳେନ ଆଚମନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତେତ୍ୟାରଭ୍ୟରକ୍ଷନ୍ତାମିତ୍ୟନ୍ତୁ  
 ଚତୁର୍ବିଂଶତାକ୍ଷରା ଗାୟତ୍ରୀ, ଯଦ୍ରାତ୍ରେତ୍ୟାରଭ୍ୟ ମୟୀତ୍ୟନ୍ତୁ ପଞ୍ଚ-  
 ପଦ୍ମଃ । ଇଦମହାମିତ୍ୟାରଭ୍ୟ ସ୍ବାହେତ୍ୟନ୍ତୁ ଦଶାକ୍ଷରପାଦାଭ୍ୟା-  
 ମୁପେତା ବିରାଟଛନ୍ଦୋ ମନ୍ତ୍ରାଚମନେ ବିନିଯୋଗଃ । ଓଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମା  
 ମନ୍ୟାସ୍ତ ମନ୍ୟୁପତୟସ୍ତ ମନ୍ୟୁକୃତେଭ୍ୟଃ ପାପେଭ୍ୟୋ ରକ୍ଷନ୍ତାଂ ଯଦ୍ରାତ୍ରା  
 ପାପମକାରିଷମ୍ ମନସା ବାଚା ହସ୍ତାଭ୍ୟାଂ ପଦ୍ମାୟାମୁଦରେଣ ଶିଖା, ରାତ୍ରି-  
 ଶୁଦବଲୁମ୍ପାତୁ ଷଂ କିଞ୍ଚ ଦୁରିତଂ ମୟି । ଇଦମହଂ ମାମହୃତଯୋନୌ  
 ସୂର୍ଯ୍ୟେ ଜ୍ୟୋତିଷି ଜୁହୋମି ସ୍ବାହା ।

ଅସ୍ତ୍ୟାହ୍ନେ ଆଚମନ— ଅପଃ ପୁନଃସ୍ଥିତାନୁବାକ୍ୟ ନାରାୟଣ-  
 ଶ୍ଵାସିରାପୋ ଦେବତା ଅଷ୍ଟିଛନ୍ଦୋ ମନ୍ତ୍ରାଚମନେ ବିନିଯୋଗଃ । ଓଁ ଆପଃ  
 ପୁନଃସ୍ଥ—ପୃଥିବୀଂ ପୃଥିବୀ ପୂତା ପୁନାତୁ ମାମ୍ । ପୁନଃସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଣ-  
 ସ୍ପତିବ୍ରହ୍ମ ପୂତା ପୁନାତୁ ମାମ୍ ॥ ଯଦ୍ଘୃଷ୍ଟିଷ୍ଟମତୋଜ୍ୟାଞ୍ଚ ଯଦ୍ଘା ଦୁଃଚରିତଂ  
 ମମ । ସର୍ବଂ ପୁନଃସ୍ଥ ମାମାପୋହସତାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଗ୍ରହଂ ସ୍ବାହା ॥

ସାନ୍ଧ୍ୟାହ୍ନେ ଆଚମନ—ଅଗ୍ନିଶ୍ଚେତାନୁବାକ୍ୟ ଯାଜ୍ଞିକ ଉପନିଷ-  
 ଦ୍ଵିଷଃ ଅଗ୍ନିମନ୍ୟୁ ମନ୍ୟୁପତ୍ୟାହାନି ଦେବତାଃ ଅଗ୍ନିଶ୍ଚେତ୍ୟାରଭ୍ୟ ରକ୍ଷନ୍ତା  
 ମିତ୍ୟନ୍ତୁଚତୁର୍ବିଂଶତାକ୍ଷରା ଗାୟତ୍ରୀ, ଯଦହେତ୍ୟାରଭ୍ୟ ମୟୀତ୍ୟନ୍ତୁ ପଞ୍ଚ-  
 ପଦା ପଞ୍ଚଃ, ଇଦମହାମିତ୍ୟାରଭ୍ୟ ସ୍ବାହେତ୍ୟନ୍ତୁ ଦଶାକ୍ଷରପାଦାଭ୍ୟା-  
 ମୁପେତା ବିରାଟ୍ ଛନ୍ଦୋ ମନ୍ତ୍ରାଚମନେ ବିନିଯୋଗଃ ଓଁ ଅଗ୍ନିଶ୍ଚ ମା  
 ମନ୍ୟାସ୍ତ ମନ୍ୟୁପତୟସ୍ତ ମନ୍ୟୁକୃତେଭ୍ୟଃ ପାପେଭ୍ୟୋରକ୍ଷନ୍ତାଂ । ଯଦାହ୍ନା  
 ପାପମକାରିଷଂ ମନସା ବାଚା ହସ୍ତାଭ୍ୟାଂ ପଦ୍ମାୟାମୁଦରେଣ ଶିଖା ଅହ-

সুদবলুপ্ততু যৎকিঞ্চ দুৰিতং ময়ি । ইদমহং মামমৃতযোনৌ  
সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা ।

সম্ভাব্যবিশিষ্টে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

“নাস্তুগে নোদগতে রবৌ” অর্থাৎ সূর্য্য যখন সম্পূর্ণ উদিত  
হন নাই এই সময় প্রাতঃসম্ভার ও যখন সূর্য্য সম্পূর্ণ অস্তগত  
না হন তখনই সায়াং সম্ভার মুখ্যকাল ।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক—মার্জ্জুন ক্রমবিশিষ্টে  
পুনর্ম্মার্জ্জুন করিবে যথা,—

ওঁ ভূ ভুৱঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্তু ধীমহি ।  
ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ । ওঁ আপো হিষ্টেতি নবর্চস্তু  
সুহ্রুতাস্থরীষঃ সিদ্ধুদ্বীপ ঋষি রাপো দেবতাঃ আত্মানাং চতুষ্ণাং  
গায়ত্রী পঞ্চম্যা বর্দ্ধমানা সন্তম্যাঃ প্রতিষ্ঠা অমৃত্যোরমুফুপ্চ্ছন্দো  
মার্জ্জুনে বিনিয়োগঃ । ওঁ আপো হিষ্টা ময়োভুবন্তা ন উর্জ্জে  
দধাতন । মহে রণায় চক্ষসে । ওঁ যো বঃ শিবতমো রসন্তস্তু  
ভাজয়তেহ নঃ । উশতীরিব মাতরঃ । ওঁ তস্মাঅরঙ্গমাম বো  
যস্তু ক্ষয়ায় জিন্থথ । আপো জনয়থা চ নঃ । ওঁ শম্বো  
দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে । শং যোরভিস্রবন্ত নঃ ।  
ওঁ ঈশানা বার্ঘ্যাণাং ক্ষয়ন্তীর্চর্ষণীনাং । আপো য়াচামি ভেষজম্ ।  
অপ্ স্তু মে সোমো অত্রবীদন্তুর্বিবশানি ভেষজা । অগ্নি চ বিশ্বশং-  
ভুক্ষাপশ্চ বিশ্বভেষজীঃ । ওঁ আপঃ পৃণীত ভেষজং বর্দ্ধং তন্মে মম ।  
জোক্ চ সূর্য্যং দৃশে । ওঁ ইদমাপঃ প্রবহত যৎকিঞ্চ দুৰিতং ময়ি ।



যদ্যহমভিত্তু দ্রাহ যদ্বা শেপ উতান্তম্ । ওঁ আপোহিত্যাম্চারিষং  
রসেন সমগস্ম্যহি । পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সংস্রজ বচ্চসা ।

দক্ষিণহস্তে জল গ্রহণ করিয়া অঘর্মষণ মন্ত্র পাঠ করিবে,  
যথা,—

ঋতক্ষেতি ঋকত্রয়স্ত মাধুচ্ছন্দসাঘর্মষণঋষির্ভাববৃত্তো দেবতা  
অমুষ্টু প্চ্ছন্দোহশমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ । ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চা  
ভাক্তান্তপসোহধ্যাজায়তঃ । ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো  
অর্ধবঃ । ওঁ সমুদ্রাদর্শবাদধি সংবৎসরো অজায়ত । অহোরাত্রাণি  
বিদধাদ্বিশস্ত মিমতো বশী । ওঁ সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা-  
পূর্বমকল্লয়ৎ দিবঞ্চ পৃথিবীং চাণ্ডরিক্ষমথো স্বঃ ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বামনাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া  
দক্ষিণনাসিকা দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত পূর্বগৃহীত জলে  
সেই বায়ু নিঃসারণ করিয়া কল্লিত শিলারূপ হস্ততলে নিক্ষেপ  
করিবে অতঃপর গায়ত্রী পাঠ পূর্বক তিন অঞ্জলি জল প্রদান  
করিয়া (ক) সূর্যোপস্থান করিবে ।

প্রাতঃ সূর্যোপস্থানমন্ত্র—চিত্রং দেবানামিতি যড্চস্ত সূক্তস্ত  
কুৎসঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা ত্রিষ্টুপ্চ্ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ ।  
ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্শ্রিত্তস্ত বরুণস্তায়ে আপ্রা  
ত্বাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্যো আত্মা জগতস্তম্বুধশ্চ । ওঁ সূর্য্যো  
দেবীমুষসং রোচমানাং মর্য্যো । ন যোযামভ্যোতি পশ্চাৎ । যাত্রা  
নক্সে দেবয়ন্তো যুগানি বিতম্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম্ । ওঁ ভদ্রা  
অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্ত চিত্রা এতগ্ বা অমুমাচ্চাসঃ । নমস্তস্তো দিব

আ পৃষ্ঠমন্তঃ পরি ছাবাপৃথিবী যন্তিসছঃ । ওঁ তৎ সূর্য্যস্ত দেবকং  
 তন্মহিত্বং মধ্যা কর্তৌর্বিবতং সংজভার । যদেদযুক্ত হরিতঃ  
 স্বধ্বাদাদ্রাত্রী বাসন্তমুতে সিমস্মৈ । ওঁ তন্মিত্রস্ত বরুণস্তাভিচক্কে  
 সূর্য্যো । রূপং কৃণুতে ছোরুপুস্মৈ । অনন্ত মন্যদ্রশদস্ত্য পাজঃ  
 কৃষ্ণমন্তকরিতং সং ভরন্তি । ওঁ অছা দেবা উদিতা সূর্য্যস্ত নিরং  
 হসঃ পিপৃতা নিরবছাত্তমো মিত্রো বরুণো মামহস্তামদিতঃ  
 সিন্ধুঃ পৃথিবী উত ছোঃ ।

মধ্যাহ্ন সূর্য্যোপস্থানমন্ত্র—উত্থত্যমিতি ত্রয়োদশর্চ্চস্ত সূক্তস্ত-  
 কান্বপ্রশ্নয়ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা অছানাং নবানাং গায়ত্রী  
 অন্ত্যানাং চতস্রাং অনুষ্ঠুপছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ । ওঁ  
 উত্থাত্ জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ দৃশে বিশ্বাং সূর্য্যম্ । ওঁ  
 অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্তুক্তুভিঃ । সুরায় বিশ্বচক্ষসে ।  
 ওঁ অদৃশমস্য কেতবো বিরথ্যো জনা অনু । ভ্রাজ্জগো অগ্নয়ো  
 যথা । ওঁ তরণির্বিষদর্শতো জ্যোতির্ক্‌দসি সূর্য্য । বিশ্বমা  
 ভাসি রোচনম্ । ওঁ প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ ও দেষি  
 মানুষান্ । প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দশে । ওঁ যেনা পাবক চক্ষসা  
 ভুরণ্যন্তং জনা অনু । ইং বরুণ পশ্যসি । ওঁ বিছামেষি  
 রজস্পৃথুহা মিমামো, অন্তুভিঃ পশ্যন্ জন্মানি সূর্য্য । ওঁ  
 সপ্ত ই হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য্য । শোচিক্ষেণং  
 ষিচক্ষণ । ওঁ অযুক্ত সপ্ত শুক্লাবঃ সুরো রথস্য নপ্তাঃ ।  
 তাভির্থাতি স্বযুক্তিভিঃ । ওঁ উষয়ং তমসস্পরি জ্যোতিঃ

পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্ৰা সূৰ্য্যামগম্য জ্যোতিরুত্তমম্ ।  
 ওঁ উত্তম্নম্ মিত্রমহ আরোহন্নুত্তরাং দিবং । হৃদ্রোগং  
 মম সূৰ্য্য হরিমাণঞ্চ বাশয় । ওঁ শুকেষু মে হরিমাণং  
 নি দধাসি । ওঁ উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ । দ্বিষন্তং  
 মহং রন্ধেয়শ্চো অহং দ্বিষতে বধম্ ॥

সায়ংকালের সূর্যোপস্থানমন্ত্র—মো যু বরুণেতি পঞ্চর্চন্ত  
 বশিষ্ঠঋষির্বরুণো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ ।  
 ওঁ মো যু বরুণ যুগ্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমং । মৃড়া সৃক্ষত্র  
 মৃড়য় । ওঁ ক্রহঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে । মৃড়া  
 সৃক্ষত্র মৃড়য় । ওঁ অপাং মধো তস্মিরাংসং তৃণাবিদজ্জরিতারং ।  
 মৃড়া সৃক্ষত্র মৃড়য় । ওঁ যৎকিঞ্চিদং বরুণ দৈবে জনেহভিদ্রোহং  
 মনুষ্যাশ্চরামসি । অচিন্তী যন্তব ধৰ্ম্মা যুষোপিম মা নস্তস্মাদেনসো  
 দেবরীরিষঃ ॥

অতঃপর অঙ্গষ্ঠাস করিবে, যথা ওঁ হৃদয়ায় নমঃ ওঁ ভূঃ শিরসে  
 স্বাহা, ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্, ওঁ স্বঃ কবচায় হুং, ওঁ ভূঁভুবঃ স্বঃ  
 নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, ওঁ ভূ ভূবঃ স্বঃ অন্ত্রায় ফট্, ( পুনরায় ) ওঁ  
 তৎসবিতুর্হৃদয়ায় নমঃ, বরুণায় শিরসে স্বাহা, ভর্গো দেবস্ত শিখায়ৈ  
 বষট্, ধর্মহি কবচায় হুং, ধিয়ো যো নঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্,  
 প্রচোদয়াৎ ওঁ অন্ত্রায় ফট্ ।

তিন সময় তিনপ্রকার গায়ত্রীধ্যান পাঠ করিবে ।

**প্রীতঃকালেন্ন ধ্যান**—ওঁ বালাং বালানিত্যমণ্ডলহাং রক্ত-  
বর্ণাং রক্তাধরাহুলেপনশ্রগাভরণাং চতুর্ভুজীং দণ্ডকমণ্ডকসূত্রাভরাক্ষ  
চতুর্ভুজাং হংসাকৃতাং ব্রহ্মদৈবত্যাং ঋগ্বেদমুদাহরন্তীং ভুলোকাদিষ্ঠাত্রীং  
নাম তাং ধ্যায়েৎ ।

**মধ্যাহ্নকালেন্ন ধ্যান**—বৃষতীঃ যুবাদিত্যমণ্ডলহাং শ্বেত-  
বর্ণাং শ্বেতাধরাহুলেপনশ্রগাভরণাং সত্রিনেত্রপঞ্চবক্ত্রাং চন্দ্রশেখরাং ত্রিশূল-  
খজাখট্টাপডমককরাং চতুর্ভুজাং বৃষাকৃতাং ক্রতুদৈবত্যাং যজুর্বেদমুদাহরন্তীং  
ভুবলোকাদিষ্ঠাত্রীং সাবিত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ ।

**সায়াহ্নকালেন্ন ধ্যান**—বৃদ্ধাদিত্যমণ্ডলহাং শ্রামবর্ণাং  
শ্রামাধরাহুলেপনশ্রগাভরণাং একবক্ত্রাং শম্ভচক্রগদাপদ্মাক্ষচতুর্ভুজাং  
গরুড়াকৃতাং বিষ্ণুদৈবত্যাং সামবেদমুদাহরন্তীং স্বলোকাদিষ্ঠাত্রীং সরস্বতীং  
নাম তাং ধ্যায়েৎ ।

পরে কৃতাজ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠপূর্বক গায়ত্রীর আবাহন  
করিবে। ওঁ আরাতু বরদা দেবী অক্ষরং ব্রহ্মসমিতম্। গায়ত্রীচ্ছন্দসাং  
মাতা ইদং ব্রহ্মজুষষ নঃ। ওঁ ওজোহসি সহোহসি বলমসি ভ্রজোহসি  
দেবানাং ধাম নামাসি বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্বমসি সর্বাযুঃ অভিভূয়ো।  
গায়ত্রীমাবহামি। ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি জপ্যে মে সরিধা ভব।  
গায়ন্তং ত্রায়সে বস্মাদ্ গায়ত্রী স্বমতঃ স্তুতা।

অতঃপর ঋষাদি স্মরণ করিবে। যথা—

ওঁকাবস্ত্র ব্রহ্মঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো, মহাব্যাহতীনাং পরমেষ্ঠী  
প্রজাপতিঋষিঃ প্রজাপতির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো, গায়ত্র্যা বিখ্যামিত্রঋষিঃ  
সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, শ্বেতোবর্ণঃ, অগ্নিশ্রুৎ, ব্রহ্মা শিরো, বিষ্ণু

হৃদয়ং, ক্রোধো ললাটঃ, পৃথিবী কৃষ্ণিত্ত্বৈলোক্যং চরণাঃ, সাংখ্যায়নো গোত্রম্ ,  
অশেষপাপক্ষয়ায় জপে বিনিয়োগঃ ।

তৎপর দশ বা একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিয়া কৃতাজ্জলি  
হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ পূর্বক গায়ত্রীর উপস্থান করিবে ।

জাতবেদস ইত্যস্ত কাশ্রপঞ্চষির্জাতবেদোহগ্নিদেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ  
শাস্ত্রার্থজপে বিনিয়োগঃ । ওঁ জাতবেদসে স্ননবাম সোম মরাতীয়তো  
নি দহতি বেদঃ । স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিধা নাবেব সিদ্ধুঃ হুরিতাতাগ্নিঃ ।  
তচ্ছং ঘোরিতাস্ত্র শংযুধ্বির্বিষ্মদেবা দেবতাঃ শক্ররীচ্ছন্দঃ, নমো ব্রহ্মণে  
ইত্যস্ত প্রজাপতিশ্বির্বির্বিষ্মদেবা দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ শাস্ত্রার্থ জপে  
বিনিয়োগঃ । ওঁ তচ্ছং যোরাবুগীমহে । ওঁ নমো ব্রহ্মণে, নমো অস্ত্রুগ্নয়ে ।

ওঁ পূর্বাদিদিগ্ভ্যো নমঃ, ওঁ দিগীশেভ্যো নমঃ, ওঁ সন্ধ্যারৈ নমঃ,  
ওঁ গায়ত্র্যো নমঃ, ওঁ সাবিত্র্যো নমঃ, ওঁ সরস্বত্যা নমঃ, ওঁ সর্কাতো  
দেবতাভ্যো নমঃ ।

প্রত্যেককে প্রণাম করিয়া এক এক অঞ্জলি জল তাগপূর্বক গায়ত্রী  
বিসর্জন করিবে ।

ওঁ উত্তমে শিখবে দেবি ভূমাং পর্বতমূর্দ্ধনি । ব্রাহ্মণৈরভ্যাস্তাতা গচ্ছ  
দেবি যথাস্থতম্

অতঃপর তর্পণাধিকারী ব্যক্তিগণ তর্পণ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দান ও  
সূর্য্য প্রণাম করিবে । তর্পণে অধিকার না থাকিলে তর্পণ না করিয়া  
সূর্য্যার্ঘ্য দিবে ।

সূর্য্যার্ঘ্য ও সূর্য্যার প্রণাম এই প্রাণে লিপিত স্থানে দ্রষ্টব্য । অবশ্য  
ব্রহ্মবজ্র করিবে । ঋগ্বেদীয় ব্রহ্মবজ্র সমস্তই সামবেদীয় ভ্রায় কথিতে হইবে ।

## তান্ত্রিক সঙ্ক্যাপদ্ধতি ।

স্ত্রী এবং অস্ত্রান্ত্র সকল জাতিরই তান্ত্রিক সঙ্ক্যায় অধিকার আছে । দীক্ষিত মাত্রেই ইহা অবশ্য কর্তব্য । ব্রাহ্মণগণ বৈদিক সঙ্ক্যোপাসনাদি সমাপন করিয়া পরে তান্ত্রিক সঙ্ক্যা করিবেন । সঙ্ক্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে দশবার দেবতার গায়ত্রী জপ করিয়া সঙ্ক্যা করিবে । পরীহাদিতেও তান্ত্রিক সঙ্ক্যা নিষিদ্ধ নহে ।

আচমন—ওঁ আত্মতস্মায় স্বাহা, ওঁ বিজাতস্বায় স্বাহা, শিবতস্মায় স্বাহা । এই মন্ত্রে তিনবার জল পান করতঃ মুখ প্রভৃতি স্পর্শ করিয়া আচমনপূর্বক “গঙ্গে চ” অর্থাৎ জলশুদ্ধির যে মন্ত্র এই গ্রন্থে আছে ঐ মন্ত্র পাঠ করতঃ অঙ্কুশমুদ্রা ( এই গ্রন্থে আছে ) দ্বারা জলশুদ্ধি করিয়া মেনু মুদ্রা ( এই গ্রন্থে আছে ) প্রদর্শন পূর্বক মূলমন্ত্র অন্তর অশ্রুতভাবে উচ্চারণ করিয়া তব্বমুদ্রা \* যোগে তিনবার ভূমিতে, সাতবার মন্তকে জলের ছিটা দিবে ।

অনন্তর মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম ও অঙ্গভাস করিয়া বামহস্ততলে একটু জল লইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক “ হং যং রং লং বং ” মন্ত্র শুদ্ধপরি তিন বার জপ করিবে । তৎপরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলিছিন্নপথে গলিত ঐ জল তব্বমুদ্রা দ্বারা সাতবার বিন্দু বিন্দু নিজ মন্তকে দিবে এবং বাম হস্তের অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া উহাকে তেজোময় চিন্তা\* করতঃ বাম নাসিকা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া দেহের পাপ জলে মিলিত ও তৎসম্মিলনে ঐ জল কৃষ্ণবর্ণ

---

\* তব্বমুদ্রা—দক্ষিণ হস্ত অধোমুখ করতঃ মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ যোগ করিলে তব্বমুদ্রা হয় ।

হইয়াছে এইরূপ ভাবনা করিয়া দক্ষিণ নাসিকাপথে ঐ জল বাহির করিয়া বামহস্ততলে নিক্ষেপ করিবে এবং তথা হইতে ফট্‌” এই মন্ত্রে ভূমিতে পরিত্যাগ করিবে। ইহাকে অঘমর্ষণ বলে।

তৎপরে হাত ধুইয়া বৈদিক অঙ্চমন করতঃ “হ্রীং হংসঃ ঠদমর্ধ্যাং সূর্যায় স্বাহা” এই মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্যস্বরূপ এক অঞ্জলি জল দান করিবে। তদনন্তর “ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ” (অমুক দেবতা স্থলে স্বীয় ইষ্টদেবতার নাম মনে মনে করিবে) বলিয়া তিন অঞ্জলি জল অর্ঘ্যস্বরূপ ইষ্টদেবতাকে দিবে।

প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াক্ষ বধন যে সন্ধ্যা তখনকার সেই সন্ধ্যা ও নিম্নলিখিত ধ্যান পাঠপূর্ব্বক যিনি যে দেবতার উপাসক, তিনি সেই দেবতার গায়ত্রী দশ বা একশত আটবার জপ করিবেন। গায়ত্রী, অনেক দেবতার গায়ত্রী এই গ্রন্থে এক সঙ্গে লিখিত হইয়াছে, উহা দৃষ্টে নিজ দেবতার গায়ত্রী দেখিয়া লইবেন।

প্রাতঃকালে কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধারকমলে দ্রবকাঞ্চনের দ্বারা তরুণ-ভপনপ্রভা চিন্তা করতঃ ধ্যান করিবে,—

ওঁ উদ্যাদিত্যসঙ্কশাং পুণ্ড্রাকাকরং স্মরেৎ ।

কুম্বাজিনধরাং ত্র্যক্ষীং ধ্যায়েত্তারকিতেহম্বরে ॥

মধ্যাহ্নকালে কুণ্ডলিনী শক্তিকে স্নানাহতকমলে কোটিভাঙ্গরসন্নিভা চিন্তা করতঃ ধ্যান করিবে ।

ওঁ শ্যামধর্মাং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাম্ ।

গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতোজ্জ্বল্যাম্ ॥

সারাক্ষণে কুণ্ডলিনী শক্তিকে আজ্ঞাপনে কোটিশাঙ্কসমপ্রভাবিধি  
চিন্তা করতঃ ধ্যান করিবে,—

ওঁ সারাক্ষে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্বতিঃ । গুরুং গুরুধর-  
ধরীং বৃষাসনকৃতাপ্রিয়াম্ । ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলকং স্বকরৌটিকাম্ ।  
সূর্য্যামূলমধ্যস্থং ধ্যানন্ দেবীং সমভ্যাসেৎ ॥

অর্পান্তে “গুহ্যতি” মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া তান্ত্রিক তর্পণ করিবে ।

## তান্ত্রিক তর্পণ ।

ওঁ দেবাস্তর্পয়ামি, ওঁ ঋষীস্তর্পয়ামি, ওঁ পিতৃস্তর্পয়ামি, ওঁ  
মনুষ্যাস্তর্পয়ামি, ওঁ গুরুস্তর্পয়ামি ওঁ পরমগুরুস্তর্পয়ামি, ওঁ  
পরাপরগুরুস্তর্পয়ামি, ওঁ পরমেষ্ঠীগুরুস্তর্পয়ামি, এই সকল  
মন্ত্রে প্রত্যেককে জলাঞ্জলি দান করিবে । তৎপরে নিজ ইচ্ছা  
দেবতার মূলমন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করিয়া “অমুকাং দেবীং  
তর্পয়ামি স্বাহা ।” এই মন্ত্রে তিন বার জলাঞ্জলি দিবে ।

বৈষ্ণবগণ “পিতৃস্তর্পয়ামি” এই মন্ত্রের পর, “নারদং  
তর্পয়ামি, পর্ব্বতং তর্পয়ামি, বিষ্ণুং তর্পয়ামি, নিশাং তর্পয়ামি,”  
এই মন্ত্রে তর্পণ করিয়া তৎপরে “গুরুস্তর্পয়ামি” প্রভৃতি  
তর্পণ করিবে । ইচ্ছাদেবতার তর্পণস্থলে, মূলমন্ত্র উচ্চারণ  
করিয়া “অমুকদেবং তর্পয়ামি নমঃ ” বলিবে । শৈবগণ ঐরূপে  
“অমুকদেবং তর্পয়ামি ” বলিবে । তর্পণের পর যথাশক্তি  
জপ করিয়া “গুহ্যতি” মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া ইচ্ছাদেবতার  
প্রণাম পাঠ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে । কৃষ্ণ বিধিতে একরূপ যজ্ঞ বাক্য



“ শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়াম্যহং নমঃ ” অথবা “ ক্লীং ” শ্রীকৃষ্ণং তর্পয়ামি  
নমঃ ” বলিয়া তিনবার তর্পণ করিবে ।

## বৈদিক তর্পণ বিধি ।

নাস্তিক্যভাবাৎ যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ স্মৃতঃ ।

পিবন্তি দেহরুধিরং পিতরো বৈ জলার্ধিনঃ ॥

নাস্তিক্যপ্রণোদিত হইয়া যে ব্যক্তি পিত্রাদির তর্পণ না করে,  
পিতৃগণ জলপ্রার্থী হইয়া তাহার দেহরুধির পান করিয়া  
গাঠকেন । অতএব আয়ু, বল, ধর্ম ও স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিগণ তর্পণ  
করিতে বিন্মৃত হইবেন না ।

স্নাতাদ্রবাসা দেবপিতৃতর্পণগন্তুশ্চ এব কুর্য্যাৎ ।

পরিবর্তিতবাসশ্চ তীরে সমুত্তীর্ষ্যেতি ॥ বিষ্ণু ।

স্নান কবিয়া জলে দাঁড়াইয়া আদ্রবস্ত্রে তর্পণ করিবে ।  
আদ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তর্পণ করিতে হইলে তীরে উঠিয়া  
তর্পণ করিবে ।

পাত্রাদ্বা জলমাদায় শুচৌ পাত্রাস্তরে ক্রিপেৎ ।

জলপূর্ণেহধবা গর্ত্তে ন স্থানে তু বিবর্হিষি ।

ঈতি হারীত ।

উক্তজলে তর্পণ করিতে হইলে, কোন পাত্রে জল রাখিয়া  
সেই পাত্র হইতে জল লইয়া অন্য পবিত্র পাত্রে কিম্বা জলপূর্ণ

গর্তে তর্পণের জল নিক্ষেপ করিবে। কখনও কুশশূন্য স্থানে তর্পণের জল নিক্ষেপ করিবে না।

যদুদ্বৈতঃ প্রসিদ্ধেতু তিলান্ সম্মিশ্রয়েজ্জলে ।

ততোহনুথা তু সর্বোন্ম তিলা গ্রাহা বিচক্ষণৈঃ ॥

ইতি যাজ্ঞবল্ক্য ।

উক্ত জলে তিল মিশাইয়া লইবে, তাহা না করিলে বামহস্তে তিল গ্রহণ করিবে।

উপবীতী অর্থাৎ বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া পূর্নাভিমুখে দেবতীর্থে অর্থাৎ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দেবতর্পণ, যজ্ঞোপনীত মালাবৎ কণ্ঠলব্ধিত করিয়া মনুষ্যতীর্থে সামবেদীয়গণ উত্তরাভিমুখে মনুষ্যতর্পণ, বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া দৈবতীর্থে ঋষিতর্পণে এবং দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত রাখিয়া দক্ষিণাভিমুখে পিতৃতীর্থে পিতৃতর্পণ করিবে।

বিধিপূর্বক তিলকধারণ করতঃ পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যদিগের তর্পণ করিবে। নাভি পর্য্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া উদ্ধৃষ্টি করিয়া চিন্তা করিবে 'যে, পিতৃগণ আগমন করুন, এবং মৎপ্রদত্ত জলাঞ্জলি গ্রহণ করুন, এক এক ব্যক্তির নামে তিন তিন অঞ্জলি জল দান করিতে হইবে। তর্পণজল ফেলিতে হইলে কুশাস্তুরণে নিক্ষেপ করিতে হয়। কদাচ কোন পাত্রে বা মাটিতে তর্পণের জল ফেলিবে না। শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া তর্পণ করাই নিয়ম।

দর্শনানং গয়াশ্রাদ্ধং তিলতর্পণমেব চ ।

ন জীবৎপিতৃকো ভূপ কুর্যাৎ কৃত্বাঘমাশ্রুয়াৎ ॥

যাহার পিতা জীবিত আছে, তাহার অমাবস্তান্নান, গয়াশ্রাদ্ধ ও তিলতর্পণ অধিকার নাই । কিন্তু প্রেতশ্রাদ্ধে তিলতর্পণ করিতে পারে ।

সংক্রান্ত্যাং নিশিসপ্তম্যাং রবিশুক্রদিনে তথা ।

শ্রাদ্ধজন্মদিনে চৈব ন কুর্যাৎতিলতর্পণম্ ॥

সংক্রান্তি, রাত্রিকালে, সপ্তমী তিথি, রবি ও শুক্রবার শ্রাদ্ধদিনে এবং জন্মদিনে তিলতর্পণ করিবে না । ইহা সামান্য বিধি । কিন্তু নিম্নোক্ত বিশেষবিধি অনুসারে নিষিদ্ধ দিনেও তিলতর্পণ করা যায়, যথা

অয়নে বিম্বুবে চৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেষু চ ।

উপকর্মাণি চোৎসর্গে যুগাদৌ মৃতবাসরে ॥

সূর্য্যশুক্রাদিবারেহপি ন দোষাস্তলতর্পণে ।

তীর্থে তিথিবিশেষে চ কার্য্যং প্রেত চ সর্ব্বদা ॥

দক্ষিণ ও উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, গ্রহণ, সংস্কারপূর্ব্বক বেদারম্ভাদি কার্য্যে, উৎসর্গে, যুগান্তা ও মৃত তিথিতে যদি শুক্রাদি নিষিদ্ধ বার হয়, তাহা হইলেও তিল তর্পণে দোষ হয় না । তীর্থে, গঙ্গাদি তীর্থবিশেষ, আর প্রেতশ্রাদ্ধে তিলতর্পণে বারাদি কোন দোষ নাই । মহালয়া অগ্ন্যস্তাব পূর্ব্ব প্রতিপদ হইতে মহালয়া

অমাবস্তা পর্য্যন্ত এক পক্ষের নাম প্রেতপক্ষ। ইহাতে তিল-  
তর্পণে কোন বারাদি দোষ নাই।

## কতিপয় দেবতার গায়ত্রী।

বিস্মু—গায়ত্রী, ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্যাহে কাম-  
দেবায় ধীমহি তমো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

নান্দ্রাস্ত্রণ—গায়ত্রী, নারায়ণায় বিদ্যাহে বাসুদেবায়  
ধীমহি তমো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

নৃসিংহ—গায়ত্রী, বজ্রনাথায় বিদ্যাহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায়  
ধীমহি তমো নরসিংহঃ প্রচোদয়াৎ।

গোপাল—গায়ত্রী, কৃষ্ণায় বিদ্যাহে দামোদরায়  
ধীমহি তমো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

রাম—গায়ত্রী, দাশরথয়ে বিদ্যাহে সীতাবল্লভায়  
ধীমহি তমো রামঃ প্রচোদয়াৎ।

কৃষ্ণ—গায়ত্রী, কৃষ্ণায় বিদ্যাহে দামোদরায় ধীমহি  
তমো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।

শিব—গায়ত্রী, তৎপুরুষায় বিদ্যাহে মহাদেবায়  
ধীমহি তমো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

গণেশ—গায়ত্রী, তৎপুরুষায় বিদ্যাহে বক্রতুণ্ডায়  
ধীমহি তমো দন্তৌ প্রচোদয়াৎ ।

দক্ষিণামূর্তি—গায়ত্রী, দক্ষিণামূর্তয়ে বিদ্যাহে  
ধ্যানস্থায় ধীমহি তমো ধীশঃ  
প্রচোদয়াৎ ।

সূর্য—গায়ত্রী, আদিত্যায় বিদ্যাহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি  
তমঃ সূর্যঃ প্রচোদয়াৎ ।

শক্তি—গায়ত্রী, সৰ্ব্বসংমোহিন্যে বিদ্যাহে বিশ্ব-  
জননৈ ধীমহি তমঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ ।

দুর্গা--গায়ত্রী, মহাদেব্যে বিদ্যাহে দুর্গায়ৈ ধীমহি  
তমো দেবী প্রচোদয়াৎ ।

জম্বদুর্গা—গায়ত্রী, নারায়ণ্যে বিদ্যাহে দুর্গায়ৈ ধীমহি  
তমো গৌরী প্রচোদয়াৎ ।

লক্ষ্মী—গায়ত্রী, মহালক্ষ্ম্যে বিদ্যাহে মহাশ্রীয়ে  
ধীমহি তমঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ ।

সন্নম্রতী—গায়ত্রী, বাগ্‌দেব্যে বিদ্যাহে কামরাজায়  
ধীমহি তমো দেবী প্রচোদয়াৎ ।

ভুবনেশ্বরী—গায়ত্রী, নারায়ণ্যে বিদ্যাহে ভুবনেশ্বর্যে

ধীমহি তমো দেবী প্রচোদয়াৎ ।

অম্বপূর্ণা—গায়ত্রী, ভগবত্যে বিদ্যাহে মাহেশ্বর্যে

ধীমহি তমোহম্বপূর্ণা প্রচোদয়াৎ ।

ছিম্মমস্তা—গায়ত্রী, বৈরোচন্যে বিদ্যাহে ছিম্মমস্তায়ৈ

ধীমহি তমো দেবী প্রচোদয়াৎ ।

মহিষমর্দিনী—গায়ত্রী, মহিষমর্দিন্যে বিদ্যাহে

দুর্গায়ৈ ধীমহি তমো দেবী

প্রচোদয়াৎ ।

কালিকা—গায়ত্রী, কালিকায়ৈ বিদ্যাহে শ্মশান-

বাসিন্যৈ ধীমহি তমো ঘোরা প্রচোদয়াৎ ।

তান্না—গায়ত্রী, তারায়ৈ বিদ্যাহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি

তমো দেবী প্রচোদয়াৎ ।

কাম—গায়ত্রী, কামদেবায় বিদ্যাহে পুষ্পবাণায়

ধীমহি তমোহনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ।

মন্ত্রভেদে যেপ্রকার দেবতার ধ্যানভেদ আছে, সেপ্রকার গায়ত্রীভেদ নাই। এক দেবতার সমস্ত মন্ত্রে একটি গায়ত্রী ; অতএব যে দেবতার যে কোন মন্ত্রই গ্রহণ করা হউক, গায়ত্রী এক। নিজ ইচ্ছাদেবতার যে গায়ত্রী, সাধক তাহাই জপ করিবেন।

## কতিপয় দেবতার মন্ত্র ।

সাধকবিশেষে এক এক দেবতার নানাবিধ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র আছে; আবার দেবতাও নানাবিধ আছেন । এস্থলে আবশ্যক বিবেচনায় কতিপয় দেবতার মন্ত্র প্রকাশিত করিলাম ।

**ত্রিপুটা মন্ত্র ।** শ্রীং হ্রীং ক্লীং । হরিতা মন্ত্র । ওঁ হ্রীং  
 হুঁ খেচেছে ক্ষত্ৰী হুং ক্ষেং হ্রীং ফটু নিতামন্ত্র । ঐং ক্লীং নিত্য  
 কিস্তে ক্ষদ্রবে স্বাহা ॥ দুর্গামন্ত্র ওঁ হ্রীং দুং দুর্গারৈ নমঃ ॥ মহিষমর্দিনী  
 মন্ত্র হ্রীং মহিষমর্দিনী স্বাহা হ্রীং । ( অগ্ন প্রকার ) ক্লোং ওঁ  
 মহিষমর্দিনী স্বাহা ॥ জয়দুর্গা মন্ত্র । ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা ॥  
 বাগীশ্বরী মন্ত্র । ঐং নমো ভগবতী বদ বদ বাদেগবী স্বাহা  
 ( অগ্ন প্রকার ) ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং সরস্বতী নমঃ ॥ পারিজাত  
 সরস্বতী মন্ত্র । ওঁ হ্রীং হে সৌঃ জ্রীং ওঁ সরস্বতী নমঃ ॥  
 গণেশের মন্ত্র । গং । মহাগণেশের মন্ত্র হ্রীং গং হ্রীং মহাগণপতয়ে  
 স্বাহা ॥ হরিত্রাগণেশের মন্ত্র গং । লক্ষ্মী মন্ত্র শ্রীং । ( অগ্নরূপ ) ঐং  
 ঞ্জ্রীং হ্রীং ক্লীং । ( অগ্নরূপ ) নমঃ কমলবাসিন্যে স্বাহা ॥ মহালক্ষ্মীর  
 মন্ত্র,—ঐং হ্রীং জ্রীং ক্লীং হেমোঃ জগৎপ্রসূত্যে নমঃ । অজপা  
 মন্ত্র হংসঃ ॥ রাম মন্ত্র,—হুং জানকীবল্লভায় স্বাহা । ( অগ্নরূপ )  
 হ্রীং রাম হ্রীং ॥

**শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র**—( ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্র ) শ্রীং হ্রীং ক্লীং  
 গোপীজনবল্লভায় স্বাহা, হ্রীং শ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা

এবং ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ ( ত্রয়োদশাঙ্করে  
এই ত্রিবিধ মন্ত্র )

(ষিংশত্যাঙ্কর মন্ত্র) হ্রীং শ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায়  
শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥ (দ্বাবিংশত্যাঙ্কর মন্ত্র) ঐং ক্লীং  
কৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা সৌঃ ॥  
(চতুর্দশাঙ্কর মন্ত্র) ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ॥  
(অষ্টাঙ্কর মন্ত্র) ক্লীং হৃষীকেশায় নমঃ । (অম্বরূপ) শ্রীং হ্রীং ক্লীং  
কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ (দ্বাদশাঙ্কর মন্ত্র) শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায়  
স্বাহা ॥ (ষোড়শাঙ্কর মন্ত্র) ওঁ নমো ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় স্বাহা ॥

বাল্লগোপাল মন্ত্র । ( একাঙ্কর ) কৃঃ ( দ্ব্যাঙ্কর )  
কৃষ্ণঃ । ( ত্র্যাঙ্কর ) ক্লীং কৃষ্ণঃ । ( চতুরাঙ্কর ) ক্লীং কৃষ্ণায় ।  
( পঞ্চাঙ্কর ) কৃষ্ণায় নমঃ । ( ষড়্‌াঙ্কর ) ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ ॥  
গোপালায় সাহা । ( অম্বরূপ ) গোং কুং লং নাথায় নমঃ ॥  
বাসুদেব মন্ত্র, ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥ লক্ষ্মী নারায়ণ  
মন্ত্র,—ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং লক্ষ্মী বাসুদেবায় নমঃ ॥ দধিবামন  
মন্ত্র,—ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা ॥ নৃসিংহ মন্ত্র,  
আং হ্রীং ক্ষৌঃ ক্রৌং হ্রং ফট্ ॥ হরি হর মন্ত্র, ওঁ হ্রীং হৌং শঙ্কর  
নারায়ণ নমঃ হৌং হ্রীং ওঁ ॥

## কতিপয় দেবতার ধ্যান ।

‘এস্থলে মূর্তিভেদে কতিপয় দেবতার প্রচলিত ধ্যান’ এবং উহার অর্থ  
লিপিবদ্ধ করিয়া দিলাম । ঐ সকল ধ্যান দেখিয়া আপন আপন উপাত্ত



দেবতার ধ্যানমন্ত্র স্থির করিতে পারিবেন। মন্ত্রাঙ্করায়ী ধ্যান স্থির না হইলেও এই প্রচলিত ধ্যান করিলেও কার্য্য হইতে পারে। কারণ শাস্ত্রে আছে, যদি মন্ত্রাঙ্করায়ী ধ্যান বৃদ্ধিতে না পারা যায়, তাহা হইলে অর্থাঙ্করায়ী হইলেও তদ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব যাঁহারা মন্ত্রাঙ্করায়ী ধ্যান স্থিরীকৃত করিতে না পারিবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ধ্যান দেখিয়া নিজ নিজ ইষ্টদেবতার ধ্যান দেখিয়া লইবেন, ও অর্থাঙ্কসারে রূপ চিন্তা করিবেন।

**গণেশের ধ্যান।** এই গ্রন্থে গণেশপূজার স্থানে দ্রষ্টব্য।

**ত্রি ধ্যানের অর্থ—**ধর্ম্মাকৃতি, স্থূলদেহ, গজরাজবদন, লম্বোদর, সুন্দর, ক্ষরিত হস্তিমদের গন্ধে লুক্রমধুপকর্ভুক গণ্ডস্থল চঞ্চল, দন্ত দ্বারা বিদারিত শক্ররক্তে সিন্দূরনিরাজিতবৎ দেহকান্তি, সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধি-প্রদাতা এইপ্রকার পার্ব্বতীতনয় গণেশকে আমি ভজনা করি।

**সূর্য্যের ধ্যান।** এই গ্রন্থে সূর্য্যের পূজার স্থলে দ্রষ্টব্য।

**ত্রি ধ্যানের অর্থ—**সমস্ত জগতের অধিপতি সূর্য্যদেবকে আমি ভজনা করি, তিনি রক্তপদ্মের উপরে উপবিষ্ট, সমস্ত গুণের যেন অধিতায় সমুদ্র। করপদ্মে দুইটি পদ্ম, বর ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন। মস্তকে বাণিকা, অরুণের স্তায় দেহের বর্ণ এবং তিনি ত্রিনেত্র।

**বিষ্ণু বা নারায়ণের ধ্যান** এই গ্রন্থে বিষ্ণুপূজার স্থলে দ্রষ্টব্য।

**ঐ অর্থ—**নারায়ণ আমাদের সদা নিজ ধোয়। তিনি সূর্য্যকণ্ডলের মধ্যবর্তী পদ্মের আসনে উপবিষ্ট, কেম্বর ও কনককুণ্ডলভূষিত, মস্তকে কিরীট, গলদেশে হার এবং তাঁহার হিরণ্ময় মূর্ত্তি ( হিরণ্য শব্দের অর্থ জ্ঞান অতএব চিন্ময় বিগ্রহ ) ও শঙ্খচক্রধারী।

**শ্রীকৃষ্ণের পূজার স্থলে ( এই গ্রন্থে ) শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান দ্রষ্টব্য।**

ঐ ধ্যানের অর্থ—ক্ষুদ্র পঙ্কজের স্তায় শ্রীকৃষ্ণের দেহকাস্তি, অশখরবৎ শোভমান বদন, মস্তক মধুরপুচ্ছে বিভূষিত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলদেশে কোমলত মণিমালা, পরিধানে পীতবাস। গোপীদিগের নয়নোৎপলে সর্কশরীর অর্চিত এবং গো ও গোপীগণে পরিবৃত। শ্রীকৃষ্ণ মনোহর বেণু বাদনে তৎপর আছেন, ইহার সর্কশরীর দিবা অলঙ্কারে বিভূষিত। ইহাকে ভজনা করি।

কৃষ্ণপূজা স্থলে, “স্বরেদ বৃন্দাবনে রম্যে” ইত্যাদি ধ্যানাদি লিখিত আছে, উক্ত ধ্যানটি উঠারই শেষাংশ, কিন্তু পদ্ধতিবিশেষে এইটুকুই পূর্ণ ধ্যান বলিয়াও প্রকাশ আঁছে, এবং ইহাই অনেকে পাঠ করিয়া থাকেন, সুতরাং এস্থলে উহাই লিখিত হইল।

বাসুদেবের ধ্যান—বিষ্ণুঃ শারদচন্দ্রকোটিসদৃশঃ শঙ্খং রথাক্ষং গদা-মস্তোজং দধতঃ সিতাজ্জনিয়ং কাস্ত্যা জগন্মোহনম্। আতঙ্কাদদহার-কুণ্ডল-মহারৌলিং সুরংকঙ্কণং, শ্রীবৎসাক্ষমুদারকোমলভদ্রং বন্দে মুনৌজৈঃ স্তবম্।

ঐ অর্থ—কোটিশরৎশখরের স্তায় প্রভাসম্পন্ন শঙ্খচক্র-গদা-পদ্ম-ধারী, সিতাজ্জে উপবিষ্ট, জগতের মোহনকারী, অজদ, হার, কুণ্ডল ও কঙ্কণ প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত, শ্রীবৎসবক্ষ, কোমলভদ্রাধারী এবং মুনৌজগণের স্তূরমান, এইপ্রকার বাসুদেব বিষ্ণুর বন্দনা করি।

শিবের ধ্যান—এই গ্রন্থে শিবের পূজার স্থলে উঠেযা।

ঐ অর্থ—বহুব্রহ্মকে নিজে সর্কদা ধ্যান করিবে। তাঁহাব দেহ রক্ততগিরির স্তায়, অজদ্রাতি রক্তরাশির স্তায় সমুজ্জল, তিনি চন্দ্রচূড়। হস্তে পরশু, মৃগ, বর ও অভয়। প্রসাদশুণবিশিষ্ট মৃষ্টি, পদ্মাসনে উপবিষ্ট, সুরগণ কর্তৃক পরিচালিত এবং পূজিত। পরিধানে ব্যাঘ্র-

চন্দ্র, পঞ্চবদন ও ত্রিনয়ন ( প্রত্যেক বদনে ত্রিনয়ন ), সর্বভয়নাশকারী  
জগদত্তর শ্রেষ্ঠ ও বীজ ( আবিষ্করণ )

বাণলিঙ্গের \* ধ্যান । ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তবাণাখ্যং মহাপ্রভম্ ।  
কামবাণাঙ্ঘ্রিতং দেবং সংসারমহনক্ষমম্ । শৃঙ্গাাদিরসোন্মাসং ভাবয়েৎ  
পরমেশ্বরম্ ।

অর্থ—প্রমত্ত, শক্তিসংযুক্ত মহাদীপ্তিশালী, কামবাণাঙ্ঘ্রিত, সংসার দণ্ড  
করিতে সমর্থ এবং শৃঙ্গাাদি রসে উল্লসিত, ইনি বাণ নামে  
প্রসিদ্ধ, ঐদৃশ পরমেশ্বরকে ধ্যান করিবে ।

হুর্গার ধ্যান—ওঁ সিংহস্থাং শশিশেখরাং মরকতপ্রখ্যাং চতুর্ভুজৈঃ,  
শঙ্খাং চক্রধনুঃশবাংশ্চ দধতীং নৈত্রৈজ্জিভিঃ শোভিতা । আমৃতোদ্গদহার-  
ককর্ণরণ্যকাঞ্চীকর্ণনৃপুরা, হুর্গা হুর্গতিহারিণী ভবতু নো রত্নোন্মসংকুণ্ডলা ।

অর্থ—হুর্গাদেবী সিংহের উপবে উপবিষ্টা, ইনি শশিশেখরা মরকত-  
মণিপ্রখ্যা অর্থাৎ অম্বরাগা । ইহার চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও শর ।  
ইনি ত্রিনয়না । অঙ্গদ ( বলর ), হার, ককর্ণ ও শব্দকারী কাঞ্চী  
( কটিহার ) ও নৃপুরধারিণী । জীবের হুর্গতিদূরকারিণী, ইহার কর্ণে  
রত্নকুণ্ডল বিরাজিত ।

জগদ্ধাত্রীর ধ্যান । ওঁ সিংহস্কন্ধসমারুঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাম্ ।  
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্ । রক্তবস্ত্রপরিধানাং বামার্কসদৃশী  
তনুম্ । নারদাষ্টমুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্ । ত্রিবলীবলম্বোপেতাং

\* লিঙ্গ—( লিঙ্গ পূজন করা ইত্যাদি অ ( অন ) ( ক ) সং, ক্রীং চিহ্ন ।  
পুংস্তম্ভি । হেতু, কারণ, হৃদয় । শিঙ্গ, উপহা । শিবের মূর্ত্তি বিশেষ । অনুরাধা ।  
অনুরাধানাদান সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি । সামর্থ্য । অর্থ একাংশক সামর্থ্য । নিং—  
১ “সাবভাসেব ধাতুনাং লিঙ্গং কৃতিগতং ভবেৎ ।”

নাভিনালমুণালিনীম্। রত্নবীপমহাবীপে সিংহাসনসম্বন্ধিতে। প্রাক্কল-  
কমলারূঢ়াং ধ্যায়ন্তাং ভবগেহিনীম্।

অর্থ—দেবী সিংহরূক্ষে ( পৃষ্ঠে ) সমারূঢ়া এবং বিবিধ ভূষণে ভূষিতা  
ও চতুর্ভূজা, গলদেশে সর্পের যজ্ঞোপবীত ( পৈতা ) পরিধানে রক্তবস্ত্র।  
অঙ্গের আভা উদয়কালীন সূর্য্যস্রীভার জ্বায়। নারদাদি মুনিগণ কর্তৃক  
পরিসেবিতা। ত্রিবলীপরিবৃত্ত নাভিনাল মুণালের জ্বায় শোভাবিশিষ্ট।  
দেবী রত্ননির্ম্মিত মহাবীপে ( বেদীর উপরে ) সিংহাসনসম্বন্ধিত প্রাক্কল  
পঙ্কজোপরি উপবিষ্টা। এবম্প্রকার ভবগেহিনীকে ধ্যান করিবে।

কালিকার ধ্যান। ওঁ শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্।  
হাস্তযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্জ্জ্বাকরাম্। মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং  
পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ। চতুর্ভূজাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ।

অর্থ—শবারূঢ়া, ভীমদর্শনা, ঘোরদশনা, বরপ্রদায়িনী, হাস্তযুক্তা,  
ত্রিনেত্রা, হস্তে নরকপাল ( মুণ্ড ) ও খড়্গধারিণী, মুক্তকেশী, লোলজিহ্বা,  
ধর ও অভয়মুদ্রাধারিণী, চতুর্ভূজা ও মুহুমূহুঃ রুধিরপানকারিণী দেবীকে  
স্মরণ করিবে।

গুরুর ধ্যান—। ওঁ হৃদযুজে কর্ণিকমধ্যাসংস্থং, সিংহাসনসংস্থিত-  
দিব্যমূর্ত্তিম্। ধ্যায়ন্ত গুরুং চক্ৰকলাপ্রকাশং, সংবিৎসুখাভীষ্টবরপ্রদানম্।  
মুক্তাকলভূষিতদিব্যমূর্ত্তিং, বামাজপীঠস্থিতদিব্যশক্তিম্। যেতাৎপর্যং  
খেতবিলেপযুক্তং, মন্দম্রিতং পূর্ণকলাবিধানম্।

শিষ্য চিন্তা করিবেন যে, গুরুদেব মদীয় হৃদয়পদ্মস্থ কর্ণিকোপরি  
দিব্য সিংহাসনে দিব্য মূর্ত্তিতে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার কান্তি, চক্ৰ-  
চঙ্কিকাসদৃশ এবং ইনিই আমার জ্ঞান, সুখ ও অভীষ্ট প্রদান করিবেন।  
লোকাভীষ্ট মূর্ত্তি, তাহা মুক্তামালার সুশোভিত। ইহার বামাজপ

শীতোপরি দিব্যা (আলৌকিকী) শক্তি উপবিষ্টা। ইঁহার পরিধানে  
শ্বেত বস্ত্র ও দেহ শ্বেতচন্দনে চর্চিত। যেমন পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্না বিতরণ  
করে সুরসেব সেই প্রকার ঝুঁ ঝুঁ হস্ত বিকিরণ কবিতেছেন।

## কতিপয় দেবতার প্রণাম।

এই স্থানে কিয়ৎসংখ্যক দেবতার প্রণামমন্ত্র লিখিত হইল। যে  
দেবতার পূজা করা যাইবে, পূজার শেষে সেই দেবতার প্রণাম মন্ত্র পড়িয়া  
প্রণাম করিতে হইবে। মূর্ত্তিবিশেষে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের উল্লেখ না  
থাকিলে বা জানা না থাকিলে এক মন্ত্রেই প্রণাম করা চলে। অর্থাৎ শক্তি  
প্রণাম মন্ত্রে কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি সকল দেবতার এবং  
বিষ্ণুপ্রণামমন্ত্রে নারায়ণ, কৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি দেবতার এবং  
শিবপ্রণামমন্ত্রে মৃত্যুঞ্জয়, বাণলিঙ্গ, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি দেবতার প্রণাম  
করা যাইতে পারে।

গণেশের প্রণাম। বিষ্ণুর প্রণাম ও হর্যোর প্রণাম। এই গ্রন্থের  
ঐ সকল দেবতার পূজার স্থানে দ্রষ্টব্য।

রামের প্রণাম। রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেদসে। রঘুনাথায়  
নাথায় সীতারঃ পতরে নমঃ ॥

শক্তির প্রণাম। সৰ্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সৰ্ব্বাংশসাধিকে। শরণ্যে  
দ্রাব্যকে গোবিন্দি নারায়ণি নমোহস্ত তে ॥

শিবের প্রণাম। এই গ্রন্থে শিবের পূজার স্থলে দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মীর প্রণাম। নমস্তে সৰ্ব্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা  
গতিস্তুৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াক্ষমর্চনাৎ ॥

সরস্বতীর প্রণাম। সরস্বত্যৈ নমোনিত্যং ভক্তকর্ণৈঃ নমো নৈমঃ।  
যেদবেদাদবেদাস্তবিদ্যাস্থানেত্য এষ চ।

ঐশ্রিকালীর প্রণাম মন্ত্র । অমলী মঙ্গলা কালী ভক্তকালী কপালিনী ।  
হর্গা শিবা কমা ধাত্রী নারায়ণী নমোহস্ততে ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম । এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের পূজার স্থলে দ্রষ্টব্য ।

গুরুম প্রণাম । এই গ্রন্থে গুরুম পূজা স্থলে দ্রষ্টব্য । অর্থও ঐ স্থলে  
দ্রষ্টব্য ।

## মন্ত্র জপ ।

জপ্, ধাতু হইতে জপ শব্দ নিম্পন্ন হইয়াছে । জপ্, ধাতুর অর্থ—  
মানস উচ্চারণ । সুতরাং ঈষ্টদেবতার বীজ বা মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ  
করার নাম জপ ।

মনসা যৎ স্মরেৎ স্তোত্রং বচসা বা মনুং স্মরেৎ ।

উভয়ং নিষ্ফলং যাতি ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা ॥

মনে মনে স্তব পাঠ ও বাক্য দ্বারা অর্থাৎ অপরে বুঝিতে পাবে  
এরূপভাবে মন্ত্র জপ করিলে, সেই স্তব ও মন্ত্র ভিন্নভাণ্ডস্থিত জপের  
ফল নিষ্ফল হয় ।

বিধিপূর্বক পুনঃ পুনঃ মন্ত্রোচ্চারণের নাম জপ । জপও যোগ-  
বিশেষ । সেইজন্ত পুরাণাদিতে ‘জপ মন্ত্রবজ্জ বা মন্ত্রবোগ বলিয়া  
বর্ণিত হইয়াছে । শাস্ত্রে জপের মুখ্য গোণ প্রভেদ—মানস, উপাংশু  
ও বাচিক এই তিনপ্রকারে বর্ণিত ও অভিহিত হইতে দেখা যায় ।  
যথা,—

জপঃ স্মৃতিস্মরণবৃত্তির্মানসোপাংশুবাচিকৈঃ ।

যিমা যদক্ষরজ্যেগীং বর্ণস্বরপদ্যজিকাম্ ॥

উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ ।

জিহ্বোষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিৎ দেবতাগতমানসঃ ॥

কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্যঃ শ্রাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ । .

নিজকর্ণাগোচরোহয়ং স জপো মানসঃ স্মৃতঃ ॥

উপাংশুনিজকর্ণস্য গোচরঃ পরিকীর্তিতঃ ।

মস্ত্রমুচ্চারয়েচ্চাচা স জপো বাচিকঃ স্মৃতঃ ॥

উচ্চৈজ্জ'পাদ্বিশিষ্টঃ শ্রাদুপাংশুর্দশভিগু'নৈঃ ।

জিহ্বাজপঃ শতগুণঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ ॥

মন্ত্রের বর্ণাবলী পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করার নাম জপ । জপ ত্রিবিধ —মানসিক, উপাংশু ও বাচিক । মন্ত্রার্থ স্মরণপূর্বক মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করার নাম মানসিক জপ । দেবতার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া জিহ্বা ও ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ পরিচালনা পূর্বক নিজে মাত্র শ্রবণ করিতে পারে, এক্রপভাবে মন্ত্র উচ্চারণের নাম উপাংশু জপ । নিজ কর্ণের অন্তরা-ভাবে যে মন্ত্রজপ, তাহা মানস ; নিজ কর্ণের গোচরে যে জপ, তাহা উপাংশু এবং বাক্য দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণকে বাচিক জপ বলে । বাচিক জপ হইতে উপাংশু জপে দশগুণ এবং জিহ্বাজপ হইতে মানসিক জপে সহস্রগুণ অধিক ফল হয় ।

সংখ্যা গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ সংখ্যা স্থির করিয়া জপ করিতে হয় । সংখ্যাশূন্য জপ নিষ্ফল হইয়া থাকে । যথা,—

বিনা দৈতৈস্ত্র যৎস্নানং যচ্চদানং বিনেদৈকম্ ।

অসম্বোয়স্ত যজ্ঞপ্তং সর্বং তদফলং স্মৃতম্ ॥

অতএব শক্তি সামর্থ্য অনুসারে ৮।১০।১০৮।১০০৮ বার ইত্যাদি শাস্ত্র নির্দিষ্ট সংখ্যামুদ্বয়ে জপ করিতে হয়। জপেব মন্ত্র বলিতে যতটুকু সময় লাগে, সেই সময়কে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রতিবার মন্ত্র জপ সময়ে পূংক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা জপ করিতে হয়। কুদ্রাক, তুলসী গন্ধাবীজ প্রভৃতির মালা দ্বারা সংখ্যা নির্দিষ্ট হয় এবং করমালা দ্বাৰাও সংখ্যা নির্দিষ্ট হইতে পারে।

## রাত্রিতে শয়নকালে কর্তব্য বিষয় ।

জলপূর্ণ ঘট শিয়রে স্থাপনপূর্বক বিষ্ণু প্রণাম কবিয়া, গরুড়কে স্মরণ করতঃ শয়ন করিবে। এবং দুর্গা নাম উচ্চারণ করিবে।

রাত্রিকালে ভোজনান্তে মুখ ও হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া, উত্তমকপে মুছিয়া শয়ন করিবে। এবং নারায়ণকে প্রণাম করিয়া তদীয় মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রা যাইবে। পশ্চিম ও উত্তর দিকে মাথা করিয়া শয়ন করিবে না ; কিন্তু প্রবাসে পশ্চিম দিকে মাথা করিয়া শুইতে হয়। প্রাতঃকালে, সায়াংকালে, উত্তানভাবে ( চৈত্র হইয়া ), নম্র ( উলঙ্গ ) অবস্থায় এবং তৈলাক্ত মস্তকে শয়ন করা নিষিদ্ধ।

## স্ত্রীসংসর্গ ।

চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্তা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিকে পরে বলে। পরোদিনে, দিবাভাগে, প্রভাতে সায়াংকালে, ব্রতদিনে, শ্রাদ্ধদিনে, ও পীড়িত অবস্থায় স্ত্রী-সংসর্গ নিষিদ্ধ। রত্নস্থলা ( প্রথম ৩ দিনের মধ্যে ) ও পূর্ণগর্ভা স্ত্রীতে উপগত হইবে না। সংসর্গকালে স্ত্রীপুরুষের দেহ পবিত্র, এবং মন প্রসন্ন ও ভগবচ্চিন্তানিরত থাকা আবশ্যক।



## যষ্ঠী পূজা ।

প্রাৰ্ণে নৃঋনযষ্ঠী, তাদ্বে বহ্ননযষ্ঠী, আশ্বিনে হর্গাবষ্ঠী, মাঘে শীতলযষ্ঠী এবং চৈত্রে অশোকযষ্ঠী। এই গুলি গুরু পক্ষের যষ্ঠী। এতদ্ভিন্ন পুত্রাদি জন্মের বিংশত্যাদি দিবস পরে আচার বশতঃ পূজা করা হয়। ঐ যষ্ঠীর পূজা নিত্যপূজাবিধানে করিতে হয়। ব্রতচরণ দেশাচার মতে ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্পাদিত হয়। পূজাক্রম সামান্ত পূজাবিধি অনুসারে বস্তিবাচন হইতে সকলের পূর্ব পর্য্যন্ত কার্য করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

সঙ্কল্প বর্ণা—“ বিষ্ণুরোম্ তৎসদভ্য \* \* \* \* যষ্ঠী প্রীতিকামঃ ( অথবা বাহা কামমা থাকিবে তৎকামঃ ) যষ্ঠী পূজনমহং করিষ্যে ” পরে হুক্ত পাঠাদি অঙ্গভাসান্ত কর্ম করিয়া ( সামান্ত পূজাবিধি দেখ ) নিত্যপূজাঙ্গণে যষ্ঠী পূজা করিলে ষাট্কাঙ্কাস প্রভৃতি অনেক করেন না। পরে ধ্যান করিবে। ধ্যান বর্ণা—

ওঁ দ্বিভূজাং হেমগৌরাদ্রীং রত্নালঙ্কারভূষিতাং ।

বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্ছন্দ্রনিভাননাং ॥

পট্টবস্ত্রপরিধানাং প্রীনোন্নতপয়োধরাং ।

অঙ্কাপিতম্বুতাং যষ্ঠীমম্বুজম্বুহাং বিচিস্তয়েৎ ।

এইরূপ ধ্যানদি করিয়া উপচার দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবে।

প্রণাম মন্ত্ৰ—“ জয় দেবি জগন্মাতাজ্জগদানন্দকারিণি ।

প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে যষ্টি দেবিকে ॥ ”

বীজমন্ত্ৰ—“ বৎ ”। যষ্ঠী পূজার সঙ্কেত বার্কণ্ডেয়ের পূর্ত্য কেহ কেহ করেন, তাঁহার সঙ্কেত যষ্ঠীবার্কণ্ডেয়ের “ পূজনং করিষ্যে ” এইরূপ বস্তু

জাহা করিলে যজ্ঞের পর মার্কণ্ডেয় পূজা করিবে । সঙ্কল্পাদি ভাস প্রভৃতি আর খত্তর করিতে হয় না, একেবারে ধ্যান পড়িয়া পূজা করিবে । মার্কণ্ডেয় ধ্যান, প্রার্থনা ও প্রণামমন্ত্র ভিন্ন । আর যজ্ঞ মার্কণ্ডেয় পূজা এক সঙ্গে না করিলেও কার্যাবিশেষে মার্কণ্ডেয় পূজা আবশ্যক হয়, তাহা করিলে সঙ্কল্পাদি করিয়া মার্কণ্ডেয় ধ্যান করিবে ; যথা—

“ ওঁ দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং স্তব্ধং চিরজীবিনং ।

মার্কণ্ডেয়ং নরো ভক্ত্যাপূজয়েৎ প্রযতস্তথা ॥ ”

পরে উপচারাদি দ্বারা পূজা করিবে ।

প্রার্থনামন্ত্র—চিরজীবী যথা স্বং ভো ভবিষ্যামি তথা মূনে ।

রূপবান্ বিত্তবাংশৈশ্চ ব শ্রিয়া যুক্তশ্চ সর্বদা ॥ ”

প্রণাম—মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্পাস্তজীবন । ”

আয়ুরিষ্টার্শিসিদ্ধার্থমশ্র্যাকং বরদো ভব ॥ ”

এই বলিয়া প্রণাম করিয়া দক্ষিণাস্তাদি করিবে ।

## মনসা পূজা ।

গৃহ প্রাক্ষেপে (উঠানে) বেদীর উপর সীজ বৃক্ষ ( বা মানসা গাছ ) রাখিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে স্তব্ধাচনাদি ( সামান্ত পূজা বিধি দেখ ) ইন্দ্রাদি দশদিক পাল পূজাদি করিয়া সঙ্কল্প করিবে । যথা—

“ বিষ্ণুরোম তৎসদন্ত অমৃকে মাসি কৃষ্ণপক্ষে পঞ্চম্যাস্তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা সর্পভয়াভাবকামো মনসাদেবীপূজরমহং করিষ্যে ” অমুক মাসে অতুতিথিতে কারণবশতঃ মনসাপূজা করিতে হইলে, সেই তিথি প্রভৃতির উল্লেখ করিবে ।

এই সঙ্করটী আবাচী পুণিয়ার পরে যে পঞ্চমী অর্থাৎ বাহাকে নাগ-পঞ্চমী কহে, তদ্দিনে বিহিত মনসা পূজা জন্ত লিখিত হইল। পরে সঙ্কর এবং অঙ্গস্তাসাদি কৰ্ম করিয়া মনসার ধ্যান করিবে। যথা—

ওঁ দেবীমস্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকাস্তিঃ বদান্যাং ।  
 হংসারুঢ়ামুদারামরুণিতবসনাং সৰ্ব্বদাং সৰ্ব্বদৈব ।  
 স্মেরাস্তাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগনৈর্নাগরত্নৈরনৈকৈ-  
 র্বন্দেহং সাক্ষীনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাং ॥

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানস পূজাদি অস্ত্রে পুনর্ধ্যান করতঃ আবাহন করিবে। যথা—

“ আস্তিকশ্চ মুনৈর্মাতর্জঙ্গগদানন্দকারিণি ।  
 এহেহি মনসাদেবি নাগমাতর্নমোহস্ত তে ।  
 আগচ্ছ বরদে দেবি সৰ্ব্বকল্যাণকারিণি ।  
 স্নুহীশাখাং সমারুহ্য তিষ্ঠ পূজাং করোম্যহং ।  
 ভগবতি মনসাদেবি, ইহাগচ্ছ, ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ ;  
 ইহ সন্নিহিতা ভব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ । ”

এতৎ পাঠ্যং “ওঁ মনসাজ্জৈয়ো নমঃ” এইরূপ উপচার দ্বারা পূজা করিয়া হৃৎকের দ্বারা স্নুহীবৃক্ষে মনসাদেবীকে স্থান করাইবে।

স্থান মন্ত্র—“ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিতাং দেবীং নাগাতরণভূষিতাং ।  
 আপ্যায়ি মহাভাগাং পূজায়ুর্ধনবৃদ্ধয়ে । ”

পুনর্বার চন্দ্রনমিস্তিত জল দ্বারা স্থান করাইবে। তাহার মন্ত্র—

ওঁ গন্ধচন্দনমিশ্রেন তোয়েন নাগমাতরং ।

স্নাপয়ামি মহাভাগং সর্বসম্পত্তিহেতবে ।

ঐহার পর মালা, সিন্দূর ও মিষ্টান্নাদি নিবেদন করিয়া অষ্টনাগ পূজা করিবে। যথা অনন্তায় নমঃ, বাসুকায় নমঃ, পদ্মায় নমঃ, মহাপদ্মায় নমঃ, তক্ষকায় নমঃ, কুলীরায় নমঃ, কর্কটায় নমঃ, শঙ্খায় নমঃ, এইরূপ মন্ত্র বলিয়া এক একটীকে পূজা করিয়া মনসাদেবীকে প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—

আস্তিকস্ত মুনেৰ্মাতা ভগিনী বাসুকেষুতথা ।

জরংকারমুনেঃ পত্নী মনসাদেবী নমোহস্ত তে ।

পরে দক্ষিণাস্তাদি করিয়া “মনসাদেবি ক্ষমস্ব” বলিয়া বিসর্জন করিবে।

## শ্রীপঞ্চমী ।

পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নক্ষীং পুষ্পধূপান্নবারিতিঃ । মন্ত্রাধারং লেখনীঞ্চ পূজয়েন্ন  
লিখেত্ততঃ । মালে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শ্রিয়শ্রিয়া । তস্তাং পূৰ্ব্বাহ্ন  
এবেহ কার্ধ্যং সারস্বতোৎসবঃ ॥

## সরস্বতী পূজা ।

স্তুতিবাচন পূৰ্ব্বক “স্বর্গ্যঃসোম” এই মন্ত্র পাঠ করতঃ সঙ্কল্প করিবে  
যথা,—বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্ত মাঘে মাসি শুক্রে পক্ষে পঞ্চম্যাস্তিথৌ অমুক  
গোত্রঃ শ্রীঅমুক° দেবশর্মা সরস্বতীপ্রীতিকামো গণপত্যাদিনানাদেবতা  
পূজাপূৰ্ব্বক-সরস্বতী-লক্ষ্মী-মন্ত্রাধার-লেখনী-পূজাকর্ম্মাহং করিষ্যে ।

পরে কৃতাজ্জলি হইয়া,—“ও সঙ্কলিতার্থস্ত সিদ্ধিরন্তু” এবং “ও দেবো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে সামান্ত্যার্থ্য আসনশুদ্ধি, ইত্যাদি, করন্ত্যাস অঙ্গস্ত্যাসাদি করিয়া, গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল প্রভৃতি দেবতাগণকে পাণ্ডুঅর্থ্যাদি দ্বাৰা পূজা করিবে।

## সরস্বতীর ধ্যান ।

তরুণশকল-মিন্দোবিন্দ্ৰতী শুভ্রকাস্তিঃ

কুচতর-নমিতাক্ষী সন্নিবল্লঃ সত্যজ্ঞে ।

নিজকর-কমলোত্তম্লেখনী-পুষ্পকক্ৰীঃ

সকলবিভবসিদ্ধৌ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ ॥ ১৭

## পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র ।

যা কুন্দেশু-তুষারহার-ধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা

যা বীণাবরদণ্ড-মণ্ডিতভূজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃত্তা ।

যা ব্রহ্মচ্যুতশঙ্কর-প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা

সো মাংস্পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ-জাড্যাপহা ॥ ১৮

সো মে বসতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তকধারিণী ।

মুরারিবল্লভা দেবী সৰ্ব্বকল্লা সরস্বতী ॥ ১৯

সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে ।

বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিজ্ঞাং দেহি নমোহস্ত তে ॥ ২০

## প্রার্থনামন্ত্র ।

যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোক-পিতামহঃ ।

দ্বাং পরিত্যক্ত্য সন্তুষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা ॥ ২১

## প্রণামমন্ত্ৰ ।

সবস্বতৌ নমো নিত্যং ভদ্রকালৌ নমো নমঃ ।

বেদ-বেদান্ত-বেদাঙ্গ-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ ॥ ২২

## সরস্বতী স্তোত্র ।

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা ।

শ্বেতাঙ্কুরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধাম্বলেননা ॥

শ্বেতাক্ষসুত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চিতা ।

শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতাভরণভূষিতা ॥

বন্দিতা সিন্ধুগন্ধকৈর্ব-র্চ্চিতা দেবদানবৈঃ ।

পূজিতা মুনিভিঃ সর্কৈর্ব-র্চ্চিতা স্তূয়তে সদা ॥

স্তোত্রেনাগেনে ত্যাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীম্ ।

যে শ্রবন্তি ত্রিসন্ধায়াং সর্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে ॥ ১

## সত্যনারায়ণ পূজা ।

যজমান প্রদোষসময়ে আসনে উপবিষ্ট হইয়া অচমন করিবে । পরে  
স্বর্ঘ্যার্থ্য দান করিয়া স্বস্তিবাচন করতঃ সংকল্প করিবে । অতঃপাশ্চ  
অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা শ্রীসত্যনারায়ণশ্রীতিকাশ্রী গণপত্যা  
নানাদেবতাপূজাকথাক্রমপূর্বকশ্রীসত্যনারায়ণপূজনকর্মাং করিষ্যে”  
এইরূপ সংকল্প করিয়া আসনভুক্তি, পুষ্প শোধন ও প্রাণায়াম করিয়া “ও  
থর্বং স্থলতমুং” ইত্যাদি ধ্যান করিয়া গণেশের পূজা করতঃ শিবা  
পঞ্চদেবতা আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিকপাল ও মংগলাদি দশাবতারের  
পাণ্ডুরী দ্বারা পূজা করিয়া পরে “নাং, নীং, নুং, নৈং, নৌং, নঃ”  
এই মন্ত্র দ্বারা অঙ্গস্তাস ( প্রণালী পূর্বে দেখ ) করিয়া কুর্ম্মমূত্রা দ্বারা একটি  
পুষ্প লইয়া নারায়ণের ধ্যান করিবে ।

## গীত ।

মুক্ত মন বিভূষণবিন্দে ।  
গাও হরিগুণ পরমানন্দে ॥  
সে-ই চিত্তবিনোদন,  
মুরতিমোহন,  
ধ্যান কর সদা হৃদে ।  
ভ্যজিয়ে বাসনা,  
অসার কল্পনা,  
পিয় প্রেমরস অবিচ্ছেদে ।  
যোগিজনচিত্ত,  
সদা প্রণোত্তিত,  
যাঁর প্রেমরসকরন্দে ।  
জীবনসঞ্চার,  
পাতকি-উদ্ধার,  
হর, নিমিষে বাঁহার প্রসাদে ।  
মনঃসংযম,  
ইন্দ্রিয়দমন,  
হরি, তবে স্থান হরিপদে ।  
গাও তাঁরি জয়,  
হইবে নির্ভয়,  
অখ-সম্পদ হৃৎখ-বিপদে ।

সমাপ্ত ।







